প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ. ১৩৪৮

প্রকাশক :
শ্রীমানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২. শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
জয় তারা প্রেস
৩৫ সি গোরাচাঁদ বোস রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪. সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাঘিনীর চোখে ঘুম নেই

জেনেভা শহরে সুইস ব্যাঙ্কের লকারে সুরক্ষিত লক্ষ ডলারের সোনালী বাঘিনী। যার চোখে বসান রক্ত রুবী। যার সন্ধানে সারা পশ্চিমী দুনিয়া তোলপাড় করেছেন আমেরিকান এজেন্ট কিল মাষ্টার নিক। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই হিংস্র শয়তান ম্যাক্স রাডার আর সিকোকু হনডো। আর আছে ভয়ংকর যৌবনা ও রহস্যময়ী এক নারী ব্যারোনেস এলিস। নিমেষে নগ্না হতে যার কোন আপত্তি নেই। এবং যার কমনীয় তনু অত্যাচারে ঝলসে ওঠে কঠিন পুরুষের হাতের থাবায় বার বার……

…বিশ্বসাহিত্যে শিহরণ জাগানো বিতর্কিত স্পাই থ্রীলার……

"বাঘিনীর চোখে ঘুম নেই"

বাঘিনীর চোখে আগুন জ্বলে

পোরটোফিনোর সেই মেয়েটি যার চোখের তারায় অকারণে অনেক মেঘ জমে ঝড় ওঠে মনের কালো আকাশে, হঠাৎ কখন বৃষ্টি নামে কেউ জানে না।

গত রাতে নিককে সে দিয়েছিল লাবণ্য আর উত্তেজনা। কালো চুলের সুদেহিনী ললনা, ঠোঁটে যার অপূর্ব হাসির ছোঁয়া।

কোমল তন্দ্রালু রাতের আনন্দে যে ছিল নিকের সঙ্গিনী। সে অংশ নিয়েছে মদিরা পাত্রে, রাতের ঘুমভাঙা তারার সঙ্গীতে, অবশেষে শয্যাতে। আর নিক কার্টার যে মানুষটি সর্বদা বিপদের ওপর থাকতে ভালোবাসে, হেঁটে যায় মৃত্যুর ছায়াতে, সে মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে ঘুমোতে দিয়েছে।

সেখানে আছে আরো একজন ললনা, ঘুমে অচেতনা কারণ নিক তাকে দিয়েছে অবসাদের ওষুধ সে গোল্ডা ব্রাউন।

মেয়েটি নিজেই বিপদ ডেকে আনে, সোনালী শ্বেতাঙ্গিনী অপরূপা আর আবেদনময়ী, অনিন্দ্য মুখে তীক্ষ্ণ নাসা। যখন সে হাসে তার পাতলা ছুটি ঠোঁট কামনার আমন্ত্রণে ফাঁক হয়ে যায়।

জেনেভাতে নিক কার্টারের সস্তার হোটেলে সে সোফাতে শুয়ে আছে।

নিক আজ সকালে জেনেভাতে এসেছে, ভুনো থেকে নৌকাতে। তার পোষাকে অথবা কাজে দৃঢ়তার ছাপ, সে যেন নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সে এবার হয়তো কাজ শুরু করবে। তার মানে নিক কার্টার এন তিন নম্বর, বৃদ্ধ হকের সন্তান এবারে জেগে উঠতে চাইছে।

নিক নিদ্রিতা মেয়েটির দিকে তাকাল। না, তার আবেগ

উত্থাল হল না। সে খুব সংযমী। মুহূর্তকে এখন সে হত্যা করতে চাইছে। কাজের সময় তার অন্য চেহারা এখন শুধু আত্ম-সমীক্ষা। অবশ্য যে লোকটি এনের পক্ষে এতদিন কাজ করছে আজও অক্ষত হয়ে বেঁচে আছে, তার পক্ষেই এই দৃঢ়তা সম্ভব।

নিক ছোট্ট বন্ধ ঘরটার দিকে তাকাল। তার গায়ে সেই নোংরা কাজের পোষাক, এখন তাকে বনের এনের কোন কর্মচারী চিনতে পারছে না, হয়তো বৃদ্ধ হকও পারবে না। তবে এক মিনিট সময় পেলে সে বদলে যেতে পারে। মেয়েটি এখনো ঘণ্টা দুই ঘুমোক, তার পরে আরও কিছুক্ষণ এই খাঁচাতে থাকবে বন্দিনী। তার চোখের তারা ঘুরতেই থাকে সন্দেহে উত্তেজনাতে, আবেগে, বিশ্লেষণে। ঐ চোখ কখনো স্থির থাকে না।

যদিও ভয় পাবার মত কিছুই নেই ঐ ঘরে। কোন টাইম বোমা অথবা অতন্দ্র প্রহরী। এমন কি শ্রবন যন্ত্রও নেই ধারে কাছে। জেনেভার সস্তার হোটেলের বন্ধ নোংরা ঘরে। কেউ জানতো না যে নিক এখানে আসবে।

জানতো কি? মনে হয় অসম্ভব। কিন্তু মেয়েটি এখানে কেন?

নিক তার কোঁকড়া চুলে হাত চালিয়ে দিল। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল—তার ছদ্মবেশের অন্যতম অংশ। তার চাকরীর অঙ্গ।

চাকরী? না, এখন কোন চাকরী নেই। সেটা শুরু হবে যখন বাঘিনীর ঘুম ভাঙবে। নিক কার্টার এবার নিক কার্টারের মত গর্জে উঠবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্ক থেকে চুরি গেছে সবচেয়ে মূল্যবান একটি বাঘিনী। এক ফুট লম্বা, আঠারো ইঞ্চি উঁচু একটি বাঘিনী,

ছুটি চোখে বিশ্বের বৃহত্তম রুবি বসানো। নিরেট সোনাতে তৈরী। নানা কারণে এর মূল্য হয়েছে অসীম। অনেক মানুষ চাইছে একে নিজের করে নিতে। তারও অনেক কারণ আছে।

এবং ঐ মেয়েটি। সেও কি এটা চাইছে না? নিক সোফার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে দেখল। শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে। এক সুন্দর শিশু। তার দেহে কোন বিশেষ তারুণ্য চিহ্ন নেই। নিক ভাবল যে তার বয়েস তিরিশ অথবা দু এক বছর বেশী। তার চোখে ভয়াল অভিজ্ঞতা অথবা ধূসর দুঃখের সামান্য চিহ্ন। দামী পোষাকের আড়ালে তার চেহারাতে অসংখ্য সুন্দর খাঁজ। ফুটন্ত দেহ, নিক ভাবল।

মেয়েটি ঘুমের মধ্যে অস্থির হয়ে শরীর বাঁকাল, ছোট্ট স্কারটি কুঁকড়ে গেল। নিক তার সুঠাম পায়ের দিকে চেয়ে রইল, হাঁটু আড়াআড়ি ভাবে জড়ানো। আবেদনে ভরা ভঙ্গিমা।

নিক কার্টার ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরটাকে দেখে নিল। থুতনি ধরল হাতের তালুতে।

নিক মন ঠিক করল। সে মেয়েটির কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু ট্যাকসীতে আসবার সময় শরীরে স্পর্শ রাখতে সে যা অনুভব করেছে?

নিক নীচু হয়ে স্কারট তুলে ধরল। কাজটা অশোভন হলেও তাকে করতে হবে। উরুতে বাঁধা সিল্কের রুমাল, বিপদজনক খাঁজের কাছে। সেখানে একটি ছুরি আর একটি পিস্তল।

সাবধানে অস্ত্র দুটো বের করে নিল। ঘুমন্ত মেয়েটির শরীরে সে হাত দিল না। সে চায় না যে তার ললনা এখন জেগে উঠুক। অস্ত্র দুটো নিক নিয়ে গেল ঘরের একমাত্র অনুজ্জ্বল আলোর সামনে।

ছুরিটা ঠিক ছুরি নয়। জার্মানীতে তৈরী ছোট ছুঁচের মত। তাতে রক্তের দাগ। পিস্তলটাকে লিলিপুট বলা যেতে পারে, যেটা

তৈরী করেছে উইলিয়াম কোম্পানী। নিক পিস্তলটাকে হাতের তালুতে রেখে নিরীক্ষণ করল। মিনি গানের মত শব্দ হবে আর মৃত্যু আসবে কোল্ড পয়েন্ট ফরটি ফাইভের বুলেটের মত। অথবা মনে হবে যেন নিজের হ্যাণ্ড গানে আত্মহত্যা।

নিক বিছানার দিকে গেল, এককোনে সরু বিছানা। মড মডেলের স্যুটকেসে এখন তার দৃষ্টি। কুমীরের চামড়াতে তৈরী অসংখ্য স্টিকারে ঢাকা, এই স্টিকারগুলোকে এমনভাবে সাজানো যেতে পারে যাতে সে হেড অফিসে কোন বিশেষ তথ্য পাঠাতে পারবে।

মড মডেলের প্রিয় স্যুটকেস। সেখানে অনেক গোপন তথ্য ঢাকনা দেওয়া আছে।

এনের এডিটিং বিভাগের চীফ রবার্ট ম্যাকেন্‌জী এই স্যুটকেস তৈরী করেছেন ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্যে। নিক ভাবল, সেই বৃদ্ধ মানুষটি যিনি অবিরাম কৌতুকে মেতে থাকলেও এন্সের নামী অফিসার।

নিকের হাতে ঐ ছুরি আর পিস্তল। ইতস্ততঃ পদচালনা করছে সে। ফেলে আসা পথে তাকাতে নেই, কোন দিন না, তবুও মাঝে মাঝে কেন মনে হচ্ছে যে একবার তাকিয়ে দেখি! সব ঠিক আছে তো?

না, এখন আর উপায় নেই। নিক কাঁধ ঝাঁকাল। শুধু এগিয়ে চলতে হবে।

ঘুমন্ত মেয়েটিকে আবার পর্যবেক্ষণ করল নিক, ভারি সুন্দর, ভারি মনোরম। মুখে তার দুঃখ বিষাদের ছাপ। নিক তার স্কার্ট তুলে আবার পারসটা বের করল। তাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে একটা ব্যাপারে যে মেয়েটির কোন লাগেজ নেই।

সাধারণ জিনিষ, একান্তভাবে মেয়েলী। কমপ্যাকট লোশন তিনটে লিপষ্টিক আর খুচরো পয়সা, আধ খাওয়া প্লেন সিগারেট

বিদেশী টাকা, অনেক খুচরো। অবাক হবার কারণ ঘটেনি, মেয়েটিতো তার সঙ্গে নৌকাতে এসেছে। হয়তো টাকা বদলের সময় পায় নি।

তার মানেই বিমান বন্দরে নেমেই ট্রেন ধরেছে মেয়েটি। সন্ত বিদেশ থেকে এসেছে সে। মুদ্রা দেখে বোঝা গেল জার্মানীতে ছিল। কিন্তু নিককে অনুসরণ করছে কেন?

এই রহস্যটা জানতেই হবে। হবে।

পাসপোরটে সেই পুরোনো কৌতূহল আর ধাঁধাঁ। নিক যখন প্রথম দেখছিল। তাকে বলা হয়েছে অটোভানের ব্যারোনেস এলিস। অবশ্যই সুন্দর নাম, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ভবিষ্যতে, যদি তাদের জীবনে ভবিষ্যত বলে কিছু থাকে।

হাতে পাসপোর্ট নিয়ে নিক সোফার কাছে গেল। না, কোন সন্দেহ নেই। ঐ ঘুমন্ত মেয়েটিই ব্যারোনেস এলিস। অন্ততঃ ব্যারোনেসের পাসপোরটে ঐ মেয়েটির ছবিই আছে।

মেয়েটি ব্যারোনেস হতেও পারে। তার দামী পোষাকে আভিজাত্যের ছাপ, মুখের গহণে অনেক খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে উঁচু বংশের পরিচয় যেটা চাপা থাকে আরোপিত ভঙ্গিমাতে। নিক কার্টার এই জাতীয় অনেক মেয়েকে চেনে তাদের অনেককে সে করেছে তার শয্যাসঙ্গিনী, তাই অভিজ্ঞতা তার অনেক।

নিক পাসপোর্টটাকে পারসের মধ্যে রেখে দেওয়ালের দিকে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চিন্তা ধোঁয়ার মত বাড়ছে। যদি সে হবে ব্যারোনেস তাহলে কেন সে নিককে পরিচয় দিয়েছে সস্তাদরের বেশ্যা বলে? কেনই বা তার মত লোকের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছে ঐ হোটেলে?

কারণ নিক এখন হুবলি কুরজ বার্লিনের শ্রমিক। তার বিরুদ্ধে ছোটখাট অপরাধের মামলা ঝুলছে। অত্যধিক মদ পান করে, তার এই নতুন পরিচয়ের সাক্ষী দেবে কাগজপত্র। ইংরিজী, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান—চারটি ভাষাতে সে কথা বলতে পারে।

যখন নিক কোন চরিত্রে অভিনয় করে সে অভিনয় শুধু করে না, সেই চরিত্রে বাস করে। জীবন্তের থেকেও সজীব তার অদ্ভুত ছদ্মবেশ।

নিক আর একবার মেয়েটির দিকে তাকাল। অভিজাত পরিবারের কন্যা, তার ঘুমিয়ে থাকার ভঙ্গিমা তাই বলছে। তবে সস্তার হোটেলে তার আগমনের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো মেয়েটি নিজের মত পুরুষ এখানেই পাবে। অনেক কামিনী পুরুষের সন্ধানে এখানে হানা দেয়।

যাই হোক নিক তাকে ছেড়ে দিতে পারে না। হয়তো সে তার প্রধান টারগেট, হয়তো বিপক্ষ দলের স্পাই, অথবা কিছুই না। এমন হতে পারে সে হল বড়লোকের রক্ষিতা। নিককে অনেক কিছু জানতে হবে।

নিক মাথা নাড়ল। সকাল হতে আর বেশী দেরী নেই। এখান থেকে তাড়াতাড়ি তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাঘিনীর চোখ জ্বলছে। রক্তের ডোরাকাটা নেশা মিস মিস করে জমছে। ব্যারোনিসের ঘুম ঘুম দেহের দিকে চকিতে চেয়ে দেখল সে।

হুবলি কুরজ বাথরুমে ঢুকল। হাতে তার গণ্ডারের চামড়ার ব্যাগ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল মিস্টার ফ্রাঙ্ক মানিং জার্মান থেকে। মেয়েটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল সে। চাদরটা তুলে দেখল তার নির্লোম উরু। তার ব্যবসার কোন সঙ্কেত কি লেখা আছে পেলব ত্বকে?

ফ্রাঙ্ক মানিং ভাবতে বসল। কিছুক্ষণ বাদে ঘুমন্ত মেয়েটির ওপরের পাতলা ঠোঁটে আলতো চুমু দিল নিক। ভাবল, এমন সুন্দরীকে হত্যা করতে হবে না তাকে।

কার্টার নিজেকে অভিশাপ দিল। হায়! সে এতক্ষণ মেয়েদের লুকিয়ে রাখার সহজতম অঞ্চলটি দেখেনি। সেখানে যে কোন জিনিস মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে রেখে দেয়।

কার্টার তাকাল, নিশ্বাসে দুলছে মোহময়ী বুক। সে মেয়েটির পাতলা ব্লাউজ খুলে দিল। কালো রঙের ছোট্ট ব্রা দিয়ে ঢাকা দুটি আশ্চর্য সাদা স্তন। নিক তাকাল স্তনের গোলাকার কমনীয়তায়, ঈষৎ গোলাকার বৃত্তে অবশেষে লাল চেরী বৃন্তে। সে দেখতে পেল একটি সিলভার লকেট একদিকে কাত হয়ে ঝুলছে।

নিদ্রিতা কোন রমণীর শরীরে আদর দিয়ে কোন সুখ নেই মনে মনে ভাবল সে।

ডলারের মত অত বড় ঐ লকেট। চাপ দিতেই খুলে গেল। এবং যে ছবিটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তাতে সে অনেক জঘন্য আর নৃশংস হত্যা দেখেও, দারুণ চমকে গেল।

ঝুলন্ত ঐ মানুষটি

লকেটের ঐ মুখ এক জার্মান অফিসারের। ঐ মুখে কি ভীষণ মৃত্যু যাতনা। হিটলারের বিরোধিতা করার ফলে ঐ দলটিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। অফিসার ছিলেন ঐ বিদ্রোহী দলের।

নিকের মনে পড়ল। যুদ্ধের পরেই জার্মান অফিসারদের যে সব স্টিল ফটো প্রকাশিত হয় এটি সেখান থেকেই সংগৃহীত।

এই লোকটিকে বিচিত্র উপায়ে ফাঁসী দেওয়া হয়। দড়ির বদলে ব্যবহৃত হয়েছিল সরু তার। মাছ কাটার ধারাল ছুরি ছিল তলায়। এই পদ্ধতিটা সহজ, সরল। আর ভয়ংকর।

ঘাতক লোকটি পিয়ানোর তার দিয়ে বেঁধে ফেলবে গলা, চেয়ারে বসে থাকবে মৃত্যু কাতর মানুষ, তার নীচে হাঁ করে বসে আছে তীক্ষ্ণ ছুরি। লাথি দিয়ে চেয়ারে ধাক্কা দিলে কি ঘটতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। কোন চিৎকার নেই অথবা আর্তনাদ। শুধু

বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ফাঁসী যাওয়া ঐ লোকটি কে? কেনই বা তার মৃত্যুর ছবি এক রমনীর কামুক ছুটি স্তনের মাঝে বন্দী আছে সিলভার লকেটে?

নিক লকেটটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ব্লাউজের বোতাম বন্ধ করে দিল। মেয়েটির চিবুকে হাত দিয়ে বলল—তুমি কে বলোতো? একটা পিস্তল আর একটা ছুঁরি, লকেটের মধ্যে ফাঁসীর আসামী এ সবের মানে কি?

মেয়েটি গুঙিয়ে ওঠে। তার কোঁকড়ান লালচে চুল ছড়িয়ে আছে কপালে। ভারী অপরূপ ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সে। স্কারটের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছে ভরাট উরুর সৌন্দর্য।

নিদ্রিতা মেয়েরা কত অসহায় হয়।

—আমি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবো। ব্যারোনেস তুমি আমাকে আগ্রহী করে তুলেছো।

নিক আপন মনে বলে। ঘরটাকে ভালো করে দেখল। দরজাতে মোটামুটি শক্ত তালা ঝুলছে। বাথরুমে কোন জানালা নেই। ঘরের একমাত্র জানলাটি বন্ধ।

বাতাস নির্জন পথ দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল নিচে। বুঝতে পারল ভোর হবার বেশী দেরী নেই।

ফুরফুরে ঠাণ্ডার মধ্যে আলো আঁধারির খেলা। নিক রাস্তায় পা রাখল। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ছুজন পুলিশ। নিক বন্ধ দোকানের আড়ালে দাঁড়াল। পুলিশ ছুটি তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। পুলিশের সঙ্গে কোন ঝামেলা করতে চায় না সে।

শুধু কি তাই? ফ্রাঙ্ক মানিং এত সম্মানীয় ব্যবসায়ী কি কারণে এমন একটা অদ্ভুত মুহূর্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে?

কিন্তু তার আগে গোল্ডার ঘুম ভাঙাতে হবে। নিক চোরা পায়ে হোটেলে ঢুকল। এত ভোরে কেউ জেগে নেই। শুধু

চেয়ে আছে কুকুরের চোখ। সস্তার হোটেল তাই কোন রিসেপসনিস্ট নেই।

নিক গোল্ডার চোখের পাতা খুলে দিল। চোখ মেলে তাকাল গোল্ডা। কুড়ি-বাইশের অনন্যা বিনোদিনী ললনা। কাঁদলে মুক্তো ঝরে। হাসির গমকে জ্যোৎস্না ফোটে। নাচের তোড়ে বাসনা দোলে। শরীরে শরীর ঠেকালে কামনার হুল ফোটে, রক্ত গোলাপের মত রঙ, ঝিনুক সাদা দাঁত, বিশাল আঁখি, নিম্ন নাভি যেন ফোয়ারা ফুটন্ত পয়োধরা এক রূপবতী রাজকন্যা।

নিকের সঙ্গে থাকে। না, শুধু রক্ষিতা বললে ভুল হবে। নিক তো নারী লোভী নয়। তার ইচ্ছে মত সে মেয়েদের ব্যবহার করে। আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

যদিও গোল্ডাকে ঘৃণা করা অথবা ভুলে যাওয়া—কোনটাই সম্ভব নয় তার পক্ষে। গোল্ডার যৌবন আর নিকের পৌরুষ পাঞ্জা লড়তে চাইছে।

গোল্ডা উঠে বসল। হট পোষাক এলোমেলো। কাঁধের পাশে ব্রা'র ইলাসটিক স্ট্র্যাপ। সে তাকাল।

—এখুনি—চলে যাও, কুইন্স গেটে। বলো যে আমি আসছি।

গোল্ডা বেরিয়ে গেল।

নিক পাশের ঘরে এল। ভোরের রোদ ফুটেছে। শহরটা ঘুম থেকে উঠেছে। আর একটু বাদে শুরু হবে কাকলি।

কুইন্স গেটের দিকে যেতে হবে তাকে। এলিস নিশ্চল। নিক আবার গভীরভাবে চুমু দিল। তারপর বেরিয়ে গেল পথে।

ট্যাকসী পেয়ে গেল। ড্রাইভার লোকটার চোখে কি কৌতুহল। নিক তাকে পথ বলে দিল। ভোর রাতে ট্যাকসী চলেছে রাজপথ দিয়ে।

কুড়ি মিনিটে সে শহরের জঘন্যতম অঞ্চলে পৌঁছে গেল

যেখানে দারিদ্র আর অন্ধকার হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। অসংখ্য ঝুপড়িতে ঢাকা পথ। বদ্ধ বাতাসে দম আটকে আসে। সারা জেনেভার বুকে এমন নরক আছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

প্রায় ধ্বংস হয়ে আসা একটি বাড়ীতে ঢুকল নিক। জার্মান ..কার আর জেনেভা পুলিশ হয়তো বাড়ীটির খোঁজ জানে না। বিদেশ থেকে উড়ে আসা নিক অনায়াসে ওখানো পৌঁছে গেল। বিদেশী সোনা কি যাত্ব জানে?

ওখানকার অবাক করা বস্তুর মধ্যে আছে একটি ছোট্ট কিন্তু দারুণ শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার যেটি দরকার হলে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে।

দুজন লোক বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে। নিক নাম বলল, কার্ড দেখাল, ইঙ্গিত করল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন নিক দু'জন কুখ্যাত লোকের ওপর নির্ভর করছে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে হক এই নামেই বিখ্যাত। ঠোঁটে নিভে আসা ঠাণ্ডা চুরুট, শীর্ণ ও লম্বা চেহারা। একে বোকা বলবার মত বুদ্ধি কি নিকের আছে? নিজের ওপর অগাধ আস্থা তার। তবে সব কিছু নির্ভর করছে ব্যারোনেসের ঘুম না ভাঙা অবধি।

পোরটোফিনোর উত্তেজনায় মন ভরেনি তার। এই সব মত্ত মেয়েলী অ্যাডভেঞ্চারকে সে ঘৃণা করে। তার পক্ষে এসব যেন আমিষ আহার। নিক চাইছে রক্তলোলুপ কোন সাংঘাতিক শিকার।

হকের গলা, শীতল আর শুকনো, শোনা যায়।

—আমাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

নিকের ঠোঁটে বিরক্ত আসতেই সে মুছে দিল। হকের সঙ্গে রাগারাগি করবে না সে।

—দুঃখিত, পুরো ঘটনাটা পরে জানাবো। এখন আমরা বিপদে পড়েছি।

নিক দ্রুত মেয়েটির কথা বলে দিল। হক যেন নিরুদ্বেগ, তার পক্ষে অবাক হবার কথা।

—তাহলে সে ঠিক মত কাজ করেছে। আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি গোলমাল করে ফেলবে।

নিককে হতভম্ব করে হক বলে ওঠে।

—প্লীজ, মেয়েটির আসল পরিচয় জানান।

নিক বলল। হক যেন বিরক্ত হয়েছে।

—তুমি কি জানতে চাও? মেয়েটি কে? সে কি নিজের পরিচয় দেয় নি? তাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে সে তোমার সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবে। বারো ঘণ্টা ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি। নিক, যদি সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে তাহলে এখন তাকে উন্মোচিত করা যাবে না।

নিক ব্যাপারটাকে তখনকার মত ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখল। সে চেপে গেল। বলল—না, সে আপনার কথা কিছুই বলে নি। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তুনো থেকে আমার পেছনে এসেছে।

—ওইটুকু থাক। শুধু জেনে রাখো যে সোনালী বাঘিনীর অংশ দুই ভাগীদার রাডার আর হনডো এখন জেনেভাতে পৌঁছে গেছে। তার মানে ব্যাঙ্কের খাঁচা থেকে সোনালী বাঘিনীকে উদ্ধার করাটা সহজ হবে না।

নিকের কাছে নাম খুবই চেনা।

ম্যাক্স রাডার আর সিকোকু হনডো হল এমন দুটি মানুষ তাদের ওপর পুলিশের কড়া নজর আছে। নিকের নিজস্ব স্পাই সংগঠন এন ছাড়াও আছে বারোটি গুপ্ত দল। তারা ওদের ওপর অপলক নজর রেখেছে। তারা চেয়েছে ওরা কখন সোনালী বাঘিনীর কাছে আসবে। অবশেষে সুযোগ মিলেছে।

—আমি চাইছি যে অন্য কেউ ব্যাঙ্ক থেকে সোনার বাঘিনী চুরি করুক তারপর আমি সেটা ঠিক নিয়ে আসবো। এটাই সোজা পথ। কারণ ব্যাঙ্ক লুঠ করার ব্যাপারে আমি দারুণ অনভিজ্ঞ, বিশেষ করে সুইস ব্যাঙ্ক।

নিক থেমে থেমে বলল।

—শোনো, এটা কিছুতেই আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। হনডো দু দিন আগে টোকিও থেকে এখানে এসেছে। তার উদ্দেশ্য হল ক্যামেরার ব্যবসা করা।

হককে চিন্তিত মনে হল।

—হ্যাঁ, ঘটনাটা জমে উঠেছে।

—বিশেষ করে জাপানী আসাতে। তারা আত্মগোপনে বিশ্বের পয়লা নম্বর জাত। লোকছুটো নিজেদের ভীষণ ধূর্ত ভাবে।

—আমি সেটা দেখছি, নিক বলে, যদি ওরা বাঘিনীকে পায় তো পাব না। তখনই শুরু হবে তাদের নিজেদের লড়াই। একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। কে জিতবে আমি জানি না। যদি দু'জনেই হেরে যায় তাহলে আমার খেলা শুরু হবে। যদি দু'জনেই বেঁচে থাকে তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব। বাঘিনীকে আমি পাবোই।

—উঁহু ম্যাক্স রাডারকে অত ছোট মনে করো না।

—আমি কাউকেই ছোট ভাবি না।

—ভালো। ম্যাক্স রাডার গতকাল বার্লিন ত্যাগ করেছে। আমি জানি সে এতক্ষণে জেনেভাতে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ আমরা ঝামেলার মধ্যে এসে পড়েছি। অথবা তুমি একা।

হক চিবিয়ে বলে। নিক জানে তার বস মাঝে মাঝে এমন ভয়ানক রসিকতা করে।

—শুধু আমি একা নই, গোটা অপারেশন দল বিপদে পড়েছে। সর্বত্র দপ দপ করে জ্বলছে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর চোখ।

এই প্রথম নিকের গলার স্বরে উৎকণ্ঠা ভেসে ওঠে। এবং হতবুদ্ধিতা।

—তুমি কেন ভাবছ যে বাঘিনীর চোখ জ্বলছে?

—নাহ, মেয়েটি নয়। আপনি তো জানালেন যে মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। একটা সী সাইড কাফেতে ও আমার সঙ্গে দেখা করে। সেটা জেনেভা থেকে সত্তর মাইল দূরে। তারপর থেকে তার আচরণ বড়ই রহস্যময়। এখনো সে কিছুই বলে নি। একটা বাজে মেয়ের মত ব্যবহার করেছে।

নিককে অবাক করে হক হেসে ওঠে—এই শেষ? তাহলে ভাবো যে নিক কার্টার এই নিয়ে ভাবছে। তুমি তাকে খুঁটিয়ে দেখোনি? আমি জানি না যে সে কেন অমন করছে। সময় হলে সে নিজেই বলবে। কোন চিন্তা নেই।

—চিন্তা নেই, নিক বলে, ওর মধ্যে কটি প্রশ্ন আছে। আমি জানতে চাই—

হক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—আমিও জানতে চাই। জুনে থেকে রিং করোনি কেন। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। তাহলে আমি ব্যারোনেসের কথা জানাতাম।

নিকের ঠোঁট বন্ধ। এটা তার দোষ। সে জুনেতে তার দলের লোককে খুঁজে পায় নি। অথবা সে হয়তো তাকে দেখেও দেখে নি। তখন তার চেতনা জুড়ে ছিল ঐ মেয়েটি।

সে হককে তার পরাজয়ের কথা জানাল। হক রাগল না। কিছুটা যেন ক্ষুণ্ণ। এসব ঘটনা ঘটবেই।

—না, তোমার কোন দোষ নাই। বেচারী লোকটি হঠাৎ হার্ট অ্যাটকে মরে গেছে। তখন আর কাউকে পাঠাতে পারিনি।

নিক চুপ করে থাকে। তার দোষ না হলেও মনের মধ্যে খচ খচ

করছে চিন্তা। জুনে থেকে পোরটোফিনো পর্যন্ত কখনো সে সফলতা পায় নি।

—এই মেয়েটি, হুক বলে, একেবারে খাঁটি। না এনের স্পাই নয়। এ হল জার্মান ইনটেলিজেনসের ব্যারোনেস এলিস। নামটাও সত্যি।

—কিন্তু এলিসের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে কেন? আপনি তো জানেন যে আমি কাজের সঙ্গিনী হিসেবে মেয়েদের পছন্দ করি না।

—ওহো, ওকে তোমার দরকার হবে। আর এলিস তো যথেষ্ট রূপসী। যে কোন যুবক তাকে পেলে নিজেকে সম্রাট মনে করবে।

নিক বুঝতে পারল যে হুক মেয়েটিকে উপভোগ করেছে। তার বরফ শীতল চোখের কোনে কৌতুক ছটা আর তার দৃঢ় বদ্ধ চোয়ালের চাপা হাসি বলছে যে মেয়েটির স্মৃতি আনন্দের।

উৎসাহিত হল নিক। অনেক কিছু ভেবে নিল এক লহমায়। হুক জানে তার চরিত্রের কথা। মেয়েদের সে পছন্দ করে তবে কাজের সঙ্গিনী হিসেবে নয়, শয্যাসঙ্গিনী রূপে। এ কাজে ব্যারোনেসের মত মেয়ের কোন দরকার নেই। এ হল এমন কাজ যেখানে সফলতা আনে না পুরস্কার। সফলতা দেয় আরও বড়ো ঝুঁকির হাতছানি। নিশ্চিন্ত জীবন এক কুহেলী।

—ঐ ব্যারোনেসকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে হুকের গলার শব্দ বদলে গেল।

—আমি কি কারোকে বিশ্বাস করি? তবে জার্মান ইনটেলিজেনস মেয়েটির সম্পর্কে ভালো রিপোর্ট দিয়েছে। তারা ওকে ব্যবহার করেছিল। অল্প সময়ে সে দারুণ কাজের। তবে তুমি যেন অপারেশনের বিষয়ে বেশী কিছু বলো না। আমি আবার বলছি, ওকে তোমার দরকার হবে।

—কেন ?

—কারণ ম্যাক্স রাডার তার মুখের চেহারা পালটে ফেলেছে, প্লাসটিক সারজারী করে। এখন যে মুখটি দেখবে সেটা তার আসল মুখ নয়। রাডারের আসল মুখটা চেনে একমাত্র ঐ এলিস।

—তার মানে ওকে বাদ দিয়ে আমি একেবারে অসহায়। একটা মেয়ের ওপর এতটা নির্ভর করা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

—শুধু জেনে রাখো যে ম্যাক্স লড়াইতে নেমে পড়েছে। আগে না চিনতে পারলে তার বিরুদ্ধে লড়বে কি করে ? ঐ ব্যারোনেস হবে তুরুপের তাস।

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দুটো ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ও প্রথমে আমার সঙ্গে কাফেতে দেখা করল কেন ? দ্বিতীয়ও ও কেন নিজের পরিচয় পুরো দিল না।

—প্রথম উত্তরটা আমি দোবো। আমিই তাকে জুনেতে যেতে বলেছিলাম। আমি অনুমান করেছিলাম যে তুমি ঐ পথ দিয়ে জেনেভাতে আসবে। আমি ত স্যুটকেসের কথা বলি। তোমার স্যুটকেসে লাগানো স্টিকারের কথাও বলেছিলাম।

—তা হলেও মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

—মনে রেখো যে ব্যারোনেস হল এদের স্বল্পকালীন এজেন্ট। ওর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। ও না থাকলে ম্যাক্স যদি তোমার কাছে দেশলাই চায় তুমি তাকে চিনতে পারবে না।

নিক অসহিষ্ণুর মত ঘাড় নাড়ল। ক্রমেই গুরুত্বটা সে উপলব্ধি করতে পারছে। কোন কোন সময় কারো ওপর নির্ভর করতেই হবে।

—কিন্তু একমাত্র ব্যারোনেস রাডারকে চেনে ?

—রহস্যটা আপাতত রহস্য হয়েই থাক। পরে সব জানবে। তুমি কোথায় আছো?

—হোটেল লায়ে। তবে বেশীক্ষণ থাকবো না।

—ঠিক আছে আমি নজর রাখছি।

—একটা কথা, ব্যারোনেস কি কোন বিষয়ে ভূষিতা?

—সে রকম কিছু শোনা যায় নি। কেন বলো তো?

নিক সংক্ষেপে তার লকেটে ঝোলানো ঐ ছবিটার কথা বলল।

—ঐ ভদ্রলোক হয়তো এলিসের বাবা। আমি এ ধরণের একটা গল্প শুনেছিলাম। ব্যাপারটা চাপা থাক। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। যে ফাঁসী গেছে তাকে আর জাগিয়ে লাভ কি?

—আমি ছবিটা দেখেছি?

—ঐ ছবিটা এলিস বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারণ ঐ ছবির সঙ্গে মেশানো আছে ভীষণ এক প্রতিশোধ স্পৃহা। ম্যাক্স রাভারকে হত্যা করবার সংকল্প।

—সব কেমন অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না?

—যতটা মনে হচ্ছে ততটা নয়। মেয়েটি অনেক বছর ধরে রাভারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও রাভারকে ঘেন্না করে। তোমার সৌভাগ্য যে এমন একটি মেয়েকে তুমি সঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছো। তুমি যদি সাহায্য না করো তাহলে সে নিজেই ম্যাক্সকে হত্যা করবে। কাজেই তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। এখন সে কোথায় আছে? হোটেল লায়ে?

—হ্যাঁ, সে এখন গভীর ভাবে নিদ্রিতা। আমি তাকে মিকিফিন দিয়েছি। আমি চললাম স্যার।

নিক উঠে দাঁড়াল।

—তোমার শুভ কামনা করছি।

হক বলে। নিক বেরিয়ে গেল।

কুতকুতে বীভৎস কামুক বাঁদর

ঐ পোড়ো বাড়ী থেকে নিক বেরিয়ে এসে পা রাখল মধ্য সেপ্টেম্বরের সকালে। দামী স্কচের মত সজীব ও তেজী বাতাস। সকালের শিশু রোদ লেকের জলে আঁকছে সোনালী আলপনা। নিক কাঠের সেতু পার হল। তাকে হোটেল লায়ে ফিরতে হবে। হাতে অনেকটা সময়। মেয়েটি আরো ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে থাকবে।

নিক ইতিমধ্যে মানিং-এর ভূমিকার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেবে। মাথাটাকেও সচল করতে হবে। কুড়ি ফুট গভীর জলের নীচে ডোববার আগে ভাসবার মন্ত্র শিখে রাখা দরকার।

ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে নিক মানিং-এর চরিত্রে আরোপিত গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করল। অনেক দূরে নীল এক গীর্জার চূড়া পুরোনো আদিম আকাশে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। ইতঃস্ততঃ ছড়ানো পাথরের স্মৃতি সৌধ। শহরের উত্তরতম প্রান্তে কুইন্স গেটে শুধু পাথরের কান্না।

নিক এখন দোকানে যাবে। এক বোকা লোক স্থুল চোখে দোকানটার সাটার খুলতে খুলতে তাকে সুপ্রভাত জানাল।

নিক ফ্রাঙ্ক মানিং-এর ভঙ্গিমাতে অভিবাদন করে। সে দেখল যে দোকানদারের চোখে বিস্ময়। তেহেরান থেকে উড়ে আসা শিল্পপতির পক্ষে এত সকালে একলা ভ্রমণ করাটা বিশ্বাস্য নয়। নিক দ্রুত পা চালায়। তার মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে তিন মাসের আগের একটি দিন।

হকের সঙ্গে যখন তার দেখা হয়েছিল।

হক তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতে বলেছিল—তোমাকে জেনেভা

যেতে হতে পারে। তবে ভ্রমনটা সুখের হবে না। কাজেই পাহাড়ে ওঠবার জুতোটা সঙ্গে নিও।

কাজ না থাকলে হক আর নিক যেন পিতা-পুত্র।

নিক হেসে বলেছিল—আমি কয়েকবার পাহাড়ে উঠেছি। এবার আমি মাউণ্ট আল্পসে উঠবো।

হক তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলে—তোমার অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ পরে শুনবো। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এখন স্কোয়াডের সঙ্গে থাকতে হবে।

স্কোয়াড, নিক জানে, ট্রেনিং-এর সংক্ষিপ্ত নাম। এটা হল যে কোন এন এজেন্টের ট্রেনিং, এর মধ্যে তাকে বছরে একবার যেতেই হবে।

স্কোয়াডের অধীনে থাকা মানে স্বর্গ আর নরকের মধ্যে ঘোরাফেরা করা। আর একটি কর্মমুখর বছর অথবা নিস্ক্রিয় পেনসন ভোগীর জীবন। তোমার ওপর সব কিছু নির্ভর করবে।

কাজেই নিকের স্কোয়াড শুরু হল। যদিও কোন এজেণ্ট জানে না যে কোথায় স্কোয়াডের প্রধান অফিস। দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক দুর্গম অঞ্চলে। স্কোয়াড তার এজেণ্টদের আধুনিকতম অত্যাচারের কৌশল নিপুণভাবে শিখিয়ে দেয়। কেউ যদি সেটা অন্যকে জানায় তাহলে তাকে আর বাঁচতে দেওয়া হয় না।

স্কোয়াডের জন্যে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হয়। এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করে না। সবাই নির্বিচারে ব্যাপারটা মেনে নেয়।

নিককে গাড়ীতে চড়িয়ে স্কোয়াডের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। শুরু হল তার অজ্ঞাতবাসের কাল। কোন নারী নেই, সঙ্গীত উধাও, মদিরা বিহীন। এমন কি জল ও মাপা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অবিরাম খাটনি। দারুণ সব পরীক্ষা। হার্ডল রেস. মরুভূমির ওপর দিয়ে তিরিশ মাইল ছুটে যাওয়া, কাঁধে থাকবে জল ভরা থলে। ফায়ারিং রেনজের মধ্যে তপ্ত সীসের বুলেটের

সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা। কাঁধ আর কোমর শক্ত করতে দড়ি দিয়ে পাহাড়ে চড়া। জুডো আর ক্যারাটে।

এই বছর থেকে শুরু হয়েছে সাভাটে নামের ফরাসী বক্সিং। আর আছে বিভিন্ন ঐ টিনের ব্যারাকে দীর্ঘ শিক্ষা। পৃথিবীর জঘন্যতম খেলা। অপরাধতত্ত্ব। রেডিওতে খবর ধরা আর পাঠানো। ব্লো গান-প্রেসার পিস্তল চালাতে শেখা। স্কোয়াডের ব্ল্যাক মিউজিয়ামে ঢুকলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে মনে হবে যেন শিশুর যাদুঘর।

গদা আর কাটের তরবারি নিয়ে জীবনকে বাজী রেখে সত্যি-কারের লড়াই। যতক্ষণ না শরীরে সাংঘাতিক আঘাত লাগে। ছোট খাটো আঘাতকে গণ্য করা হোত না। রক্ততো অনেক ঝরতো।

একদিন নিকের ডাক পড়ল বাতাসহীন কাঠের ঘরে। তার শিক্ষক ছিল টি-সার্ট আর সবুজ জীনের প্যাণ্ট পরা যুবক। নিককে বসতে বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠেছিল।

—তোমাকে কোড নম্বর দেওয়া হল—এন তিন।

নিক জানে তার শিক্ষা সমাপ্ত হতে চলেছে। সে তার দৈনিক বরাদ্দ তিনটি সিগারেটের একটিতে আগুন ধরাল।

—আশা করি পৃথিবীর যেকোন বিষয়ের তুমি মোকাবিলা করতে পারবে। শুধু দুটি বিষয় তুমি জানো না।

নিকের চোখে প্রশ্ন। যুবক বলে—ফরাসী চাবি আর সুইস ব্যাঙ্ক। আমার কথা বুঝতে পারছো কি?

—আমার মনে হয় আমি ধরতে পেরেছি।

নিকের মনে পড়ল হকের কথা তাকে জেনেভা যেতে হবে। সে উদাসীনভাবে স্মোক করছে।

যুবকটি ড্রয়ার খুলে ব্যাঙ্কের বই বের করে। প্রশ্ন করে—সুইস ব্যাঙ্কের নিয়ম কানুন তুমি কি জান?

—সামান্য কিছু জানি। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাঙ্ক

হিসেবে ওদের সুনাম আছে। সুইস আইন ওদের রক্ষা করে। এমন কি ব্যাঙ্কের শাখার কাজ জেনেভা থেকে চালানো হয়। আমি শুনেছি যে সুইসরা দারুন সভ্য। ই'ণ্টার পোলের এজেণ্টরাও তাদের অটুট বিশ্বাস ভাঙতে পারেনি। যে কোন লুটেরা, বদমাস, চোরাচালানকারী তাদের কালো টাকা ঐ ব্যাঙ্কে রাখতে পারে। কেউ ছুঁয়েও দেখবে না।

যুবকটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—যাক, তুমি তাহলে আসল ব্যাপার ধরতে পেরেছো। অন্য কেউ হলে বুঝতেই পারতো না।

—অনেক ধন্যবাদ।

রাগটাকে চেপে রেখে নিক বলে। যুবকটির অহেতুক অহমিকা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। দম্ভকে সে সহ্য করতে পারে না।

—ও-কে।

যুবকটি আনন্দে বলে। কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল—সুইস ব্যাঙ্কে কোন ফাঁক নেই। এমন কি কোন ফুটো করাও সম্ভব নয়।

হক ভেবেছে যে নিক সেখানে ছিদ্র করবে।

—সুইস ব্যাঙ্ক নিশ্চিদ্র হবার কারন আছে। প্রথমতঃ ওদের সংবিধান। সুইস সরকার কোন ব্যাঙ্কের কাছে প্রশ্ন করতে পারে না। আমানতকারীর সঞ্চিত অর্থ লেনদেন সম্পর্কে কিছু বলা চলে না। সরকার চেষ্টা করলে রক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিরোধ হবে।

আজব দেশে এলিসের মত অবাক হয়ে নিক ভাবল যে হক কি চায় তার কাছে? সে কি ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক লক্ষ ডলার চুরি করবে?

—এই হল গল্পের অর্ধেক। বাকীটুকু শোনো। সুইস ব্যাঙ্কের বেশীর ভাগ শাখা আছে জেনেভা আর বেরনেডে। ওরা আমানতকারীদের কাজের সঙ্গে গোপন সংকেত ব্যবহার করে। কাগজে কলমে লেখা যাবে না। সব কিছু ধরা থাকে নামের মধ্যে।

নিক অবাক হল, বলল—তা কি করে সম্ভব? একজন আমাতনকারী নিজের কোড মনে রাখতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে সব খবর মনে রাখা…?

—সোজা, যুবকটি বলে, অনেকজন ম্যানেজার চাই। প্রত্যেকের কাছে আছে ক'জন খদ্দের? ধরো, একজন দশটি নম্বর মনে রাখবে দু'জন করে লোক একই সংখ্যা মনে রাখে। তাহলে একজন ভুলে গেলে অথবা ষড়যন্ত্র করলেও ক্ষতি নেই। তবে টেলিগ্রাফিক কাজে কর্মে জটিলতা বাড়ে। তাই দরকার ফরাসী' চাবি।

—সেটা আবার কি ব্যাপার?

আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ, এটা হল ঐ চাবি।

নিক দেখল। লম্বা লাঠির মত দেখতে ওটা সঙ্গীতের মত শব্দ করছে। ফুঁ দিলে যেন তীব্র শিস।

এটা কি চাবি? এটা কিভাবে খোলা বন্ধ করা যায়?

—কিছুই না। এটা আসলে চাবি নয়। এটা কোড নাম্বার ধরে রাখে। কোন ভল্ট ভাড়া নিলে এটা কাজ শুরু করে। ভল্টের চাবির গর্তে এই লাঠিটাকে পুরে দেওয়া হয়। ম্যানেজার আর আমাতনকারী সেখানে উপস্থিত থাকে। ত পর এটাকে কেটে ফেলা হয়। একটা অংশ ভল্টের মধ্যে থাকে। অন্যটা থাকে আমাতনকারীর কাছে। দুটো বিচ্ছিন্ন অংশ মিললে ভল্টের দরজা খুলবে। আর কোন দুটো চাবি এক রকম নয়। তুমি বুঝতে পারছো?

—কিন্তু ফরাসী চাবি তো চুরি যেতে পারে?

—এটাই আমার এ কথার যবনিকা।

যুবকটি লাফিয়ে ওঠে।

—হত্যা অথবা চুরির কাজে এন সবার চেয়ে চালাক। যাই হোক সুইস ব্যাঙ্ক আর তার ফরাসী চাবির ওপর আমার আর কিছু বলবার নেই।

এই ভাবে স্কোয়াডের শিক্ষা শেষ হল। প্যারাস্যুট লাফের শেষে তাকে ডিগ্রী দেওয়া হল। তারপর আবার অবসর। সুয়েজের ধারে রমনীদের নিয়ে রমনীয় নিশিযাপন। মিশরীয় দেহে খুঁজে নেওয়া আনন্দের ঝরনা ধারা।

একদিন হক তাকে ডেকে পাঠাল। এনের বিশাল প্রাসাদের লুপ্ত কোন কক্ষে শুরু হল তাদের আলোচনা। নিক কারটার, এনে তিন, মহান ঘাতক তার কাছে সেটা ছিল স্মরণীয় দিন। তারপর সে এখানে এসেছে।

কিন্তু এই মুহুর্তে সে কোথায় ?

নিক কারটার অথবা তেহরানের ফ্রাঙ্ক মানিং এখন লাল ইঁটের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক মুহূর্ত পরে সে জানতে পারল যে কি ঘটেছে। তার উল্টো দিকের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক রমণীর কৌতূহলী চোখ। মেয়েরা এত বিরক্ত করে !

নিক পেছন ফিরল। ফ্রাঙ্ক মানিংকে এখন পালাতে হবে। অচেনা বিদেশীর কাছে জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।

জেনেভার পথে চাঞ্চল্য বাড়ছে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন সুরু হতে চলেছে। তারা কেউ মানিং-এর মত জার্মানের দিকে চেয়ে হাসছে না। সূর্য এখনো পুরোটা ওঠে নি। যদিও শহরের নিভৃততম অঞ্চলেও তার সোনা রোদ হাসছে। প্রথম শরতের সংকেত আনছে মৃদু বাতাস।

নিক কারটার সহজ ভাবে ফ্রাঙ্কের ভূমিকাতে অভিনয় করছে। এন ঘড়িতে সময় দেখে নিল। সুইস কারিগরদের অসাধারণ কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন ঐ ঘড়িগুলো। যদিও তারা জানে না যে কাদের জন্যে ওগুলো তৈরী হয়ে থাকে।

ঘড়ি জানাল যে সে পঁচিশ মিনিট পথে পথে ঘুরছে। নিক

মনে মনে যোগ দিল। লাঞ্চ থেকে হুকের কাছে এসেছে কুড়ি মিনিটে, কথা হয়েছে মিনিট দশেক, তারপরে এলোমেলো হাঁটছে পঁচিশ মিনিট।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল সে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে পৌঁছতে হবে হোটেল লায়ে। তাহলে ঘুম ভেঙে যাবে এলিসের। এবং যদি ঘুম থেকে উঠে সে নিককে দেখতে না পায় তাহলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

নিক মুহূর্তে চঞ্চল হল। মোদালসা নগরীর বুকে আঁকা হল তার ব্যস্ত পায়ের দাগ। পথের ধারের বইয়ের দোকানে চোখ মেলে দিল সে। ঝড়ের বেগে ট্যাকসী পৌঁছে দিল হোটেলে। আট মিনিট মাত্র দেরী করেছে সে।

দুজন লোক। একজন একটু মোটা কালো, স্যুট আর ফেল্ট টুপী। অন্যজন লম্বা, ধূসর পোষাক। হোটেলের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারী করছে।

নিক যেন ওষুধের দোকানের শোকেস দেখছে। তার অনুভূতি এখন সজাগ সে বুঝতে পারছে যে ঐ লোক দুটি তার দুর্ভাবনার কারণ হবে। এবং বুদ্ধিদৃপ্ত ভয় তাকে গ্রাস করছে। একটা জন্তু যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। মানুষের চেয়ে একশো গুণ বেশী তার ঘ্রাণ ক্ষমতা। যদিও স্কোয়াড তাকে এই ক্ষমতা দেয় নি। নিকের এটা নিজের সম্পদ। সে এই ঘ্রাণ শক্তিতে অনেকবার বেঁচে গেছে।

এবারও তাতে বাঁচতে হবে।

না, পুলিশ নয়। সেকেণ্ডের ক্ষুদ্রতম সময়ে তার মাথার মধ্যে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ভাবনাটা চলে গেল। বালি কুরজ কি বেরিয়ে আসবে ক্রাঙ্ক মানিং-এর মধ্যে থেকে? সে মেয়েটিকে কখনো চোখে দেখেনি। তার কাছে এলিস যেন তাজা ফুলের তোড়া।

নিক রাস্তার পাশে দাঁড়াল। পথের পাশ দিয়ে কিছু কিছু

লোক চলছে। নিক লোকদুটির দিকে তাকাল। একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মিস্টার মানিং-এর স্থুল চেহারার অন্তরালে রয়েছে নিকের বুদ্ধিদৃপ্ত মন। তারা যদি তাকে লক্ষ করে থাকে? মেয়েটি যদি তাকে শত্রু ভাবে?

যে লোকটি নিকের দিকে তাকিয়েছিল সে হঠাৎ সিগারেট ধরাল। তার স্ত্রীকে কিছু বলল। তারা দু'জন হেসে ওঠে। তারপর তাকায় হোটেল লাউঞ্জের ঘড়ির দিকে।

নিক বুঝতে পারল যে মিস্টার মানিং-এর ছদ্মবেশ খুলে পড়েছে, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে নিকের চেহারা। সে তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। হোটেলের সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়া ভ্যানের অন্তরালে সে আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

ব্যারোনেস এলিস হোটেলের ঘরে এখনো ঘুমিয়ে আছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে শীতল! সে কি জানে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মৃত্যুদূত?

লোক দুটি পুলিশ নয়। তাহলে? ম্যাক্স রাডার আর সিকোকু লনডো তারা দু'জন এখন জেনেভাতে। এবং সম্ভবতঃ শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

নিক দৌড়তে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে সে তার তিনটি বিশ্বস্ত অনুচরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল। বেল্টের প্ল্যাসটিক ঢাকনার মধ্যে অপেক্ষাতে আছে উইলিমিনা নামের বাঁকা ছুরি, হাতের গোপন পকেটে ঘুমিয়ে হুগো নামক অটোমেটিক আর আছে পিয়েরে—গ্যাস পেলেট, পকেটে শুয়ে। যেন ইঙ্গিত পেলেই সচকিত হবে। কিন্তু কোনটি সে ব্যবহার করবে?

হুগো অকারণে শব্দ করে, যেটা নিক এখন চায় না। পিয়েরে কি হোটেলের ঘরে কাজ দেবে? তাহলে উইলিমিনাই ভালো। মৃত্যুর দংশন।

কিন্তু তার অনুমানে ভুল হতে পারে কি? হয়তো লোক দুটি

সাধারণ দুই পথিক ? অথবা নিরীহ এজেন্ট ? তবে তার দীর্ঘদিনের শিক্ষা বলছে যে তার অনুমান ভুল হয়নি। সে যেন ভোরের বাতাসে জমে থাকা বিপদের ঘ্রান পাচ্ছে।

নিক কার্টার আবার অগ্নি উদ্গীরন গর্তের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দিল। নীরব ভাবে। মিস্টার মানিং এর দেহে সংযোজিত অতিরিক্ত মেদ এখন আর নেই। মাংসপেশীতে লাগানো বাতাস নল খুলে ফেলা হয়েছে। শিকারের সন্ধানে নিঃশব্দে হাঁটা বাঘের মত ঘরে ঢুকল সে। কাঁচের জানালা দিয়ে তাকাল।

একি দেখছে সে ? ব্যারোনেস এলিস বিপদে পড়েছে। তবে যে ধরনের বিপদ অনুমান করেছিল এটা তা নয়। সম্পূর্ণ অভাবিত শংকা শিহরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এলিস।

টোকিও জেলে লিস্টার সিকোকু হনডো মোটেই ভালোমানুষ নয়। সোফাতে অচেতনা মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে তার ঠোঁট ফাঁক করে চাপা হিসহিসে শব্দ তুলে বিস্ময় বোধক কিছু বলতে চাইছে। নিক হয়তো শুনতে পায় অস্ফুট শব্দ—আহ কি সুন্দরী ! এত যৌন আবেদন আছে ? হায়, তুমি জান না যে কে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ? এবং কি ঘটতে চলেছে তোমার !

হনডো এবার কি করবে নিক কি বুঝতে পারছে ? দরজা বন্ধ, যদিও নিক সেটা খুলতে পারে।

হনডো সোফার কাছে দাঁড়াল। কাঁচের জানলাতে তাকাবার সময় নেই তার। নিজস্ব কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আর এন তিন নামক স্পাই তার কাছে বিবর্ণ রক্তহীন বাঁদর যেন।

ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটির আরো কাছে পৌঁছে গেল হনডো। ব্যারোনেস এলিস কি ঘুমের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে দেহে ? নাহলে তার স্কার্ট ফুলে উঠে মসৃন উরু দেখা যায় কেন ? এখন হনডো নীচু হয়ে দুটি অপূর্ব সুন্দর উরুতে আলতো চুমু দিল। নিক বুঝতে পেরেছে যে তার চোখের সামনে এবার কি ঘটতে চলেছে।

সে গতিময়তার চরমে উঠতে চাইল। বোকা বাঁদরটা যতক্ষণ পারুক আত্মদম্ভে ভরে থাক। এটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। মেয়েটার কোন ক্ষতি হবে কি? নিক চারপাশে চোখ মেলল। তার পেছনে কেউ নেই। সামনে দাঁড়ান লোকেরা হনডোর কাজ শেষ করে ফিরে আসার অপেক্ষায়।

কিন্তু মিস্টার সিকোকু হনডো হল এমন এক মানুষ যে কাজের সঙ্গে আনন্দকে মিশিয়ে দিত চায়। সে এখন মেয়েটির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। তার ছোট চোখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত আনন্দ, সে এলিসকে নগ্ন করেছে।

নিক ভুরু কুঁচকে তাকাল। হনডো নিশ্চই ভাবছে যে কে তাকে এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে।

না, তার ভুল হয়েছে। এই মুহূর্তে হনডো সৌন্দর্য আর নীরবতার সংমিশ্রণ। সে চাইছে একটি মাত্র জিনিস, তা হল অসহায় একটি রমনীকে উপভোগ করা।

একটা অদ্ভুত চাপা আক্রোশ ধীরে ধীরে নিককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যে রাগটা বিস্ফোরিত হলে ভীষণ আকার নেবে। সে জানে হনডো নীরবতার মূর্তি। তবে নিদ্রিতা মেয়েকে ধর্ষণ করার মত নীচ সে?

হনডো মেয়েটির শক্ত বাঁধন খুলে দিল। মেয়েটির দেহটাকে শুইয়ে দিল সোফাতে। পা দুটো যেন 'ভি' আকারে। বাঁদর-মানুষ, কি এবার তৎপর হবে?

ঘনিয়ে আসা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের লিপ্সাতে ক্লান্ত তার চলার গতি। নিকের মনে হটাৎ সেই জাপানী লোকগাথাটা মনে হল, যে বাঁদরটা নিশিরাতে রাজকুমারীর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। এলিসের ছোট বৃন্ত যেন গল্পটার সঙ্গে মিলে গেছে। হলুদ চামড়ার ভগবান কি সাদা মানবীর দেহে নতুন প্রজাপতির সূচনা করবে!

ঘরের মধ্যে হনডো এবার চঞ্চল। স্কার্ট তুলে সে মেয়েটির

লজ্জা স্থানকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নিকের পেশীরা এবার জেগে উঠবে।

হনডো এবারে সবচেয়ে সুখকর কাজে নেমে পড়েছে। তার কুতকুতে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে কালো প্যান্টির মধ্যে।

কিল মাসটার কি জানে যে কাঁচের জানলা ভেঙে নিজেকে যথাসম্ভব কম আহত করে কিভাবে ভেতরে ঢুকতে হবে? সে দুপা পিছিয়ে এল।

তারপর নিজেকে ছুটন্ত জন্তুর মত ঠেলে দিল কাঁচের জানলার দিকে।

বিলম্বিত ধর্ষন

সব কিছু চকিতে ঘটে গেল!

বিস্ময় আর ভীতির হঠাৎ সমাবেশ হনডোর চোখে। মনিদুটো অস্বাভাবিক বড়। ঘাড়ের পেছনে চিনচিনে ব্যথার অনুভূতি হতেই নিক পিছিয়ে দাঁড়াল।

ছুরি! নিক ভাবল। হনডো নিঃশব্দতা চাইছে। একটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে বন্ধুতা হয়েছে।

স্লীভের নীচে হুগো অথচ নিক স্টীলেটো চাইছে। ভয়েতে হনডো হতবাক।

দু'জন যোদ্ধা, ছোরা হাতে মরীয়া মেয়েটির তন্দ্রা ভেঙেছে! তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অপার্থিব আকুতি।

হনড়োর হাত থেকে উড়ে যাওয়া ছুরি শূন্যে, চকিতে সরে গেল নিক। এখন তাকে সাভাটের আশ্রয় নিতে হবে। শরীরটাকে বেঁকিয়ে সে দিল মোক্ষম প্যাঁচ।

তার লোহা মুখো হীল আপাততঃ হনডোর দেহের সবচেয়ে নরম অংশে স্থাপিত। কুৎসিত মুখ ভঙ্গিমাতে সে বলে—এখন কেমন লাগছে মিস্টার ?

হনডো কি একটা গালাগালি দিল। তার মুখের কাতর অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে যে যন্ত্রনা কত ভয়াবহ। হলদে চোখে সবুজ ছাপ। হনডো মেঝেতে শুয়ে পড়ল আর দ্বিখণ্ডিত সাপের মত ছটফট করছে। তার হাতে ছুরি নেই।

হনডোর আর্তনাদের সঙ্গে নিক আর একটা ভয় বিহ্বল আকুতি শুনতে পেল। এলিস উঠে বসেছে। ভয়েতে চোখ বিস্ফারিত সে দাঁড়াতে পারছে না, তার পা ভীষণ কাঁপছে।

একই সময়ে দুটি দৃশ্য! মেয়েটি কি স্থির থাকতে পারছে না? তার চীৎকার বড় বিশ্রী। নিক আর সহ্য করতে পারবে না।

যে কোন সময়ে কি পুলিশ আসবে? তাহলে নিক কি করবে?

হনডো কোন মতে উঠে দাঁড়িয়েছে। আগুন বেরোনোর গর্ত দিয়ে হামাগুড়ি মেরে বেরোবার চেষ্টা করছে সে। নিক বাধা দিল না। সে সমস্ত পরিবেশটার ওপর নজর রাখছে শুধু।

এবার ব্যারোনেস এলিসের দিকে নজর দেওয়া দরকার। এটাই যথার্থ সময়।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। নিক তাকে সবল হাতে ধরে সোফাতে বসিয়েছিল। মেয়েটির চোখে মৃগী রোগিনীর আবেশ।

—শোনো, নিক বলে, তাড়াতাড়ি শোনো। আমি কারটার, এনের নিক কারটার। তুমি এখানে ঠিক সময়ে এসেছো। তোমার ভয় নেই। তুমি বুঝতে পারছো?

এলিসের সাগর-গভীর চোখের তারায় কোন অনুভূতি নেই। সে ভীষণভাবে ঝাকুনি দিচ্ছে। নিককে ভাবছে শত্রু।

—আমি দুঃখিত, নিক বলে, মেয়েদের আঘাত করতে আমার ভালো লাগে না।

নিক এলিসকে শুইয়ে দিল প্রকৃতি বোধ্য অস্পষ্ট গোঙানি শোনা গেল। তার চিবুকে হাত রেখে গম্ভীর কণ্ঠে নিক বলে শোনো, আমি এনের নিক কারটার। এখন পুলিশ আসবে। তুমি আমাকে গত রাতে নৌকাতে দেখেছিলে। আমাকে এখন চিনতে পারবে না। এটা আমার ছদ্মবেশ। তাতে কি এসে যায়? শোনো আমি নিক কার্টার আর তুমি ব্যারোনেস ভন এলিস। আমরা দু'জনে অপারেশন টাইগারের হয়ে একসঙ্গে কাজ করবো। বুঝেছো?

ঝামেলা! হকের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে মেয়েদের সঙ্গে কাজ করা অবধি শুধু গোলমাল।

কিন্তু তার কথায় কাজ হয়েছে। ব্যারোনেসের চোখের তারা বলছে যে তার চেতনা ফিরছে। সে মাথা নাড়ল।

—ভগবানকে ধন্যবাদ।

নিক বলে। হাতের বাঁধন খুলে দেয়। দ্রুত ছুটছে সময়। সে বুঝতে পারছে না যে এখনো কেন পুলিশ আসে নি। হয়তো তারা ভেবেছে যে এটা হল হোটেল লাক্সের একঘেয়ে কোন ঘটনা। মঁশিয়ে ম্যাদমোজায়েলদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রেম কাহিনী।

এলিস কোনমতে কথা বলে—তুমিই নিক কারটার আমি তোমাকে চিনি না, তাই অবাক হয়েছিলাম।

নিক তার কোটের হাত তুলে এনের প্রতীক দেখিয়ে বলে—দেখো? আমিই নিক কারটার। এখন আর কোন প্রশ্ন করো না। ঈশ্বরের দোহাই। তোমার সবকিছু নিয়ে তৈরী হও। আমরা এখুনি বেরোব। হনডোর সাকরেদরা বাইরে অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয় না যে তারা চিন্তার কারণ ঘটাবে। আমার চিন্তা পুলিশ নিয়ে। আমাদের ছুটতে হবে।

কথা বলতে বলতে নিক ছোট্ট ঘরে পায়চারী করছে। একটি

পদক্ষেপও নষ্ট করেনি। গণ্ডারের চামড়ার স্যুটকেশ হাতে তুলে নিয়ে দেখে নিল—পুলিশ, হনডোর অনুচর অথবা রাডারের লোক। সে এখন সকলের শত্রু। এয়ের এজেণ্টের ভাগ্য। স্যুটকেসের মধ্যে অ্যাসট্রে রাখতে রাখতে সে ভাবল।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে এলিস পোষাক বাঁধছে। তার ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সে মোজা পরছে। তার চোখ এখনো পুরো স্বাভাবিক হয়নি।

—আমি তোমার উরু দেখেছি। দারুণ সুন্দর।

এখনো রসিকতা করছে নিক। মেয়েটিকে ঠেলে দিয়ে বলে—দরজা বন্ধ করে হলে দাঁড়াও। ট্রাক স্যু ভরে নিও। আমাদের ভাগ্য এবার ছুটবে।

সে দরজা বন্ধের শব্দ পেল। তখুনি ছুটে গেল বাথরুমে। ওটাও বন্ধ। কিন্তু মেঝেতে ওটা কি?

কাছে গিয়ে সে দেখল এক পাটি নকল দাঁত। এই মুহূর্তেও তার হাসি পেল। হনডোর নকল দাঁত। বমি করার সময় বেরিয়ে এসেছে।

স্যুটকেস বন্ধ। নিক দাঁড়িয়ে পকেটে ফেলে দিল।

ব্যারোনেস হলে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা স্বরে বলে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। বোধ হয় পুলিশ

—নিশ্চই মদ ব্যবসায়ী নয়। চলো, ছুটবো।

স্যুটকেসটা যেন খেলনা, বাতাসে ভাসছে নিক। করিডর পেরিয়ে সিঁড়িতে। বড় দেরী হয়ে গেছে। দুজন লোক ফরাসী কথা বলতে বলতে উঠছে। পোষাক দেখে বোঝা গেল যে তারা পুলিশ।

যতোক্ষণ তারা মৃতদেহ না দেখে ততক্ষণ নিরাপদ। নিক ছোটে। অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে।

—চলো নীচের দিকে।

এলিসকে আদেশ দিল কোন শব্দ নেই,

হিল শব্দ করে। তাদের হাতে কয়েক সেকেণ্ড সময় আছে। পুলিশরা ফাঁকা ঘর আর ভাঙ্গা জানলা নিয়ে গবেষনা করুক।

তিনটি সিঁড়ি শেষ হতেই দেয়াল। কিন্তু ঐ আকাশ আলোর গর্ত? ইঁদুর কি বেরোতে পারবে?

কিন্তু চার ছ ফুটের জীর্ণ ঐ আকাশ আলো দেখে তার আশার প্রদীপ নিভে গেল! এটা দিয়ে কি বের হওয়া যাবে? দশ ফুট উঁচুতে ঐ আকাশ আলো। সে ছ ফুট লম্বা। কিন্তু কিভাবে উঠবে? দড়ি বা হুক নেই।

নিক নিজেকে অভিশাপ দিল।

সে জানে সুইস পুলিশরা দারুণ চতুর। তাদের সামনে দাঁড়ানো যাবে না। কিন্তু ওটাই তো শেষ উপায়।

নিক চাপা শব্দ করে। এখন যদি হককে পাওয়া যেত তাহলে সে তার কাঁধে পা রাখতো।

সে দেয়ালের দিকে তাকাল। একটা আগুন জ্বালবার চুল্লী রয়েছে। পুরোনো ভঙ্গুর যেন মৃত এক সরীসৃপ। এছাড়া একটা কাঁচের বাক্স বিপদ সঙ্কেত জানাবে।

ব্যারোনেস বড়ো বড়ো চোখে তাকে দেখছে। এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে বুক। নিক আকাশ আলোর তলাতে সুটকেস রেখে বলল—শক্ত করে ধরো। আমি যেন পড়ে না যাই।

নিক সুটকেসে পা রাখল। তার দুশো পাউণ্ড ওজনের চাপে বেঁকে যাওয়া সুটকেসটাকে প্রাণপণ পরিশ্রমে সোজা রাখার চেষ্টা করছে এলিস। গর্তটা তিন ফুট দূরে।

—লক্ষ্মী মেয়ে। এখন আমি কাঁচটাকে ভেঙে দেবো। ওখান দিয়ে বেরোতে হবে। তুমি লাফাতে পারো তো?

—না না। আমি পারবো না। চেষ্টা করতে পারি।

—দেরী করলে হবে না।

নিক জোরের সঙ্গে বলে, তোমাকে পারতেই হবে।

মেয়েদের সঙ্গে এই কারণে নিক কাজ করে না। এখন ও কথা ভাববার সময় নেই। সময়! হায়। আর সে যদি একটু সময় পেত। বিপদ সঙ্কেত শোনা গেল। পুলিশের ঘ্রাণ পাচ্ছে বাতাসে।

নিক তার স্যুট খুলে ফেলল। সার্ট খুলতেই মিস্টার ফ্রাঙ্ক মানিং এর সাদা সার্ট দেখা গেল।

ব্যারোনেস তার সবল দেহের দিকে তাকিয়ে বলে—পৃথিবীতে কত কি ঘটে—

—কিছু না। মানুষকে বোকা বানাবার পুরোনো প্রথা। সে সার্টটা নীচের দিকে ছুঁড়ে দিল।

—অ্যালার্ম বক্সটা খোলবার চেষ্টা করো।

ওপর থেকে নির্দেশ দিল নিক।

মেয়েটি মাথা নাড়ে। কোমল গলাতে বলে, নিকোলাস। আমি খুলতে পারছি না। এটা বন্ধ!

নিক দেখল। সত্যি মরচে পড়ে গেছে।

ঠিক আছে। তুমি আমার কথা শোনা।

নিক সার্টটা নিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে লাইটার। টেরিলিনের সার্ট দপ করে জ্বলে ওঠে। জলন্ত জামাটাকে ফেলে দিল অ্যালার্ম বক্সের মাথায়। বিস্ফোরনের মত শব্দ এবং চীৎকার। যাক তাহলে কাজ হয়েছে। কিছুটা বাড়তি সময় পাওয়া গেল। কিন্তু কতটা সময়?

—তাড়াতাড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরো। তাড়াতাড়ি।

তার কথা শেষ হবার আগেই সে কোমল দেহের স্পর্শ পেল। সে এলিসের নরম তুলতুলে স্তনের মোহময়ী অস্তিত্ব অনুভব করছে। তার চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। আর নিচ্ছে এলিসের নিঃশ্বাসে ঘাম পারফিউমের সুবাস।

নিক যেন উড়ন্ত পরী। পিঠে ধরা এলিস। সে ছাদে পৌঁছে গেছে।

ব্যারোনেসের হাই হিল কোথায় ছিটকে গেছে। মেয়েটি অভিশাপ দিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

—শক্ত করে ধরো। আমি দেখছি। এখন ভয় হতে হবে না।

নিক এলিসকে উঁচু করে তুলে ধরল। তার কালো লেস দেওয়া নাইট দেখা যাচ্ছে। সাংঘাতিক ভাবে উন্মুক্ত স্কার্টের ফাঁক।

লজ্জা শব্দটা নিজেই লজ্জা পাবে এখন।

নীচ থেকে সোরগোল ভেসে আসছে। তার মানে হুনডোর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

নিকোলাস? এই ছাদ থেকে পালাবো কি করে?

নিক শীষ দিল। পুরোনো ছাদ পাঁচিল নেই

—শুধু ধরে থাকো। ভয় পেওনা।

সে অবাক হয়ে দেখল যে এলিসের লাল ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। চাপা হলেও হাসি। তার সুশ্রাব্য পরিষ্কার ইংরিজী শোনা গেল —আমার দারুণ লাগছে। তাহলে এখনো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। এখন কি করবে?

মেয়ে? নিক ভাবে। তার হৃদয়ে, যদি এক্সের এজেন্টদের হৃদয় বলে কিছু থাকে, উষ্ণ হচ্ছে। হক ঠিকই বলেছে। গো[illegible] লাঞ্জের সেই ছবি—শুয়ে থাকা এলিস স্কার্ট উঠে যাওয়াতে উন্মুক্ত মসৃন উরু। নিক কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ব্যারেনেস বিশ্বাস করো আমার জীবনেও নতুন ঘটল। এর আগে এমন ভাবে কোন মেয়েকে কাঁধে নিয়ে হাঁটিনি।

হাসির বদলে নেমে আসে চিন্তা।

—নিকোলাস আমি তেমার রসিকতা মোটেই পছন্দ করছি না। এভাবে কতক্ষণ থাকবো? পুলিশরা তাড়াতাড়ি এখানে আ[illegible]

—আমি জানি। আমি একবার প্রান্তে যেতে চাই।

এক হাতে এলিস, অন্য হাতে গ্লাডষ্টোন স্যুটকেস। যেটা তার

কাছে ব্যারোনেসের থেকেও মূল্যবান। অবাস্তব চিন্তা। এ মুহূর্তে এটাও কাজে আসতে পারে।

ছাদের কিনারতে পৌঁছে নিক দেখল যে দশ ফুট নীচুতে পাশের বাড়ীর ছাদ। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঝাঁপ দিল।

—বেবী লাফাও চোখ বন্ধ করে। আমি তোমাকে লুফে নেবো।

ব্যারোনেস বুঝি উড়ন্ত পুতুল। নিক তাকে ধরে নিল। এবং ঠোঁটে চুমু দিল।

ব্যারোনেস ছিটকে সরে গেল। বিরক্তি ফুটে উঠেছে তার আচরনে। এই রাগটুকু তার সৌন্দর্যকে নতুন রূপ দিয়েছে।

—রাগ কোরো না। এটা তোমার পুরস্কার।

—তার মানে?

—তোমর মত সাহসী মেয়ে আগে দেখিনি। চলো আবার পালাই। ব্যাপারটা ভুলে যাও।

—ওহহো, আমার জুতো নেই। নিকোলাস তুমি ভাবতে পারছো মধ্য সেপ্টেম্বরের পথে আমি খালি পায়ে হাঁটবো?

নিক তার দু পকেট থেকে দুটি সু বের করে বলল—আজ তুমি আমার অতিথি। এক্সের জন্যে তুমি হাঁটবে। এখন আর ভেবো না।

এলিস নিজের কাঁধে ভর রেখে সু তে গলাল।

—ইয়া, আমরা অনেক সৌভাগ্য পেয়েছি। পাইনি? আমরা যেন পরস্পরকে কাছে পেয়ে এত সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তাই না?

বাঁকা চোখে তাকিয়ে ব্যারোনেস বলে।

—আমি ভাবছি একটা কথা। হাঁটতে হবে।

আগুন বেরোনোর গর্ত দিয়ে লাফ মারল এলিস। কোথাও কেউ নেই।

—হনডোর দেহ নিয়ে ব্যস্ত আছে পুলিশ। তার সাকরেদরা গেছে র‍্যাঙ্ক রাডারের কাছে। এখন তোমার আর আমার মধ্যে কিছু কথা।

—কি কথা?

ঐ পুরস্কারটা।

নিক চোখ ছোট করে। তার মনে পড়ে হকের কথা—মনে রেখো ব্যারোনেস হল জার্মান ইনটেলিজেনস দলের মেয়ে। তার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে।

কিন্তু এমন মেয়ের সামনে কি কথা রাখা যায়?

—প্রিয় বন্ধু—

এই প্রথম জার্মান শব্দ বেরিয়ে আসে ব্যারোনেসের মুখ দিয়ে।

—আমি ভাবতে পারি নি যে এসব ঘটবে। ফ্যানটাসটিক।

নিক চেয়ে দেখলো। বারের মধ্যে বসে থাকা নাবিকরা তাদের দিকে দেখছে না। ব্যারোনেসের ছেঁড়া জামা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু নিক এখন ফ্রাঙ্ক মানিং।

এক্স ঘড়ির দিকে তাকাল নিক। নটা বেজে পনেরো। সোনালী—নীল দিন, মধ্য সেপ্টেম্বরের। তাদের সামনে ল্যাক লেমনের বাতাস আর জাপানী উদ্যানের কৃত্রিম হ্রদ।

—তুমি দারুণ কাজ করেছো। কিন্তু বনে কি করতে? তুমি কি পেশাদার এজেন্ট?

নিক প্রশ্নটা সোজাসুজি করে বসল। ব্যারোনেস আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলে-উঁহু। নিক ওভাবে বললে না। আমি এজেন্ট নই। আমি দেশের কাজ করছি।

হঠাৎ সে হেসে ওঠে। হাতে হাত রেখে গাঢ় গলাতে বলে নিক তোমার আগে আমি কোন পুরুষ দেখি নি। তুমি অনন্য, তোমাকে নিয়ে গড়ে ওঠা কিংবদন্তীর নায়ক।

নিক বিপদে পড়েছে। কারো নামে গুজব ছড়ালে মুশকিল।

চকোলেট শেষ করে বলল—ব্যারেনেস। এখান থেকে চলে যেতে হবে। কোথায় জানি না। তবু এখানে থাকবো না।

সময় বয়ে চলেছে। ম্যাক্স রাডার কি এখন পলকার ভেটের ব্যাঙ্কে ফরাসী চাবি নিয়ে ব্যস্ত? হয়তো ভল্ট খুলে সোনার বাঘিনী বের কর নিয়েছে।

হক সব দিকে নজর রেখেছে: চার এজেন্ট ব্যাঙ্ক পাহারা দেবে। কিন্তু তারা যে ম্যাক্সের মুখ চেনে না। তার মুখ এখন অর্থহীন। এ হল নতুন চেহারা।

ব্যারোনেস তাকে চেনে। যদিও এলিসকে অনেক প্রশ্ন করার আছে। নিক এখনো তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিক তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছো?

গলায় মৃদু শব্দ, জার্মান আর নিখুঁত ইংরিজী মিলে নতুন বোধের উন্মেষ। ওকে কেন ভালো ভাবতে পারবো না? স্কোয়াডের শিক্ষা? এক্সের নিষেধ?

মাঝে মাঝে তাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত জীর্ণ ক্লান্ত মনে হয়; তবুও সে রমণী।

—তাই তুমি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় অনুসন্ধান করছো?

নিক তাকাল। মুখের রঙ বদলে গেছে। নরডিক রঙের চামড়াও কি লাল?

—ওটা আমার রুটিন।

হনডোর কথাটা চেপে গেল। কলঙ্কের কাহিনী চেপে রাখতে হয়।

—নৌকোতে তুমি নিজের পরিচয় দাও নি? তোমার কোন চিহ্নও দেখাও নি, শুধু একটা পাসপোর্ট ছাড়া।

নিক অবশেষে প্রশ্ন করে।

চকলেট শেষ করে হাসে এলিস।

—তুমি দারুণ ছেলেমানুষ নিকোলাস বলছি তোমাকে আমি জানি রাডার আমার খবর পেলেই আমাকে খেয়ে ফেলবে।

এলিসের মুখে একটা বিষন্ন ছায়া কাঁপছে। নিক তখন ধূসর চোখে ল্যাভেণ্ডারের হালকা ধোঁয়া।

—আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমার ছদ্মবেশে কোন ভুল ছিল না। তুমি যেন সত্য নোংরা নাবিক। শুধু তোমার স্যুটকেসে লাগানো স্টিকার দেখে তোমাকে চিনেছিলাম। তবুও আমার সন্দেহ তুমি হয়তো রাডারের চর। সারাপথে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখি। এখন দেখছি বোকার মত কাজ করেছি।

—তোমাকে ঘুমের ওষুধ না দেওয়া অবধি তুমি আমার স্টিকার দেখতে পাও নি।

ব্যারোনেসের হাসি শেষ। সে গম্ভীর হয়ে গেল।

—আর একটা কথা ব্যারোনেস—

—উঁহু, আমাকে ও নামে ডাকবে না। ওটা হল পুরোনো উপাধি। তোমার কাছে শুধু এলিস। আমি জানি।

নিক কার্টার কিলমাস্টার এন তিন, যে নিজের ইচ্ছেতে হত্যা করতে পারে—এখন হকের কথা মানতে পারবে কি ?

—ও-কে। তাই হবে।

ঠোঁটে সেই পুরোনো হাসি যে হাসি দিয়ে সে এর আগে অনেক রমণীর হৃদয় বধ করেছে। তারা জানতে পারেনি যে তার হৃদয় কতখানি বরফ শীতল।

হনডো তোমাকে হোটেলে কিভাবে পেল ?

—নৌকাতে ওঠা থেকে রাডারের অনুচর আমাকে অনুসরণ করেছে। আমিই লক্ষ্য, তুমি নও। শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওরা হোটেলে আসে।

নিক কার্টার দ্রুত ভেবে নিল। ম্যান্নের বিরুদ্ধে নিক। মাঝখানে বাধা এক মেয়ে ব্যারোনেস এলিস সে যার দিকে যাবে সে কি জিতবে। কিন্তু অপারেশন টাইগার শেষ না হওয়া অবধি তাকে রক্ষা করতে হবে।

—আমি জানি তুমি কি চাইছো

ঘনিষ্ঠের মত এলিস বলে।

—তোমাকে আমার চাই। লাক্স রাডারের জন্যে।

—আমি জানি তোমরা দুমুখো সাপ হও না।

প্রশংসাটুকু হাসি মুখে হজম করে নিক। ম্যাক্স রাডারের চিন্তাই তাকে ছেয়ে আছে। সোনার বাঘিনীর জন্যে কুড়ি বছর অপেক্ষায় থাকার পর সে নিশ্চয় হঠকারীতা কিছু করবে না। অনেক ভেবে চিন্তে পা ফেলবে। আর নিক কার্টার? মাত্র ক'দিনের প্রস্তুতি নিয়ে সে কুড়ি বছরের পরিকল্পনার মোকাবিলা করতে চলেছে।

হনডোর অবর্তমানে ব্যাঙ্কের লকার থেকে সোনার বাঘিনী চুরি যাবার সম্ভাবনা কম। কেননা ওরা কেউ কারোকে বিশ্বাস করে না। যদিও এখন তারা পরস্পরের দিকে সখ্যতার হাত বাড়াতে পারে।

নিক পকেটে হাত দিল তার সিগারেট সে পোরটোফিনোকে দিয়ে এসেছে। অবশ্য নিক সব কিছুই টানতে পারে।

ব্যারোনেসের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমরা এভাবে এগোব। ওরা তোমাকে খুঁজে চলেছে। ফ্রাঙ্ক মানিং-কে ওরা চেনে না। হনডো মরে গেছে। রাডার আর তার লোক আমাদের মতই বিভ্রান্ত। আমার সমস্যা হল কিভাবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। আর আমরা দু'জনেই লুকিয়ে থাকব। একটা উপায়, ব্যারোনেস থুড়ি এলিস তোমার সুনাম কতোটা?

ওর সুন্দর চোখ বড় হয়ে ওঠে, নিক তুমি কি পৃথিবীর কথা বলছো?

নিক তার সুন্দরতম হাসি দিয়ে বলে না আমি স্বর্গের কথা বলছি। প্রেমিকের স্বর্গ আমাদের প্রেমের অভিনয় করতে হবে। অন্ততঃ বাইরে তাই দেখাতে হবে। তাই বলছি তোমার আপত্তি হবে না তো রাডার তোমাকে ভালভাবে চেনে। তাই তোমাকে

রক্ষণশীলা মহিলার ছদ্মবেশ নিতে হবে। যে তার সতীত্বের বাঁধন ছেঁড়ে নি।

ব্যারোনেস আবার লাজরাঙা। তাকে অনেক ছোট মনে হচ্ছে। নিক ভাবল। এখন নীরব অপেক্ষা।

হঠাৎ এলিস হেসে ওঠে। বলে আমার মনে হয় তোমার ভাগ্যটা ঈর্ষনীয়। তুমি আমার মত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছো।

—কেন? এটা আমার ব্যাবসার কাজ।

মেয়েটি ছোট্ট জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁট চেটে নিল। তার চোখে দুষ্টুমী।

সে ঘাড় নাড়ে-অবশ্যই। মনে রেখো আমরা কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিকা নই। তোমরা, আমেরিকানরা যা অসভ্য।

নিক তার চোখে প্রণয়ের ছায়া দেখতে পেল। নাকি সবটাই অভিনয়? গ্রসিয়াসেয় গেলাসে উপছে পড়ছে ফেনা। ওরা ঠোঁট ছোঁয়াল।

—মনে রেখো তুমি নৌকো থেকে একটা নোংরা নাবিককে তুলে এনেছো। রাডারের লোকেরা হোটেল লাস্ত অবধী অনুসরন করছে।

—আমার মনে আছে।

মিস্টার সিকোকু নকল দাঁতের সারি টেবিলে রাখতেই এলিসের চোখ হল অবাক।

—মৃত হনডোর দাঁত পুলিসের হাতে পড়েনি।

—ওহ কি সাংঘাতিক। ফেলে দাও।

নিক ভালভাবে পরীক্ষা করে বলে পুরোনো। অনেক দিনের ব্যবহৃত।

—ওহো নিকোলাস প্লীজ ফেলে দাও। আমি অসুস্থ বোধ করছি।

সে দাঁতের সারি পকেটে রাখতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল একটি জ্বলজ্বলে ধাতব পদার্থ। মাঝের দাঁতের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। আঙুলের নখ দিয়ে ওটাকে বের করবার চেষ্টা করল।

—নিকোলাস আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

এলিসের অধৈর্য কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দিয়ে নিকের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গলা শোনা গেল, চুপ করে থাক।

সে দাঁতের সারি টেবিলে রাখল। নিওপ্রেনের ফিশারের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা উজ্জল ছোট্ট বলের মত জিনিস। নিক সেটাকে ছিনিয়ে নিল। সে জানে এটা কি! এটা হল ফরাসী চাবির অংশ।

নিকের চাপা আনন্দে ভরে ওঠা ওয়াশিংটনের ব্রেন বয়েজের অনুমান তাহলে সত্যি! ফরাসী চাবিটা সিকোকু আর রাডারের মধ্যে ভাগ করা আছে। তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করে না!

হনডোর অংশ এখন নিকের হাতে। সে জোরে হেসে ওঠে। কোন সুইস ব্যাঙ্ক চাবির চার ভাগের এক ভাগ নেবে না। ম্যাক্স রাডার কুড়ি বছর ধরে সিকোকুর জন্যে অপেক্ষা করেছে। কবে তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হবে। তারা সোনার বাঘিনীর অধিকার নেবে। ম্যাক্স এখন বাঘিনীর থাবা থেকে অনেক দূরে। হনডো মৃত এবং কিল মাস্টারের হাতে ফরাসী চাবির অর্ধেক। রাডারকে তার কাছে আসতেই হবে।

নিক ব্যারোনেসকে দাম মিটিয়ে দিল। এখন সে যেন ভদ্র কোন মানুষ। ফরাসী চাবির অর্দ্ধেকটুকু পকেটে রেখে দিল।

ব্যারোনেসের দিকে তাকিয়ে নতুন ভূমিকাতে নিজেকে মানিয়ে আদুরে স্বরে বলে উঠল—এসো ডার্লিং। আমাদের উঠতে হবে।

—অনেক কিছু ঘটে গেছে। পুলিশ এখন পাশের কাফেতে।

—আমরা ডান দিকে হাঁটবো। হাতে হাত রেখে প্রেমিকদের মত ধীরে ধীরে।

নিক কোটের কলার তুলে দিল। সার্ট বিহীন হয়ে সে পুলিসের চোখে পড়তে রাজী নয়। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন তার পকেটে অমূল্য সম্পত্তি।

ব্যারোনেস হাতে চাপ দিল। নিক জানে এটাও তার অভিনয়।

—নিকোলাস, লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গা মনে এসেছে। আমার বান্ধবীর বাড়ী। ও বাড়ীতে থাকে না। আমরা চুটিয়ে প্রেম করতে পারবো। যাবে তুমি ?

—সেই স্বর্গটা কোথায় ?

—লেক থেকে কুড়ি মাইল দূরে।

—কিভাবে যাবো ? সাঁতরে ?

—কেন ? লঞ্চে ?

—চলো, আমাদের খেলা শুরু হোক।

ওরা লঞ্চে উঠে বসল। ঠাণ্ডা ফিনফিনে বাতাস। টলটল করছে নীল জল। পতাকা উড়ছে। একটা সাদা লঞ্চ জল কেটে কেটে চলেছে।

ব্যারোনেস হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে ঐ নকল দাঁত দেখে অমন হৈ হৈ করলে ? ওটা কি আমাদের কাজে আসবে ?

এলিসের চিবুকে চুমু দিতে দিতে নিক বলে, আমি কিছুই ফেলি না।

—বোকা ছেলে। সবার সামনে এমন করে !

এলিসের চোখে কপট রাগ।

—সে কি ? আমরা তো সবাইকে জানাতে চাই যে আমরা প্রেম করছি।

ওহো। কিছু বোঝো না ?

নিক হাসল, সোনালী চুলে হাত রাখল।

—কিন্তু ঐ নকল দাঁত ?

—সব বলবো, তবে এখন নয়।

নিক জানে সব ঘটনা তার মনের মত ঘটে চলেছে।

ভিলা লিমবো

পনেরো মিনিটের যোগ ব্যায়াম করে নিক দাঁড়াল। পদ্মাসন আর ধ্যান। শুধু তার গুরুর দুটি কথা সে মানে নি। সে চোখ বন্ধ করে না। সে শব্দ শোনে।

ভিলা লিমবোর বড়ো আকারের সাজানো ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কেন যেন অস্থির। যদিও সে এখনো জিতেই চলছে।

সুইস তটরেখা থেকে দুশো গজ দূরে একটা ছোট্ট খাড়া দ্বীপে একক নায়কের মত দাঁড়িয়ে আছে ভিলা লিমবো। টেলিফোন নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শুধু কি তাই? খাড়া তটরেখা। তারা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে।

লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ব্যারোনেসের বান্ধবীর নাম কনটেসা। একজন বৃদ্ধা মহিলা। এখন বাতে ভুগছেন, আছেন প্যারিসে। ভিলা লিমবোতে তিনি কদাচিৎ আসেন। এটি যেন এলিসেরই বাসস্থান।

তিন মিনিট বাদে সে দরজা খোলার মেয়েলী শব্দ পেল। সেই সঙ্গে মন উদাস করা সুবাস।

—এসো প্রিয়তমা। তুমি কি চাও?

উঁহু, এলিস নই। তাদের পরিচারিকা মাইগা। তাদের পরিচর্যার জন্যে আছে এই মেয়েটি আর একজন মোটা চাকর যার নাম ওসমান।

—আমি আণ্ডারওয়ার পরা পুরুষদের মোটেই পছন্দ করি না।

নিক তাকাল। মাইগার চোখের মনি স্থির হয়ে আছে তার বক্সার সর্টসে। সে চোখের মধ্যে তীব্র কামনা দেখতে পেয়েছে। নগ্নকাম।

—আমি সুন্দর। মাইগা তুমি কি আমাকে চাও?

মাইগা আবেদনময়ী। তার কালো চুল যেন ঘন রাত। তার

স্বর্ণলী চামড়া যেন ভোরের আকাশ। তার টানা চোখে বুঝি অনন্য সিম্ফনী।

—মাইগা। কাছে এসো।

কোন উত্তর নেই। অবশেষে মাইগা বলে, ব্যারোনেস জানতে চাইছেন যে আপনি তাঁর সঙ্গে সাঁতারে যাবেন কিনা?

নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায়? লেকের জল দারুণ ঠাণ্ডা

—একটা নরম জলের পুল আছে। ব্যারোনেস ওখানেই।

মাইগা আরো এগিয়ে এসেছে। আলিঙ্গনের প্রচণ্ড দহনে সে জ্বলছে।

—বলো' আমি দশ মিনিট বাদে আসছি।

জ্বলন্ত আগুনের সামনে কত অসহায় কিল মাস্টার।

তুমি আমাকে ছুঁতে চাও?

দুটি চোখে, উন্নত গ্রীবাতে, আধখোলা স্তনে, ভাঁজ দেওয়া তলপেটে শুধু আদিম আকাঙ্খা।

—যাও। গেট আউট কুকুরী।

নিক হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। মেয়েটি গেল না সে নিকের দেহে কোমল আঙুল রাখল।

নিক তাকে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, ব্যারোনেসকে বলো আমি আসছি। দশ মিনিট বাদে

দরজা বন্ধ করবার সময় মাইগার সুডৌল নরম স্তন নিকের অনাবৃত বুকে লাগল। তার সদ্য কামানো গালে হাত রেখে সে বলে আহ, কি সুন্দর। মঁসিয়ে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে আমি কি খুব খারাপ? ব্যারোনেস জানতে পারবে না। তোমার ইচ্ছে হলে আমাকে ডেকো।

—আমি তোমাকে তাড়াতে বাধ্য হবো।

শেষবারের মত হাসল মাইগা। তার পাছা দুলছে, বুকের স্পন্দনটুকুও দেখা যায়।

নিক দরজা বন্ধ করে দিল। ভিলা লিমবোর নিরাপত্তা বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

তার সুটকেস খোলা। বিছানাতে ছড়ানো জিনিস। ছোটখাটো ঝামেলা।

সে ফরাসী চাবির অংশটাকে তার আণ্ডারওয়্যারের ইলাসটিক গর্তের মধ্যে থেকে বের করল। পরম আবেগে চুমু দিল। এটাকে সে কখনো দেহছাড়া করবে না। এমনকি সাঁতার কাটা অথবা ব্যারোনেসের সঙ্গে কিছু করবার সময়ও নয়।

কিন্তু ওটাকে কোথায় লুকোবে? তার সাঁতারের প্যান্ট পকেট নেই। সে তিনটি বিশ্বাসী বন্ধুকে দেখে ছিল। তার অটোমেটিক ছোরা আর গ্যাস পিস্তল।

হুগো? ছোট্ট স্টিলেটো হাতে নিয়ে ভাবল। তার সাঁতার পোষাকে লুকিয়ে রাখবে। ব্যারোনেস সন্দেহ করতে পারে। করুক একজনকে তা বিশ্বাস করতেই হবে।

তার গ্লাডস্টোন সুটকেস যথেষ্ট নিরাপদ। চোর এলে এটা কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে মারে আর শব্দ করে। কিন্তু ফরাসী চাবি?

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুটকেস থকে সে ছোট্ট একটা রবারের নল আর পেট্রোলিয়াম জেলীর শিশি বের করল। বাথরুমে ঢুকল সে। নিকের কিছুটা অস্বস্তি হবে ফরাসী চাবি তো নিরাপদে থাকবে।

নিক ভাবছে মাইগার কথা। অপারেশন টাইগারের সঙ্গে এই ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যারোনেস সুন্দরী সন্দেহ নেই। তবে নিজের রূপ যৌবন সম্পর্কে অতিরিক্ত অহংকার। মাইগা সঙ্গিনী হিসেবে দারুণ। তাকে উন্মোচিত করার মধ্যে অপূর্ব শিহরণ আছে।

ভিলা লিমবোর সাদা গোলাপীর রঙীন কারুকাজ। লাল টালির ছাদ এবং লোহার ব্যালকনী। লারচ, ওক বার্চে ঢাকা দ্বীপ ঝোপেঝাড়ে ভরা। ভিলা থেকে চারিদিকে নেমে গেছে ঢালু পথ।

কে আগে কাকে দেখবে? নিক ম্যাক্সকে? না, ম্যাক্স নিককে?

তার আগে ব্যারোনেসকে দেখা যাক।

—শুভ সন্ধ্যা স্যার। দারুণ দিন।

ওসমান। তুর্কী অথবা সিরিয়ান। চোয়ালে ঠাণ্ডা হাসি।

কিন্তু চাকর হলেও তার চোখ যেন দাসের। নিককে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে। ও কি একা থেকে ক্লান্ত? অথবা অন্য কোন অভিসন্ধি আছে?

—ব্যারোনেস কি গ্রীন হাউসে?

—হ্যাঁ স্যার, উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওসমান তার সবুজ টুপি খুলে অভিবাদন জানাল। নিক কার্টার যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই যে তাকে বাঁচায়। কিন্তু সে অনেক ভেবে প্রাণদণ্ড দিয়ে থাকে।

সে গ্রীনরুমের দিকে হাঁটল। চারশো পাউণ্ডের থলথলে মাংস নিয়ে ওসমান তাকে দেখছে।

কাঁচের দরজা ঠেলে নিক শান্ত জঙ্গলে ঢুকল। লাল ফুলে ঢাকা বাহারী উদ্যান। সবুজের বেহিসেবী সমারোহে চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছ থেকে চিকন তীরের মত উড়ে আসছে, উজ্জ্বল পাখির ঝাঁক।

সে থমকে দাঁড়াল। অনেক সরু পথ। কোন্‌টা ধরবে? রেডিওর শব্দ। তার মানে এলিস খবর শুনছে। ঘোষিকার ধাতব গলার শব্দকে অনুসরণ করল।

কৃত্রিম অরণ্যে পা রাখল। পুলের ধারে সিঁড়িতে আধশোয়া ব্যারোনেস। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার ভারী স্তন ঝুলছে। সে শিশুবিক সরলতায় সাঁতার কাটছে। তার স্তন দিয়ে জল ঝরছে। নিককে সে দেখতে পায়নি। প্রকৃতির কোলে এক অবুঝ কন্যা।

পুলের ধারে রবারের মাদুরে পড়ে আছে সাদা প্যান্টি আর সোনালী বিকিনি। তার পাশে একটি ট্রানজিসটর। যেটা বকেই চলেছে।

ব্যারোনেস উঠে এল। সমুদ্র পরী। এবার নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

—আমি টারজান বলছি। জেনী তুমি কোথায়?

এলিস সাঁতরে এল। তার চোখ রাঙা। কিন্তু নিজেকে ঢাকবার কোন চেষ্টা নেই তার।

নিকোলাস। তোমার এত দেরী হল? আমি তো কখন মাইগাকে পাঠিয়েছি।

—পনেরো মিনিট আগে। ওসব ভুলে যাও। এই তোমাকে না দারুণ লাগছে।

ব্যারোনেস তার চেটো দিয়ে স্তন ঢাকা দিয়ে বলল—উঁহু, অসভ্য ভাবে দেখবে না। আমার শরীর নিয়ে কোন লজ্জা নেই। আমি কি গোলাপী?

নিক তার দেহটাকে গভীরভাবে লেহন করতে করতে বলল—উম্‌ম্‌। তোমার প্রতিটি ইঞ্চি গোলাপী।

হাসতে হাসতে ব্যারোনেস ছুটে গেল। তার স্তনেরা আবার বাঁধনহারা। নিক এবার সোজা চোখে দেখছে। এমন নিখুঁত স্তন সে আগে দেখেনি।

চুমু নেবার যোগ্য। এই তিন ভাবে। চরমভাবে আদর দিতে হবে। বাঁচবার ওটাই পথ।

তাইতো বুড়ো হ্যারিক লিখেছিল, যখন খুশী চুম্বন দিও।

—তুমি ওটা নিয়ে সাঁতার দিচ্ছনা কেন?

নিক বলে। এলিসের চোখের সেই ল্যাভেণ্ডার—ধূসর রঙ যাতে সোনালী ছটা। সে কপাল থেকে ভিজে চুল সরাচ্ছে।

—তুমি কিসের কথা বলছো?

—তোমার লকেট।

হাসি থেমে গেল। থমথম করছে মুখ। আমি জানতাম না যে ঘুমোবার সময় আমাকে তুমি পরীক্ষা করছো। তুমি লকেট

আর তার ছবিটা দেখেছো। কিন্তু এখন এই সময় ও কথা না বললে কি ক্ষতি হতো?

—আমি দুঃখিত।

নিক বলে।

—তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমার সঙ্গে সাঁতরাও। তারপর মন তৈরী আছে। আর ডিনার।

নিক থমকে গেল। ওপরে বিশাল আকাশ। নাম না জানা পাখীদের অবিরাম কাকলি। রেডিওতে কখনো ফরাসী কখনো জার্মান। সে তার পিয়েরেকে সাবধানে রাখল। জলে নেমে দেখে নিল নিরাপদ কি না। কিল মাস্টারকেও কখনো কখনো অবসর নিতে হয়।

নিকের দেহের সর্বত্র হাত দিতে দিতে ব্যারোনেস চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি দেখছি ভীষণ সাবধানী। প্রেম করতে এসেও সঙ্গে ছোরা এনেছো। তুমি এত ভীতু কেন?

নিক ভাবল। যাক তাহলে মেয়েটা স্বীকার করেছে। তাদের মধ্যে আর কোন বাধা নেই। এবার শুধু খেলা।

—ঠিক বলেছো। মাঝে মাঝে সব ভুলে যেতে হয়। তাই না

ব্যারোনেস খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। নিকোলাস আমাকে ধরতে পারবে?

সবুজাভ গোধূলীর রঙে রাঙা অরণ্য, স্কুলের মেয়ের মত ছুটছে এলিস।

—আমি তোমাকে ধরবো।

নিক ছুটল। তিন পদক্ষেপে ঝাপটে ধরল এলিসকে। দুটি নগ্ন শরীর, অথচ লজ্জা নেই।

—তুমি এত শক্ত হও না মনে রেখো আমরা প্রেমিক।

নিক বলে। এলিস নিজেকে মেলে দিচ্ছে। যদিও তার স্তন বৃন্ত এখনো শক্ত।

দুটো জিভ, ঠোঁট তার লাল। দীর্ঘ চুম্বন।

অবশেষে এলিস বলে—নিক, এটা আমার অভিনয় নয়। তুমি বিশ্বাস করো। আমি সত্যি তোমাকে চাই। তোমার ঐ শরীরটার ওপর আমার দারুণ লোভ।

নিক তৈরী হতে সে বলে, না এখানে নয় ঐ রবার ম্যাটে চলো। আমার সঙ্গে ··

কামনার প্রহরে

খেলাটা সংক্ষিপ্ত। দুটি দেহ যখন উন্মুখ তখন শৃঙ্গার তো অর্থহীন। খাটের ওপর শুয়ে পড়ল এলিস তার ওপর নিক। দুটো দেহ মাঝে মাঝে শিহরণে কাঁপছে।

কিন্তু নিক কি সহজে পারবে? তার মত দীর্ঘকাল ধরে রমন করতে পারে এমন পুরুষ আর নেই। সে নানাভাবে ব্যারোনেসের তৃপ্তি চরম সীমান্তে নিয়ে গেল। তখনো অটুট তার সংযম।

ব্যারোনেস ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যদিও পরিতৃপ্তির বিন্দুমাত্র তার অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু এবার নিক দুরন্ত ও হৃদয়হীন। চরম ক্ষণের আগে চলবে তার দীর্ঘ খেলা। অবশেষে সেটা ঘটে গেল। যেটার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সুখকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায়। যেটা স্বর্গকে করে তোলে অর্থহীন।

ওরা সব ভুলে নিঃসরণের আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল। অবুঝ সাজান শব্দের দ্যোতনাতে মন্ত্রিত বাতাস। ঠোঁটে ঠোঁটে খুনসুটি কি শেষ হবে না?

—ওহো কি আনন্দ।

অস্ফুটে বলছে এলিস।

নিকি নিকি এখানে—আহা—নিকি—

কেউ কি তার হৃদয়ে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে ?

ঠিক তখনই নিকের মনে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ। একটা দূরাগত মৃত্যু যেন বিষ কুয়াশার মধ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মৃত্যু কি শুধু ভয়াল রূপেই আসে ? কখনো সে থাকে তৃপ্তির ছদ্মবেশে।

রেডিওতে ঘোষণা শোনা গেল—পুলিশ হোটেল লাস্কের খুন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত:—

মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল নিক। এখন সে কামুক নয়, ঘাতক। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় বড় সজাগ।

নিক ব্যারোনেসের দেহের ওপর চেপে বসল।

নিক, অমন করছো কেন ?

মুখে চাপা দিয়ে বলে—চুপ।

ঘোষনা শোনা যায়—পুলিশ হের হুবলি কুরজকে এখুনি দেখা করতে দিয়েছে। আজ সকালে সে একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেল লাস্কে উঠেছিল। রহস্যময় ঐ ঘটনার ওপর সে আলোচনাও করতে পারে।

নিক হাসল। বলল ওরা হের কুরজের জন্যে অপেক্ষা করছে কেন? হনডোর মৃতদেহের কথা বলল না। হয়তো আগেই বলেছে।

—স সঁ ওটা কথা বলছে।

হোটেলের ম্যানেজার মঁসিয়ে বেগারের মন্তব্য হল যে একজন মুখোসধারী লোক ওখানে কিছুর সন্ধানে হামলা করে। তারা হের কুরজের ঘরে প্রবেশ করে। ওরা চলে যাবার পর ম্যানেজার পুলিশকে ফোন করেছিল। ঘটনার ধারাবাহিকতা আমরা পরে শোনাবো। এখন সঙ্গীত শুনুন···

নিক রেডিও বন্ধ করে দিল। হনডোর কি হল ? তার মৃতদেহ কোথায় ?

তিনটি চিন্তা তার মাথায় এল।

এক। হনডো মরে গেছে। পুলিশ তার মৃতদেহ পেয়েছে। এবং শাস্ত।

হুই। হনডো মরে গেছে। কিন্তু তার দেহ উধাও।

তিন। হনডো মরেনি।

নিক লাফিয়ে ওঠে। অত আঘাত সহ্য করে বেঁচে থাকলে সেটা হবে দশ লাখে একটি ঘটনা। কিন্তু তাও তো ঘটে?

ব্যারোনেসের চোখ বন্ধ। আবেগে অথবা কামনাতে সে বলে এখানেও কাজ, এই স্বর্গে। মাঝে মাঝে আমি কাজকে ঘেন্না করি।

কাঁচের ঘরের পাশে ফুরিয়ে আসছে দিনের আয়ু। পাখীরা শাস্ত। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলাতে নিক বলল—বেবী, আমি দুঃখিত। কিন্তু জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে।

—কেন?

—আহ, মেয়ের মত অবুঝ হয়ো না। আগে কাজ, পরে আনন্দ।

হকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে? বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল নিকের।

এলিস, এখন তুমি এক্সের স্পাই। আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়ানো আছে।

এলিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি নিকি। আমার জীবনে এমন কেউ আগে আসেনি।

—আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। কিন্তু তোমার হৃদয় তুমি তোমার বাবাকে সমর্পন করেছো?

এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করল এলিস। ঠাণ্ডা ভয়ার্ত স্বরে সে বলে, ও কথা বলছো কেন?

—আমি জানি এলিস।

—নিকি, আমি দুঃখিত। তাকে আমি বাবা বলতাম না, ডাকতাম ডাডি বলে।

—আমি শুনতে চাই না এলিস। এসো আমরা আবার শরীরকে ভালবাসি।

মসৃন পেটে চুম্বন দিল নিক। ব্যারোনেস তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ এর আগে হাজার হাজার মেয়ে নিয়ে অনায়াসে খেলেছে নিক কার্টার।

—শোনো। আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো তুমি জবাব দেবে।

নিক বলে। তার হাত অসভ্য খেলা খেলছে এলিসের বুকের উপত্যকায়।

—প্রথমে আমি এই ভিলা আর তোমার বান্ধবী সম্পর্কে জানতে চাই। আমি নিরাপদে লুকোবার জায়গা চাই।

—সময় হলে সব জানবে।

বাঁ দিকের স্তনের তলাতে মোচড় দিয়ে নিক বোঝাতে চাইল যে এখন কাজের সময়। শৃঙ্গার এখন শেষ।

—ওঠো—জবাব দাও। মাইগা আর ওসমানকে বিশ্বাস করা যায়?

তোমাকে এত নিষ্ঠুর হতে হবে না। আমি নিজেই বলছি। মাইগা নতুন, তাকে প্রথম দেখছি। বুড়ীর পুরোনো ঝি হল অ্যানীটা। তার আগের চিঠিতে মাইগার কথা আছে।

—ওসমান?

—ও এখানে বহুদিন আছে। আমি প্রথমবার যখন এখানে আসি তখন থেকে ওকে দেখে আসছি।

একটুখানি ইতস্ততঃ ভাব। ব্যারোনেস কিছু চেপে যাচ্ছে। নিক ঠিক ধরতে পারে।

—আমার মনে হচ্ছে তুমি বুড়ী আর ওসমানের বিষয়ে চেপে যাচ্ছো?

—নিকি। বিশ্বাস করো। অপারেশন টাইগার কিংবা ম্যাক্স রাভারের সঙ্গে এই তথ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরের দিব্যি।

—আমি সেটা বিচার করবো, বলো, এটা আমার আদেশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলতে শুরু করে, আমি অনেকদিন আগে আগে বুড়ীর সঙ্গে দেখা করি। তখন আমি আঠারোর কিশোরী। বুড়ী আমাকে ভালোবাসতো। সেটা আমার খুব দরকার ছিল। কিন্তু ওর ব্যবহার ছিল অদ্ভুত।

—কি রকম?

—ও মেয়েদের ভালোবাসতো।

—মানে লেসবিয়ান? সমকামী?

—হ্যাঁ।

—ও তোমাকে ভিলাতে রেখেছিল রাত কাটাবে বলে।

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ছুটে আসে শব্দেরা। ব্যারোনেস মুখ নীচু করল। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। বাইরে এখন ঘনীভূত অন্ধকার।

—হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে ছিলাম। অল্প দিনের জন্যে। সমকামিতাকে আমি ঘেন্না করি। নিকি, আমি পুরুষ চাই। সুস্থ সবল কামুক পুরুষ। একটু আগে তুমি আমাকে যা দিলে।

—আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। তোমার যৌন জীবন সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি তথ্য চাইছি।

—কোন তথ্য নেই। আমরা পুলিশকে ফাঁকি দিতে চাই। ভিলাতে না এলে এতক্ষণ পুলিশ ধরে ফেলতো।

—ও-কে। তোমাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু ওসমানকে কেন জানিনা ভালো মনে হল না।

—আমি জানি কেন। ওসমান নপুংসক।

নিক বুঝতে পারে। তার মেয়েলী গলা, মোটা চেহারা আর অসামাজিক আচরণ।

—বুড়ী কোন ছেলেকে দেখতে পারতো না। তাই খুঁজে খুঁজে ওসমানের মত হিজড়ে এনেছিল।

—আবার বুড়ীর কথা। ও কি হনডো অথবা রাডারের পরিচিতা? রাডার কি এই জিলা খুঁজে পেতে পারে?

ব্যারানেস হেসে ওঠে।

—অসম্ভব। প্রথমটা একেবারেই অবাস্তব। বুড়ীর সঙ্গে রাজনীতি বা হিংসার কোন যোগ ছিল না। ও ম্যাক্স রাডারের গায়ে থুতুও ফেলবে না। পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতো সে। সে ছিল শিল্পী। তার সারাটা জীবন সুরের সাধনাতে কেটে গেছে। সে খুব সুন্দর পিয়ানো বাজাতো। এখন তার পঙ্গু জীবন কাটছে প্যারিসের হাসপাতালে। যখন আমি তার বন্ধুত্বে আসি তখন সে ছিল পঞ্চাশের প্রৌঢ়া।

নিক কার্টার ভাবল যে তার ধারণা তাহলে ঠিক। আজ সকালে হোটেলে নিদ্রিতা এলিসকে দেখে মনে হয়েছিল তরুণী। তারপর তার গালে জমে থাকা অভিজ্ঞতার রেখা বলে দিল যে সে বয়েসের ভারে নত। এবং অভিজ্ঞতা তাকে এলিস করেছে।

—কিন্তু রাডার কি এখানে আসবে না? হনডোর লোকেরা তার হারানো দাঁতের সন্ধানে উন্মাদ।

কিন্তু নিক কেন বোকার মত বকছে? রাডারের পক্ষে কি জানা সম্ভব যে হনডো তার দাঁতের ফাঁকে ফরাসী চাবির অংশটুকু লুকিয়ে রাখবে? মনে হয় না। ওরা কেউ কারোকে বিশ্বাস করে না। ছবিটা আবার ঝাপসা হয়ে গেল। এখনকার মত ব্যাপারটার ইতি।

—তোমার কথা নয় মেনেই নিলাম, যদিও সেটা অসম্ভব যে রাডার এখানে আসবে!

মেয়েটি বলে।

—এলেও বিশেষ লাভ হবে না তার। তাকে শিক্ষা দেবার

মত অস্ত্র আমার আছে। আমার মৃত্যুর আগে সে কিছুই পাবে না।

—ওহো, ও কথা বলবে না।

বাইরে বেশ অন্ধকার। মধ্য সেপ্টেম্বরের ঝিম ঠাণ্ডার মধ্যে তারা শুয়ে আছে আকাশের নীচে। কাঁচের ঘরে ঘুমন্ত পাখী তার সামনে টলটলে জলে মেঘের ছায়া। সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নপুরী। শুধু ঘ্রাণ নিলে পাওয়া যাবে দেহের সুবাস। রাতটা অনেকদিন ভুলবে না নিক।

—এবারে আমি তোমার সঙ্গে রাডারের সম্পর্কের বিষয় শুনতে চাই। বনে তুমি কি করতে ?

—তুমি আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলে কেন ?

—কেউ বিশ্বাস রাখে না। বলো তো কেন তুমিই হলে একমাত্র যে রাডারের নতুন মুখটাকে চেনো। প্লাসটিক সার্জারী পরে তাকে দেখতে কেমন হয়েছে সেটা তুমি জানলে কি করে ? সে যে অপারেশন করেছে সেটা কিভাবে জানলে।

—আমি গোড়া থেকেই শুরু করি। সংক্ষেপে বলবো। যখন আমার জন্ম হয়—

—তাড়াতাড়ি শেষ করবে।

—অবশ্যই। এক কথা শোনাতে আমার ব্যথাই লাগে।

নিশ্চুপ পরিবেশ। এলিস বলতে শুরু করে—আমার জীবন কাহিনীর কিছুটা শুনলে তুমি আমাকে ঠিক বুঝতেই পারবে। আমাকে আরো বেশী বিশ্বাস করবে।

আমি এখনই তোমাকে বিশ্বাস করি। যদিও আমি যথেষ্ট সাবধানী।

—ঠিক আছে। তবে শোনো। আমার বাবা ছিল পূর্ব প্রুশিয়ার লোক, প্রাফ ডন স্টাড। মা ছিল ইংরেজ রমনী। বাবা লণ্ডনের জার্মান দূতাবাসে চাকরী করতো। তখন তাদের দেখা হয়।

—এলিস ? ইংলিশ থেকে এসেছে ?

হ্যাঁ, আমার ঠাকুরমার নাম। ওরা আমার বাবাকে ফাঁসী দেয়। লকেটে সেই ছবিটা তুমি দেখেছো।

ওটা আমার সঙ্গে রাখতে বাধ্য করা হয়।

—নাজিরা এত নিষ্ঠুর ?

—হ্যাঁ নিকি। ওরা আমার সামনে বাবাকে হত্যা করে। আমি তখন দশ বছরের মেয়ে। মা তখনই মারা যায়। আমাকে কাকীমার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়,। কে নিয়ে গিয়েছিল জান ?

—ম্যাক্স রাডার।

—হ্যাঁ, ম্যাক্স ছিল হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। আমি মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার বাবার গলাতে ফাঁসীর দড়ি চেপে বসেছে, বাবা বাঁচবার চেষ্টা করছেন। নিকি ম্যাক্সকে আমি নিজের হাতে হত্যা করবো।

তার মাথায় নিক যেন একটু বেশী শৈত্য অনুভব করল। ঐ কমনীয় ত্বক এখন যেন ইস্পাত আর বরফের স্তর।

—আমি বলতে পারছি না। আমি দরকার হলেই হত্যা করি। যাও।

—পরের ঘটনগুলো আমি মনে আনতে লজ্জা পাই। যুদ্ধের শেষে আমি কাকিমার কাছে ছিলাম। আমার কৈশোরে কাকিমা মারা যায়। তখন থেকে আমার দায়িত্ব নিল আমেরিকান সৈন্যরা। তাদের কেউ কেউ বিশেষ সদয় হয়ে ওঠে। আমি সব বুঝতে পারলাম। বয়েসটা এক লাফে বেড়ে গেল।

—তোমার বাবা-মার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না ?

—না।

অন্ধকারে সিগারেটের আগুন দেখা গেল। নিক ভাবল ওটা যেন সোনার বাঘিনীর লালরক্তিব চোখ। যেটার জন্যে সে ছুটেছে। ম্যাক্স ছুটছে। ধূর্ত শৃগালরা ছুটেছে একটা বাঘিনীর পেছনে।

—তুমি কিভাবে বেঁচে রইলে ?

নিক উত্তরটা জানে, তবুও তার মুখ থেকে শুনতে চায়। সে এখনো একটা মিথ্যে আবিষ্কার করতে পারে নি। যদিও তার ইন্দ্রিয় সেই শিকারের অপেক্ষা করছে।

ব্যারোনেসের দেহের কাঁপুনী অনুভব করল নিক। তার গলায় ব্যথনার্ত স্বর, একটি যুবতী মেয়ে যেভাবে বেঁচে থাকে। সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে, এমনকি নিজেকেও।

হঠাৎ সে নিকের বুকের ওপর উঠে বসে, নিক, তুমি কি জানো যে শুধুমাত্র পেটের জন্যে কত পুরুষের বিনোদিনী হয়েছিলাম ?

সে কাঁদতে শুরু করল। নিক তাকে গভীর ভাবে চুমু দিল। নোনা অশ্রুর স্বাদ পেল।

কয়েক মুহূর্ত এলিস বলে, ব্যারোনেসকেও বেঁচে থাকতে হয়। এবং ম্যাক্সকে ভুলতে পারবো না।

—এলিস, যুদ্ধের পরের ঘটনা বলো। ম্যাক্সকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি ?

—সেটা আমি জানি না। হয়তো কারো মিথ্যে সাক্ষীতে ও বেঁচে যায়। আমি জারমান ইনটেলিজেনসে কাজ করার সময় ওর ওপর নজর রেখেছিলাম। ম্যাক্স হামবুর্গে থাকত। আমি হামবুর্গে যেতাম। ওর বাড়ীর ওপর নজর রাখতাম। আর ভাবতাম যে একদিন ওকে ফাঁসী দেবার মত অবস্থা আসবে।

—ওটা ভুল ধারনা। জানোয়ার বুঝতে পারে যে তার ওপর কারো চোখ আছে।

—জানতাম। আমার কাছে ওটা ছিল নিজস্ব ঘৃণার অসহায় বহিঃপ্রকাশ। ওকে আমি ঘৃণা করি।

—আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

—ধন্যবাদ। ছ'মাস আগে হাঠৎ দেখলাম হামবুর্গের বাড়ী বিক্রি করে দিল ম্যাক্স। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল ও।

—তাহলে ওর নতুন মুখকে তুমি চিনলে কি করে ?

ব্যারোনেস বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে।

ম্যাক্স হামবুর্গেই ছিল। কোথাও যায় নি শুধু মুখটা পাল্টে ফেলে।

চতুর।

—কারল বুডেনহাম হল তার নতুন নাম। সে বাড়ী থেকে বেরোতো না। হাই ব্লাড প্রেশার। গভীর রাতে একবার ভ্রমণে বের হতো। আমি ছায়ার মত অনুসরণ করতাম। একদিন হঠাৎ আমার মনে হল যে কারল হল ম্যাক্স। কারণ আমি তার স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম।

—তার মানে সারা পৃথিবীতে একমাত্র তুমি তাকে চিনতে পারবে ?

—হ্যাঁ, আমিই।

—রাডার সেটা জানে। সেটা মনে রেখো।

—আমি জানি।

এলিস গ্রাগ করল। নতুন উষ্ণতা সঞ্চারিত হল নিকের দেহে। তার নরম স্তন আবার নিকের বলিষ্ঠ বুকের সঙ্গে মিশে গেল।

—এখন আর নয়। তোমার ঘরে যাও। কাল সকালে দেখা হবে।

—কিন্তু ঐ মদ খাবে না ? দারুণ দামী মদ।

—তুমি একা খাও। দরজা বন্ধ থাকবে।

এলিস তার স্তন ঢাকল সোনালী বিকিনি দিয়ে। কালো প্যান্টি পরে নিল। নিকের সিগারেট লাইটারের আবছা আলোতে তার অঙ্গ প্রসাধন। বাঁকা দেহে ঝুলন্ত ভারী স্তন। দৃশ্যটা মোহময়ী। ঐ আবছা অন্ধকারে তাকে আবার তরুণী মনে হল।

ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিক প্রশ্ন করে, ম্যাক্সকে দেখলে চিনতে পারবে তো ?

—নিশ্চয়ই। যদি সে এখানে আসে।

নিক তাকে চুমু দিয়ে বলে, শুভ রাত। আমরা যেন তাকে দেখতে পাই। তুমি একলা নও।

মৃত জ্যোৎস্নাতে ভয়াল লড়াই

নটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছে ভিলা লিমবো। মাঝ রাতে অপেক্ষা করছে নিক কার্টার। এখন তার অনেক কাজ।

ফরাসী চাবিটার অংশ সে প্লাসটিক নলের মধ্যে পুরে নিল। এটা থাকবে সর্টের ওয়েষ্টব্যাণ্ডে। আর থাকবে প্রিয় সহচর হুগো। এলিসের লিলিপুট পিস্তলটাকে অকেজো করে দিল। কাঁচুনে গ্যাসের স্থইচ খুলে স্থটকেসকে করল নিরাপদ। ঘড়ির দিকে তাকাল। এবার যেতে হবে।

বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিল। ব্যালকনীতে এসে দাঁড়াল নিক ছশো গজ নীল জলের ওধারে ছড়ানো আলোরা বলছে যে ওখানে এখন মৈথুন কাল। পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক মালা যেন উৎসব রাতের শেষ চিহ্ন।

রাত দেড়টা বাজে। চাঁদ জ্বলছে একটুকু জ্যোৎস্না নিয়ে। হাতীর শুঁড়ের মত মেঘ ছড়ানো আছে কালো আকাশে। নিক অন্ধকারে চলা শ্বাপদ শয়তানের মত বাইরে এল। সব অন্ধকার, কিচেনে জ্বলছে মৃদু আলো।

এখন সবাই বিছানাতে। মাইগা ভাবছে তার উত্তপ্ত সান্নিধ্যের কথা। ওসমান হয়তো হারাম পৌরুষের জন্তে আক্ষেপ করছে। আর ব্যারোনেস? কে জানে তার মনে কি আছে।

নিক কার্টার সিঁড়িতে পা রেখে ডেকের দিকে হেঁটে গেল। চকচকে ডলারের মত চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে কালি কালি মেঘ।

ডকটা ফাঁকা। নিক জলে নামল। বাতাসের চেয়ে উষ্ণ ঐ জল। যোগ ব্যায়ামে নিক চার মিনিট নিঃশ্বাস চেপে থাকতে পারে।

ল্যাক ল্যামেনের তিরতিরে বাতাস আলোড়িত জলের দশ ফুট

নীচে সে আকাঙ্খিত বস্তু পেয়ে গেল। মূল ভূখণ্ড থেকে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ! তাকিয়ে আছে ভিলার দিকে!

আলোর মাধ্যমে খবর দেয়া নেয়ার নতুন পদ্ধতি। নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ। কান খোলা।

...নি-ক কা-র-টা-র কি ও-খা-নে?

হ্যাঁ, আমি এখানে। ফিস ফিস করে নিক বলে। তার সমস্ত সত্তা এখন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে রহস্যময়ী রমণীর মত দাঁড়িয়ে থাকা ভিলার দিকে। কে পাঠাবে উত্তর? হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ীর আঘাত।

সে নিজেকে ভাসিয়ে রাখল।

সংবাদ এল। সোজা সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় উত্তর—হ্যাঁ।

নিক উঠে এল। তার মন শুধু বলছে—ওরা জেনে গেছে। কোথায় আমি। অন্ততঃ একজন জেনে গেছে। নিক হুগোকে হাতে রাখল। এবার তাকে জেগে উঠতে হবে।

আলোর শিখা বলছে—ও,কে জা-ন-তে দি-ও না!

নিক থমকে গেল। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটির থেকে সে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে।

আলো বলে ওঠে—আ-দে-শে-র জ-ন্যে অ-পে-ক্ষা ক-রো।

—শো-না-গে-ছে এ-বং বো-ঝা গে-ছে ঝোপটা নড়ে ওঠে। নিক প্রচণ্ড ঘামছে।

কিছুক্ষণ আগে যে শরীরটাকে সে দিয়েছিল অজস্র চুম্বন আর আদর এখন সেখানে ছুরি বসাবে?

না আজ রাতে তাকে নারী হত্যা করতে হল না। সামনে দিয়ে হাঁটছে ওসমান! তার হাতে ধরা আলোক সঙ্কেত।

—ওসমান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মুহূর্তের মধ্যে আলোটা ওসমানের হাত থেকে পড়ে গেল।

জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে ত্রিফলা একটা ছুরি। এ যেন অন্য ওসমান!

—তুমি আমার পেছনে গুপ্তচর গিরি করছো মিস্টার কার্টার? আমি ভেবেছিলাম এতক্ষণ রমন লীলা করে তুমি ক্লান্ত। আমার ভুল হয়েছে।

হিজড়ের গলা যেন নিঝুম রাতে বেজে ওঠা বেহালা। মোটা লোকটা ছুরি হাতে তেড়ে এল। নিক পিছিয়ে গেল। সে মনে মনে ষড়যন্ত্র করে নিয়েছে। পেছু হটতে হটতে ওকে খাড়া তটভূমিতে নিয়ে যেতে হবে।

একজন এগিয়ে আসছে লাল ক্ষুধা নিয়ে। অন্যজন পেছনে হাঁটছে মেধা নিয়ে। অন্ধকার রাত এক বিচিত্র ছোরা যুদ্ধের নীরব সাক্ষী।

—ওসমান, আমাকে মেরে কোন লাভ নেই। রাডারও আমাকে মারতে চায় না। কেন না আমার কাছে একটা দারুণ দামী জিনিস আছে।

নিক চীৎকার করে বলে। ওসমানের কোন ভাবান্তর নেই।

—যদি তুমি আমাকে না হত্যা করো, তাহলে আমি তোমাকে শেষ করে দেবো

ওসমান তেড়ে আসে। নিকের হাতের এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায় তার ছুরি। নিককে সে হয়তো নিরস্ত্র করতে চাইছে। অথবা আহত।

—তোমার মত বীর্যহীন পুরুষদের মাথার ওপর কেউ থাকে। একজন মহিলা বা পুরুষ। কেননা নিজেকে চালাবার। মত সক্ষম পুরুষ তো তুমি নও। থুঁড় তোমাকে পুরুষ বলতে লজ্জা লাগছে।

ওসমানের নিহত যৌন ক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করামাত্র যে জেগে ওঠে। বুনো মোষের মত ছুটে আসে। তার হলুদ দাঁত দেখা গেল রক্ত লোলুপ।

—আমি তোমার পুরুসাঙ্গ কেটে দেবো। তুমিও আমার মত হিজড়ে হবে। তখন আর ব্যারোনেস তোমার মৈথুন চাইবে না।

হোঁ হো করে হাসছে ওসমান। তার মেদবহুল দেহটা লাফিয়ে ওঠে।

—কেন ওসমান তোমার হিংসে হচ্ছে?

ভিলার দিকে ছুটতে ছুটতে নিক বলে।

—তুমি যদি সক্ষম পুরুষ হও তো আমার মোকাবিলা করো।

—পুরুষ পুরুষের চ্যালেঞ্জ মানে তোমার মত হিজড়ে নয়।

নিক ওসমানকে রাগাতে চাইছে। তার পরিকল্পনা সফলতার দিকে। ওসমান রোগাক্রান্ত উটের মত বেঁকে গেল। মুখে তার অবোধ্য গালাগাল।

নিক দ্রুত তার ছুরি বসাল মেদভরা দেহে। একবার দু'বার, অনেকবার সে ওসমানকে হত্যা করতে চায় না। তার মুখ থেকে অনেক কথা জানতে হবে।

যদিও তার ছুরি দিয়ে চারশো পাউণ্ডের লাশকে হত্যা করা সম্ভব নয়। বাকি দুটি অস্ত্র পড়ে তার বেডরুমে।

ওসমানের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সে দু হাতে রক্ত মেখে বলে—এবার তুমি কোথায় পালাবে বন্ধু? তোমার কি ওড়বার ডানা আছে?

নিক ভয় পাবার ভঙ্গী করল। ওসমান যে রাডারের চর সেটা সঠিক ভাবে জানতে হবে।

—আ—আমাকে বাঁচতে দাও।

নিক যেন গোঙানি করছে।

—তোমাকে হত্যা করার জন্যে অনুমতি পাইনি।

—আমাকে সজাগ করার অনুমতিও পাওনি তুমি। যদি আমি ধরা দিই তুমি আমাকে মারবে না তো? আমাকে সোজা ম্যাজের কাছে নিয়ে যাবে?

মোটা ওসমান ঢোঁপটা গিলে বলল, আমি সেটা করতে পারি না। রাডার নিজেই তোমাকে দেখতে আসবে।

তারপর সে যেন বুঝতে পারে নিকের চাতুরী। জামাতে রক্ত মুছে বলে, তোমাকে আমি হত্যা করবো।

রাডারকে মিথ্যে বলতে হবে। কিন্তু আল্লা জানেন যে আমার তাও অর্থ নেই।

ওরা উঁচু টিলাতে পৌঁছে গেছে। নীচে কি আছে? ডোবা পাহাড়? না গভীর জলরাশি?

যাই হোক ভিলা লিমবোকে এখুনি বিদায় জানাতে হবে

ওসমান পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। নিক এখন চরমতম শীর্ষে চাঁদের জোৎস্নাতে চিক চিক করছে নীল জল। আর দেরীর করলে মারাত্মক ফল ফলবে।

নিকের ছুরি ঝিকিয়ে ওঠে। ওসমানের পেটে আঘাতের পর আঘাত।

—হায় তুমি ভেবেছো আমাকে পিন ফুটিয়ে মেরে ফেলবে?

ওসমানের পেটে বসালে ছুরি। সে উন্মাদের মত ছোরা চালাচ্ছে। পেছনে গভীর জল, সামনে ক্ষ্যাপা শুয়োর।

নিক এই মুহূর্তে সত্যিকারের বিপদে পড়েছে।

নিক শূন্যে লাফ দিল। তার শক্ত হাত চেপে ধরেছে ওসমানের কবজী। যে করে হোক তাকে নিরস্ত্র করতেই হবে।

বুনো ভালুকের মত রাগে কাঁপছে ওসমান। নিক অসামান্য দক্ষতায় তার হাত থেকে ছোরাটা ছিনিয়ে নিয়েছে।

নিক তার ছুরিটার সন্ধান পেল। মাংসের মধ্যে গভীর ভাবে বসে গেছে! রক্ত পিছল। সে বার বার ছুরি চালাল। ঝরনার মত ছুটে আসছে রক্তধারা। তবুও মরছে না। এ বুঝি সূঁচ দিয়ে তিমি শিকার।

ওসমান হঠাৎ তার রক্ত-ভেজা হাত দিয়ে নিকের মুখ চেপে ধরল। ফ্যাকাশে চন্দ্রালোকে দৃশ্যমান তার ভয়ঙ্কর চোখের চাউনি।

—আমি হয়তো মরে যাবো। কিন্তু তোকেও সঙ্গে নোবো। ওসমান একা মরবে না।

কে জানতো যে মোটা হিজড়ে এত শক্তি ধরে? নিকের ঠোঁটে যেন লৌল—চাকতির চাপ। নিক তার ছুরিটা ক্ষিপ্ত করল হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি। মোচড় দিতে লাগল প্রবলভাবে। দৈত্যটা ঝিমিয়ে পড়েছে। তার চীৎকার এখন ক্ষীণ আর্তনাদ।

তবুও বুলডগের মত কামড়ে আছে নিকের গলা।

তার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করেও নিক নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হল। চাঁদটা মাথার ওপরে রুপোলী চাঁদের হয়ে হাসছে। নিক অনুভব করল যে তার পায়ের জোর কমে আসছে। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে মহাশূন্যের অসীম অন্ধকার···

নিকের যন্ত্রনা যেন নবজাতকের ক্রন্দন। জীবন বুঝি শেষ হয়েছে তার। ওরা ছ'জনেই এবার জলের মধ্যে।

এবার জলতরঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। ডুবতে ডুবতে নিকের মনে হল যে এখনো সে বেঁচে আছে।

জীবনের মধুরতম বাতাসে শ্বাস নিল। ফাঁসীর হুকুম পাওয়া আসামী যদি প্রাণভিক্ষা পায়? সেই রকম মনোভাব হল তার।

ওসমান কি তলিয়ে গেছে? তবুও নিক মেনে নিল শয়তানটা ছিল সাংঘাতিক।

চাঁদের নিলাজ আলোতে দেখতে পেল ওসমানের ডুবন্ত দেহ। যাক্ হুগো তাহলে মৃত্যু প্রহর গুনতে ভুল করেনি।

বিরাট এক বীভৎস জলজ জানোয়ারের মত ভাসছে ওসমানের বিশাল দেহটা।

নিকের স্বাভাবিক চেতনা ফেরে। ওসমানের দেহটাকে সে

পুলিশের চোখে পড়তে দেবে না। সে হুগোটাকে তুলে নিল জলে ধুয়ে রেখেদিল পকেটে। কিন্তু দেহটার কি হবে?

বোট হাউসের কথা মনে হল তার। পরিত্যক্ত ঐ বোট হাউসে এখন ওসমানকে লুকিয়ে রাখতে হবে: তার দেহটাকে ধরে সাঁতরাতে থাকল নিক। কি হাল্কা দেহ। যেন বাতাসে ভরপুর।

রুপোলী চিকন আর বিষন্ন ছায়ার দোলায় নিক বোট হাউসে পৌঁছে গেল। ভাঙাচোরা ধ্বংসের ঐ স্তূপের মধ্যে ধুলোবালির অরণ্যে ওসমানকে শুইয়ে দিল নিক।

নিক চমকে গেল। শয়ে শয়ে ক্ষুধার্ত্ত ইঁদুরের দল বেরিয়ে আসছে তাদের বুভুক্ষা নিয়ে। তাদের ক্ষুদ্র চোখে গভীর আনন্দ।

সাহসী বেজন্মা! নিক ভাবল। তাহলে ওসমানকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। ভাঙা এই বোটহাউসে আগামী কয়েক সপ্তাহে কেউ ঢুকবে বলে মনে হয় না।

নিক সাঁতরে ডকে ফিরে গেল। এবার নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে: বেডরুমের দিকে আসতে আসতে নিজের সুঠাম দেহটার প্রশংসা করল সে।

কিচেনের নিঃসঙ্গ আলো জ্বলছে। এক' ঘড়িতে সময় দেখে নিল য ঘড়ি জল অথবা রক্তে নষ্ট হয় না। এখনো কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। সবে রাত গভীর হয়েছে।

কাল সকালটা উদ্বেগ দেবে।

তার আগে ব্যারোনেসকে একবার দেখা দরকার। সেও কি ওসমানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?

নিক পেছনের ব্যালকনীতে দাঁড়াল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কাঁচের সাসিতে চোখ মেলে দেখতে পেল সাদা ডিভানে হলুদ চুলের সজ্জা। যাক তাহলে ঘুমিয়ে আছে ব্যারোনেস।

সামনের দরজাতে এল নিক। তার বেঁধে দেওয়া সরু সুতোটা ঠিক আছে। তার মানে এবার সে ঘুমোতে পারে।

বেডরুমে ঢুকতেই কিসের যেন গন্ধ পেল নিক। মেয়েলী দেহের সুবাস। সে জানে তার বিছানাতে এক বুক কামনা নিয়ে অপেক্ষা করছে মাইগা।

—মাইগা? এতো রাতে তুমি জেগে আছো?

অন্ধকারে হেসে উঠল মাইগা।

—বোকার মত কথা বলছো কেন নিক? তুমি কি জানো না যে কেন আমি তোমার বিছানাতে বসে আছি। এসো, তাড়াতাড়ি আমাকে মুক্তি দাও।

—উঁহু, আমি খুব ক্লান্ত। আমাকে ঘুমোতে দাও প্লীজ, মাইগা তোমার ঘরে যাও। তুমি তো ভালো মেয়ে।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মাইগা, বলে আমি মোটেই ভালো মেয়ে নই। আমি তোমাকে চাই, তোমার শরীর। হতভাগিনী মাইগাকে তুমি দেবে আদর। আমি কাউকে বলবো না। যদি আমার ডাকে না আসো তাহলে আমি ভীষণ জোরে চীৎকার করবো। ব্যারোনেস ছুটে এলে আমি বলবো যে তুমি আমা[illegible] করছো।

নিক অধৈর্য হয়ে ওঠে। শরীর সর্বস্ব মেয়েরা এত ভোঁতা হয়! কিন্তু তার পরের কথাগুলো এত মারাত্মক কেন?

—যদি তুমি আমাকে সঙ্গ না দাও। তাহলে আমি পুলিশকে জানাবো যে তুমি ওসমানকে হত্যা করেছো।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি দেখেছি। চাঁদের আলোতে তোমরা ছুরি হাতে লড়ছিলে। তুমি দারুণ লড়েছো। কিন্তু মোটাকে মারলে কেন?—

কি করে জানলে যে ও মরে গেছে?

—তোমরা দু'জনে টিলা থেকে লাফিয়ে পড়লে। তারপর ফিরল

একজন। তার মানে অন্যজন ফিরবে না। এখন এসো, এই রাত কি চিরদিন থাকবে?

—তুমি ব্লাকমেল করছো।

নিক নিজেকে বিছানাতে ফেলে দিল।

—ওহো প্রিয়তম আমাকে আনন্দ দাও। আমিও তোমাকে সুখ দেবো। দেখো, হাত দিয়ে ধরো, আমার আরো কাছে এসো।

তার হাত, তার বুক, তার নাভি-সব মিশে গেছে নিকের দেহের সঙ্গে। কোথাও ফাঁক নেই।

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কি রহস্যময় জীবন। একটু আগে সে ছিল মৃত্যুর কবলে। এখন জান্তব ক্ষুধায় কাতর। কাল সকালে নতুন সমস্যা শুরু হবে।

তার আগে? অন্ধকারে তার মনে পড়ল কনফুসিয়াসের কথা· ধর্ষন অনিবার্য সেটা করতেই হবে।

হত্যার অধিকার

জেগে উঠে নিক দেখল যে সে একা। মাইগা কথা রেখেছে। সাতটা বেজে গেছে। বাতাসে বইছে কফির সুবাস। কিন্তু এবার ছুটতে হবে।

কিন্তু বিপদের মধ্যে ছুটতে হবে, বিপদ থেকে দূরে নয়।

প্রাতরাশের টেবিলে ব্যারোনেসকে দেখা গেল। ধূসর ম্যাকস আর সবুজ সোয়েটার। তার ঘন জেলীর মত চুল ছড়ানো। হাল্কা প্রসাধনে মোহময়ী।

নিক তার চোখকে উপেক্ষা করতে পারল না। আর মাইগা? রাতের কৃতজ্ঞতা ফেরাতে চাইছে উপচে পড়া কফির কাপে।

আর একটি সূর্য-আলোকিত দিন। প্রথম শরতের ঘন নীল-সোনা সবুজের সমাবেশ। দুটি একটি পাতা ঝরছে।

—আমরা মাছ ধরতে যাবো। তুমি আর আমি। আর ফিরবো না সব কিছু গুছিয়ে নাও। মনে রেখো শহর থেকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ব্যারোনেস অবাক হয়ে যায়।

—কিন্তু নিকি, আমি বুঝতে পারছি না—

তাতে কিছু যায় আসে না। আমিও এটাকে নিরাপদ ভেবেছিলাম। নিক এরপর চরম সত্যটা ঈশ্বরের মত উদাসীনতায় উচ্চারন করে—

—ওসমান ছিল রাডারের চর। আমি গত রাতে তাকে সঙ্কেত পাঠাতে দেখেছিলাম। তাকে আমি হত্যা করেছি।

ব্যারোনেস হয় ভীষণ চমকে গেছে অথবা সে বিশ্বের নিপুণতমা অভিনেত্রী কোনটা ঠিক বলা যাচ্ছে না।

এলিস চমকে গেছে, অভ্যাসমত হাত রাখল তার স্তনে। অস্ফুটে বলল—তু-তুমি ওসমানকে মেরে ফেলেছো?

—ও আমাকে মেরে ফেলতো। ও ছিল রাডারের স্পাই।

মাকড়সা যেন পতঙ্গকে বলছে—আমার জালে প্রবেশ করো। নিক তাকাল, ব্যারোনেসের অবাক হওয়াটা স্বাভাবিক।

—আমি বুঝতে পারছি না। ওসমান অনেক দিন এখানে ছিল।

—হতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক তার সঙ্গে ম্যাক্সের যোগাযোগ হয়েছিল। যাক, এখন তৈরী হও। পনেরো মিনিট সময় দিলাম।

—আমার ছুরি আর পিস্তল ফেরৎ দেবে কি?

—ওহো, আমি কাছে থাকতে ভয় কেন? ওরা ঠিক আছে। চলো তোমাকে দেখাবো।

বেডরুমে ঢুকে নিক সুটকেস খুলে ছুরি আর পিস্তল বের করল।

এলিসের এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে ছুরি, সে নিকের শরীরের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিল।

তুমি রাতের কথা ভুলে গেছো? নিকি আমার সব মনে আছে।

নিকি তাকে চুমু দিল।

—আমি কিছুই ভুলিনি। মনে রেখো, কাল রাতে আমি হত্যা করেছি। এখন কাজ, ওসব করার সময় তো আসবে।

ঠোঁটে হাত রেখে ব্যারোনেস বলে শপথ নিওনা। আমি শপথকে ঘেন্না করি। ওরা শুধু ভাঙতেই।

নিক ডকে দাঁড়াল। তার থেকে ওদের ওপর কড়া নজর আছে। ব্যারোনেস এল। ওরা স্টীমারে উঠে বসে। স্টীমার চলতে শুরু করল।

—রাডারকে বোকা বানাতে পারবো তো?

কিছুদূর দিয়ে ভাসছে সাদা লঞ্চ। প্রাইভেট বোটও চলেছে। পরিচ্ছন্ন প্রভাতে নীল জলে সারবন্দী জলযানের খেলা। ওর মধ্যে কোনটাতে আছে সন্দেহ সঙ্কুল মানুষ, কে তার খবর রাখে।

কুয়াশা! স্যাঁত স্যাঁতে ঘন কুয়শা। লেকের ওপর ওড়নার মত নেমে আসছে। হঠাৎ যেন ঢেকে দিল দৃপ্ত সূর্যটাকে। বাতাস বইতে শুরু করেছে। হ্রদের জল ছিল নিস্তরঙ্গ নীল এখন তাতে লেগেছে সাদা দাঁতের সারি।

—মেলোন!

দাঁতে দাঁত চেপে এলিস বলে।

—দারুন সাংঘাতিক ঝড়। নিকি আমরা বিপদে পড়বো।

—বুঝতে পারছি।

গতি বাড়িয়ে নিক বলে। আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিতে থর থর কাঁপছে প্রকৃতি।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটল অঘটন। বাতাসের দোলাতে উল্টে গেল জলযান। ওরা তলিয়ে গেল অথৈ জলে। যদিও গ্লাডস্টোনের

ভারী স্যুটকেস হাতছাড়া করেনি নিক। পাশ দিয়ে স্টীমার তুলে নিল তাদের। এক যুবক আর তার তরুনী বান্ধবী।

আমি কথা বলবো। তুমি কেবিনে যাও।

নিক এলিসকে বলল। এলিস কেবিনে চলে গেল। নিক মিথ্যে করে জানাল যে সে আর একজনের স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছে। তার স্বামীটা শয়তান, অকথ্য অত্যাচার করে। জেনেভার তীর অবধি তাকে পৌছে দিতে হবে। ফ্রাঁর চকচকে মুদ্রা তার কথার সত্যতা প্রমান করল।

নিক কেবিনে ঢুকলো। ব্যারোনেস সিগারেট টানছে। তাকে প্রচণ্ডভাবে চুমু দিল ওপরের ঠোঁটে।

—ম্যাক্স রাডার কি এবার দেখা করবে?

—নিকি, তুমি কি এখনও তাকে চাইছো?

—না, রাডার কোন কিছুর অপেক্ষা করছে। সে ওসমানকে বলেছিল যেন আমাকে সজাগ না করে।

ঘটনার দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না ম্যাক্স। সে সময় চাইছে তাদের সংবদ্ধ করতে।

—হবেও বা।

নিক হিস হিসে জলের শব্দ পেল।

হাঙর জাতীয় কোন প্রাণী জলে খেলা করছে।

—আমি খুব শান্ত হয়ে আছি।

—কি ব্যাপরে শান্ত?

—সব ব্যাপারে ডার্লিং। সোনালী বাঘিনী, নকল দাঁত, ওসমানকে হত্যা করা। আমি কৌতুহল নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। আমি কি শুধুই ক্ষণকালের এজেন্ট? আমাকে কিছু বলবে না? প্লীজ, নিক। কিছুটা তো বলার আছে। আমাকে কিছু বলো।

নিক ভেবে দেখল। হক তাকে বলেছে বেশী কিছু না বলতে। নিকান টাইগারের কুল বন্ধ রাখতে হবে। তবুও সে সব জানাল।

কেননা এমন মেয়ের চোখের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে যা কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। শপথ ভাঙে, প্রতিশ্রুতির কোন দাম থাকে না।

তাই নিক কার্টার অপারেশনের বিশস্ত নায়ক হয়েও বলে দিল।

জাপানীরা আন্দামানের দুর্গম অরণ্য থেকে রুবী চোখের সোনালী চোখের সোনালী বাঘিনী চুরি করে আনে। ওটা বসানো ছিল হিন্দু মন্দিরে। কর্ণেল হনডো ছিল প্রধান চোর। দূর প্রাচ্যে কর্ণেল পৌঁছনো মাত্র লিরজেনের বন্ধুত্ব বার্তা নিয়ে ছুটে যায় কর্ণেল ম্যাক্স রাডার ওরা বলে জাপানের সঙ্গে জারমানের বন্ধুত্ব করতে হবে।

তাছাড়া ইন্দোনেশিয়া থেকে পাওয়া গেছে বলে জারমান সরকার ওটার ওপরে দখল চাইছে। জাপানী রাজনীতিবিদেরা চাইল যে সোনার বাঘিনী লিয়াকতকে উপহার দেবে।

কিন্তু জারমান সরকার চাইছে ওটাকে নিজের করে রাখতে। তাই তারা নিযুক্ত করেছে নিক কাটারকে। জারমান ইনটেলিজেনস্ লেগে রইল সোনালী বাঘিনীর সন্ধানে।

রাডার আর হনডো জেনেভাতে সুইস ব্যাঙ্কের ভল্টে ভরে দিল বাঘিনীটাকে। কিন্তু তাদের নম্বর কেউ জানে না।

জেনেভাতে জমে উঠল রোমাঞ্চকর নাটক—তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা করে।

রাডার জানতো যে সেটাই ছিল শেষ সুযোগ। ওরা গোয়েরিংকে নকল চাবি দিল। আসলটা রাখল নিজেদের কাছে। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধ থেমে গেলে দুজনে মিলে জেনেভার ব্যাঙ্কের লকার খুলে গোয়ারিং-এর পুরোনো সম্পত্তি ভাগ করে নেবে। হনডোর যুদ্ধের নানা অপরাধে দণ্ড দেওয়া হল।

রাডার তো ছাড়াই ছিল। ওকে বাদ দাও।

—কিন্তু হনডো আড়ালে ছিল। রাডার একা কি করতে পারবে না। সে কুড়ি বছর অপেক্ষা করল। ছাড়া পেয়ে সে যোগাযোগ

করে। টোকিও থেকে সঙ্কেত এল। এক্স ছাড়াও অন্য স্পাই দল সোনার বাঘিনীকে দখল করতে চাইল।

নিক সিগারেটের টুকরোটা আসট্রেতে ফেলে দিল। ঝড়ের শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। আর আছে ছোট নৌকোর বাঁচার লড়াই।

এলিস তার দেহটাকে বেঁকিয়ে নিকের সামনে এনে চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি ম্যাক্স রাডারকে মেরে ফেলতে চাইছো? তোমার সরকার সোনার বাঘিনীর মালিক হতে চাইছে। তাই তুমি আমার কোন প্রশ্ন শুনতে চাও না। তাই না?

আমি তোমাকে আর কিছু বলবো না। নিক বলে—তোমার জার্মান সরকার গায়েরিং-এর চোরাই অর্থের দখল নিতে চাইছে। ইন্দোনেশিয়া চাইছে তার বাঘ তার বনে ফিরে যাক। আমরা সেটা তাদের তুলে দেব। দূর প্রাচ্যে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবো। তাছাড়া রাডার আর হুনডো হল যুদ্ধ অপরাধী। তাদের যা ঘটুক না কেন কিছু আসে না।

—তুমি হবে ঘাতক?

এলিসের চোখ আরোও বড়। তার দীর্ঘ সুন্দর দেহ ব্যাঙ্কের দিকে মোচড়ালো। নিক জানে, অনেক মেয়ে হিংসার কথা শুনে ভয় পায়।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিক বলে, আমি কাউকে অকারণে মারি না। আমি এক্স এজেন্ট যদিও যে কোন মানুষকে প্রাণদণ্ড দেবার অধিকার আমার আছে।

সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিকের দিকে। তারপর খুব নরম সুরে বলল, নিকি কাছে এসো।

বিকেলের দিকে সেলবোট জেনেভাতে পৌঁছল। ঝড় তখন থেমে এসেছে। আগমনের মতই চকিত তার বিদায় নেওয়া। কুয়্য—ভু—মঁা—ব্লার পাশে ছুশো ফুট উঁচু ঝরণার জল আছড়ে পড়েছে সাগরে। সূর্য চিক চিক করে তরঙ্গে তরঙ্গে।

হাতে ধরা স্যুটকেস, নিক দ্রুত হাঁটছে। এবার তাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে। ব্যারোনেস যখন নিজেই এক বাঘিনী তখন থেকে মনে মনে পরিকল্পনাটা ভেবে নিয়েছে। রু গাসটনের কাছে এসে এলিসের দিকে তাকিয়ে ভাবল মাংসের এক গরবিনী বাঘিনী। তাকে সিভিক গার্ডেনসে বসিয়ে রেখে বলল, তুমি এখানে থাকো। যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছো। যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে তোমার উরুতে বেঁধে রাখা বন্ধুকে স্মরণ কোরো।

—নিকি, যত তাড়াতাড়ি পারবে চলে আসবে।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবো। আর এই দানা রইল। পায়রাদের খাওয়াও। সময় কেটে যাবে।

এলিসকে ওখানে বসিয়ে রেখে নিক একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে প্রবেশ করল। ওখান থেকে আঁকাবাঁকা লনে সে পৌঁছল ডিপোতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হকের সঙ্গে কথা শুরু হল তার হককে পুরো ঘটনাটা বলে গেল।

কূটস্থ গোপালের মত তোমার যাওয়া আসা। আমরা কিন্তু অনেক দিন আগেই ঘরে গেছি।

হকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

—স্যার, ম্যাক্স রাডার আর বেশী দূরে নেই। তবে তার আগে আমি প্যারিসে গিয়ে মনটেসার সঙ্গে দেখা করবো। সে নামকরা কনসর্ট পিয়ানো বাজায়।

—এলিসকে কোথায় রেখে এলে ?

—সে আছে সিভিক গার্ডেনসে। তাকে অনুসরণ করে ম্যাক্স রাডারের দল এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।

—কাজটা ভালো হয় নি নিক। আমার অনুমতি না নিয়ে ওকে বিপদের মুখে দিয়ে এলে ?

সময় ছিল না। মনে হয় রাডার মেয়েটিকে আঘাত করবে না।

হক চুপ করে থাকে, থেমে থেমে বলে, মনে রেখো এলিসই হল একমাত্র মেয়ে যে আসল রাডারকে চেনে। তুমি কি মনে করো যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে ?

নিক স্তব্ধ হয়ে থাকে। ব্যারোনেসকে সে নিজে মৃত্যুর গহ্বরে তুলে দিয়েছে ?

—না স্যার, আমি তাকে বাঁচিয়ে আনবোই।

—তোমার কথাটা বাচ্চা ছেলের মত শোনাচ্ছে।

—না, আমার মনে হয় ফরাসী চাবির বাকী অংশটুকু না পাওয়া অবধি রাডার এলিসকে হত্যা করবে না। আবার সুইস ব্যাঙ্ক বেশীদিন ডিপোজিট রাখে না। তার মানে রাডারের খেলা শেষ করতেই হবে। তখন আমি রক্তাক্ত সোনার বাঘিনীকে হাতে তুলে নেবো।

—তোমার কথার মধ্যে যুক্তির ছোঁয়া আছে। তবে মনে রেখো যে আমাদের সরকার সবার আগে সোনালী বাঘিনী দেখতে চায়। এ ব্যাপারে তাদের দাবী মানতেই হবে।

—বুঝেছি। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

নিক থেমে গেল।

হকের গলাতে শীতলতার ছোঁয়া। নিক, পৃথিবীতে মাত্র তিন জন জানে যে কেন আমরা ঐ বাঘিনীটাকে চাইছি। এই তিন জনের মধ্যে আমি একজন, বাকীরা হল প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী। আর কিছু প্রয়োজন ?

—একটা মোটর।

—নিয়ে যাও। গুড লাক।

—স্যার?

সাবধানে থেকো।

—থাকবো। গুড বাই।

এক্সলেয়ার হোটেল চত্বর থেকে নিক জাগুয়ার বাইক পেয়ে গেল। 'এক্স' তার নিজস্ব গাড়ী তৈরীর মধ্যেও কারীগরী বুদ্ধি লুকিয়ে রাখে। তার বুলেটপ্রুফ টায়ার অথবা রাডার রেডিও আদান-প্রদান পদ্ধতি চলবে এজেন্টদের জন্যে।

নিক সিভিক গার্ডেনের দিকে ছুটল। যদিও তার মন বলছে ব্যারোনেস তার প্রতীক্ষাতে নেই। রাডারের খপ্পরে পড়তে পারে। হঠাৎ ওঠা প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে রাডারের বিশেষ ক্ষতি না হবারই কথা। সে নিশ্চই সব বন্দরে লোক মোতায়েন করেছিল।

নিক গার্ডেনে পৌঁছে চারিদিকে দেখল। ব্যারোনেস নেই। ভালো। ওরা নির্ভাবনায় তাকে নিয়ে গেছে। কাজটা এতই নিখুঁত যে এলিস বাধা দেবার সুযোগটুকু পায়নি। তার ছোট্ট অস্ত্র নীরবই থাকল। তার মানে এবার নিক আর রাডার মুখোমুখি।

নিক ঝোপের ধারে অস্থিরভাবে পায়চারি করল। তখন তার অজানা ইন্দ্রিয় ঘোষণা করল যে তাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। এই মনোভাবে অশান্তি বেড়েই গেল।

দশ মিনিট অপেক্ষা করবার পর নিক চিন্তামগ্ন পথিকের মত বাইরে এল। পনের মিনিট ধরে তাকে দেখা গেল এক্সলেয়ার হোটেলে।

পুরোনো খাঁচার মত এলিভেটার তাকে স্যুইটে ঠেলে দিল করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে তার অনুসরণকারীকে দেখতে পেল। মাথায় সেই বিরাট টুপী। তখনই একটা শীতল রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

রেজিসটারে যে বড় বড় করে নিজের নাম লিখেছে—নিকোলাস কার্টার।

অর্থাৎ অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হল। যোগ ব্যায়ামটা শেষ করতেই ফোনের ঝনাৎকার।

— বলুন

—মিস্টার কারটার মণ্ডিত এবং আদেশ সম্পন্ন শক্তরাজী!

সিগারেট থেকে ছাই ঝেড়ে নিক লহমাতে নিজের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বলে—হ্যাঁ, নিকোলাস কারটার। আপনি কি জেনারেল রাডার?

কিছুটা নিস্তব্ধতা। তারপরে শোনা গেল, আমি জেনারেল কারটার। আপনি কি আমার পুরোনো উপাধিটা মনে রেখেছেন?

—আপনার ওপরে আমার একটা ফাইল আছে।

—আমি সেটা জানি তবে শত্রুতার বিনিময় করতে আমি ফোন করছি না;

—আপনার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি?

আমার হাতের মুঠোয় মেয়েটা আছে। ব্যারোনেস এলিস। আশা করি আপনি অনুমান করেছেন?

—হ্যাঁ, জানতাম। ওকে নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই আমার. তবে ওকে আহত করবেন না। আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করবো।

রাডার কর্কশভাবে হেসে ওঠে—আমি আপনার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম তার পুরোটাই বানানো উপকথা। এখন দেখছি তার কিছুটা সত্যি। যাক, শুনে রাখুন ব্যারোনেসের ভবিষ্যৎ আমার হাতে।

—কিন্তু তাকে আহত না করেও আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারি।

—তাহলে আপনি মেয়েটির বিনিময়ে আমাকে কি দেবেন?

গিয়েছিলাম। এত আবেদন থাকতে পারে কোন বিদেশী মেয়ের দেহে ? অথচ সে শ্বেতাঙ্গিনী সোনালী চুলের গরবিনী। সে হল জার্মানী দেশের কন্যা।

হক না হলেও এলিসকে বশ করতাম আমি। নিক কার্টার কিল মাস্টার মেয়েকে মনে করে শরীরের দাস।

তবুও কখনো কখনো তাকে অন্য কিছু ভাবতে হয়।

কিন্তু কোথায় গেল সে ? সিস্তিক গার্ডেনে তাকে রেখে এসেছিলাম। ও কি সত্যি বিপদে পড়েছে ?

ব্যারোনেস এলিসের মত মেয়ে কি বিপদে পড়তে পারে ?

তাহলে ? তার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কারন কি ? সে কি ম্যাক্স রাভারের হাতে পড়েছে ? না, অন্য কোথাও আছে ? রাভার মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ?

উত্তরটা কখন জানা যাবে ?

এলিসের ভাবনা থাক, এখন অপারেশন নিয়ে একটু ভাবি। পরে এতদ্রুত সব ঘটনা ঘটবে যে কিছু ভাবনার অবকাশ পাবো না।

হকের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে স্কোয়াডের শিক্ষন। কিছু চলছে ধারাবাহিক ভাবে। কোথায় কোন ত্রুটি ছিল না। সবাই মিলে আমাকে গড়ে তুলেছিল ভয়ংকর এক অভিযানের নায়ক করে।

আমিও মেতে গেলাম। সুইস ব্যাঙ্কের গোপন ভল্টে কয়াস চাবির মধ্যে বন্দিনী বাঘিনীকে উদ্ধার করতেই হবে। আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বীভৎস শয়তান ম্যাক্স রাভার আর সিকোতু হনডো।

ওদের নির্ভাবনায় পড়তে দিলাম। ওরা কি কোনদিন লকার থেকে উদ্ধার করতে পারবে বাঘিনীকে ? অবিশ্বাস আর হিংসা নিয়ে ওরা জিততে পারবে ?

অবশেষে মাঠে নামবে নিক কার্টার। কিন্তু এদিন যে সব গোলমাল করে দিল। অনেক প্রতিক্ষার পরে ম্যাম্ রাজাকে মুখোমুখি হলাম আমি।

জিনা লিমবোতে তাকে মোকাবিলা করতে হবে। তার আগে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। এক্সেলসিয়র হোটেল থেকে ফিরতে হবে।

সময় ফুরিয়ে আসছে, কারণ এবার যবনিকা উঠবে। বাঘিনীর ঘুম ভেঙেছে, শিকার—কুকর্মে সে হয়েছে আদিম।

নেকটে আমি বহন করি একরাশ ঘৃণা। কারণ ঐ ছবিটা আমাকে ভীষণ শপথের কথা মনে করায়। অনেক বছর ধরে যে দারুণ প্রতিশোধটাকে আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। আমার ঘুমের মধ্যে আমি হঠাৎ জেগে উঠি। একলা হাতে চিবুক ঢাকি।

আমার বাবাকে ওরা হত্যা করেছে। নির্মম নৃশংস হত্যা। তার প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।

কিন্তু কেমন করে? একা মেয়ে হয়ে আমি কি করে শাস্তি দেবো?

জার্মান ইনটেলিজেন্সে তাই আমার আগমন। গুপ্তচরের সব কিছু আমি শিখে নিয়েছি। স্পাই হবার বাসনা আমার নেই, তবু কেন যে হতে চলেছি চতুর স্পাই।

নৌকাতে নিক কার্টারকে দেখতে পেলাম। গভীর পৌরুষ মণ্ডিত দৃপ্ত চেহারা। এমন লোকের কাছে আত্মনিবেদনে আনন্দ আছে। আমি কি তাকে ভালোবাসতে পারবো?

জিনা লিমবোতে ঐ মায়াবী রাত আর কখনো কি ফিরে আসবে আমার জীবনে?

অথচ আগে জানতাম না। হক যখন আমাকে নিকের নাম বলে, তখন ভেবেছিলাম যে সে হল সাধারন লোক। তাকে দেখা না অবধি জানতামই না। তারপরে তাকে প্রথম দেখলাম, নৌকাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

হোটেল লাম থেকে ডিঙা নিলবো। তারপরে কি যেন ঘটে গেল। ঐ সমুদ্র-ঝড় আর তীরে পৌঁছোনো। আমাকে একা ভাসিয়ে রেখে সে চলে গেল।

তাকে বলছিল সব কথা। ছোট্ট বেলা থেকে ব্যারোনেস এলিস একলা। বাবা-মা কেউ ছিল না তার, ছিল রাশি রাশি কামনা। খুব ছোট থেকে অনেক বড় হয়ে গেলাম আমি। সোনাঝরা স্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গেল। বিবর্ণ একটা বাস্তবতা মাথা তুলে দাঁড়াল।

আমি হারিয়ে গেলাম। জীবনে আমি পরাজিত হলাম। তারপর থেকে শুধু পরাজয়ের কাহিনী।

তার মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এল নিক। আমি জিততে চাইলাম।

জয় শব্দটাকে এখন আর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরতে পারছি না।

বানরের নির্মম প্রতিশোধ

এরলেয়ার হোটেল থেকে নিক বেরুল। তার আগে কাউন্টারে জমা রেখেছে তার গণ্ডার চামড়ার সুটকেশ। কখন তাকে আরও হাল্কা হয়ে ছুটতে হবে।

বিকেলের রঙ যেন খুনের রাঙা লাল। নিক জানে ম্যাক্স রাডারকে সে হত্যা করবেই। আজ অথবা আগামীকাল।

কিন্তু হনডো? ঐ জাপানী শয়তানটা বেঁচে গেল কিভাবে? তবুও নিক জানে যে সোনার বাঘিনীকে দখল করাই তাহার কাজ। কিন্তু তার সরকার ওটার দখল নিতে এত ব্যস্ত কেন সেটাই নিক বুঝতে পারছে না।

হোটেল ছাড়ার আগে নিক তার প্রিয়তম সঙ্গীদের দেখে নিল। পিয়েরে, উইলিয়াম আর হুগো। মৃত্যুর লকলকে জিভ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কখন কে আনবে মৃত্যু কে বলতে পারে?

নিক লাফে উঠে বসল। ওসমানের দেহটার কথা মনে পড়ল। সেটা কি এখনো আছে ঐ বোট লাউঞ্জে? নাকি জলের টানে ভেসে গেছে? অথবা ইঁদুর তাকে খেয়ে নিয়েছে?

মিকাডো ড্রাইভের তট রেখা পার হয়ে লঞ্চ চলেছে ভিলার দিকে। নিক প্রস্তুত হয়ে নিল। তার সামনে হাত মেলে দাঁড়িয়ে অনেক উত্তেজনা।

তাকে জোর লড়াই করতে হবে। নিক এখন পুরোপুরি তৈরী। যেকোন স্থানে সেই জার্মানী শয়তান ম্যাক্স রাডারকে বলতে পারে—সুপ্রভাত। আমি এসে গেছি।

ঝড়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া দিনটি ভারী সুন্দর।

ব্যারোনেসের কথা বার বার মনে পড়েছে তার। স্নেহ, যৌনতা, হতভাগ্য জীবন, না, কোন কিছুর প্রতি নিকের সহানুভূতি নেই। সে পরাজিতদের জন্য চোখের জল নষ্ট করে না।

সে কি ব্যারোনেসকে ভালোবেসে ফেলেছে? অসম্ভব! 'এজ এজেন্টরা প্রেমকে ঘেন্না করে। ওসব হল সাধারণ লোকের ব্যাপার।

মদের পেয়ালা হাতে নিক অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অস্তগামী বিদায়ী সূর্যের দিকে। তখন লঞ্চ থেমেছে ভিলা লিমবোতে।

অন্ধকার রাত বুকে হেঁটে নেমে এল। লুকানো মেঘরা ধরে রেখেছে চাঁদটাকে সন্ধ্যা যেন ঐ ঘুম পাড়ানো প্রচণ্ড ঝড়টাকে টেনে আনছে। অন্ধকার কাজের জন্যে অন্ধকার রাত, নিক সহসা ভাবল।

দূরে শহর জেনেভার আকাশছোঁয়া বাড়ীর আলোরা জ্বলছে। যেন রাতের বুকচাপা আঁধারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিবাদ। থমথমে প্রকৃতি বুঝি ভীষণ কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু ভিলা লিমবোর ঘরে ঘরে এত আলো কেন? মাইগা কি বান্তিকে সঙ্গী নিয়ে অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে লড়েছে? নাকি নতুন কোন বন্ধু পেয়েছে সে?

পেনসিল তীব্র আলোকছটা ঘোষণা করল যে রাতাররা পৌঁছে গেছে।

সঙ্গীতের মৃদু শব্দ বলছে মাইগা রেডিওতে কান পেতে। অন্ধকারের মধ্যে ভিলা লিমবো যেন এক বাতিঘর।

নিক দাঁড়াল, হাঁটল ধীরে ধীরে। এখন থেকে তার প্রাণ তারই হাতের মুঠোয় ধরা। কিন্তু জানালাতে কারো ছায়া নেই। নেই কোন চলমান প্রতিচ্ছবি। শুধু আলো আর সঙ্গীত। সব কিছু এত শান্ত কেন?

নিক ভিলাটার চারপাশে ঘুরল। বাঘের মত সাবধানী পায়ে। না, কেউ নেই। গোটা দ্বীপে সে একা।

নিক থমকে দাঁড়াল। তার পিস্তল, ছোরা তার গ্যাস সেন্সার পরীক্ষা করে দৌড়াতে শুরু করল। এত নীরবতার কারণ তাকে এখুনি জানতে হবে।

কিচেনে কেউ নেই। কিন্তু ওটা কি পড়ে আছে? কিচেনের মেঝেতে চিৎ করে শোয়ানো। এক সুন্দরি, আবলীলা একটি রমণী।

মাইগার দেহ। যে জীবনকে সে ভালোবাসতো সেটা আর নেই। তার মসৃণ উরু এলোমেলো ছড়ানো, হাত দুটো দুপাশে। চোখের তীব্র ভয়ার্ত চাউনি।

নিক করিডোরে গেল। রেডিওটা বেজেই চলেছে। শব্দটা আসছে বুড়ি কনটেসার এর ঘর থেকে।

নিক হাঁটু গেড়ে বসল। মাইগার দেহ। ঐ চোখ ছিল কামনার আগুনে উদ্দীপ্ত, এখন মৃত জানোয়ারের মরা চোখের মত বিবর্ণ। হঠাৎ সমবেদনা আর রাগ নিককে গ্রাস করল।

মাইগার মৃত্যু? কিন্তু কেন? সে ত রাভারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ওসমান ছিল শয়তান। এখন তাকে দেখা যাবে বোট হাউসে।

এই দ্বীপে আর কেউ আছে কি?

নিক শুনতে পেল। যদিও তার চেতনা তাকে সাবধান হবার মত সময় দিতে পারে নি। দরজা খোলার মৃদু শব্দ আর এক ঝলক দমকা হাওয়া।

সিকোকু হনতো বলে—মিস্টার কারটার, হাত তুলে দাঁড়ান।

পাপ দেখো-পাপ শোনো-পাপ করো

নিক অনুভব করছে যে মৃত্যুর খুব কাছে সে দাঁড়িয়ে। কিল মাস্টার তাড়াতাড়ি চিন্তা করো! নাহলে জীবনে আর কিছু করবার সময় পাবে না তুমি।

হনডো যেন সাগর থেকে ফেরা হতাশ নাবিক। কোট নেই, টাই নেই, সার্ট টা ছিঁড়ে গেছে, জুতো নেই।

নিকের হাতে পিস্তল। দু'জনে সামনা সামনি দাঁড়াল।

—তোমাকে জঘন্য লাগছে মিস্টার হনডো।

—আমি জানি তুমি সশস্ত্র মিস্টার কারটার।

হনডো চেয়ারে বসে পড়ল। তার চোখেমুখে যন্ত্রনার ছাপ। তবুও সে পিস্তল ছাড়ে নি।

—স্বাভাবিক।

—আমি তোমাকে এরের কোন জঘন্য কাজ করতে দেবো না। তাই বলছি হাত তোলো। নাহলে তোমাকে এখুনি হত্যা করবো। তুমি আমার পুরুষাঙ্গকে অকেজো করে দিয়েছো। আমি শুধু প্রতিশোধ নেবো, যন্ত্রনাটা ভাগ করে নেওয়াই ভালো।

হনডো যন্ত্রনাতে বেঁকে যাচ্ছে। তখনো হাতে রেখেছে পিস্তল। বাস্টার্ড, ঘুমন্ত মেয়েকে ভোগ করার মধ্যে সাহস নেই।

নিক জানে যে হনডো তাকে এখুনি খুন করবে না। সে হনডোকে আরও উত্তেজিত করে দিতে চাইছে।

—তুমি খুব সাহসী নয় নির্বোধ। আমি ঠিক জানি না।

নিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কিছু বাদে সে বলে—তোমার জিনিসটা আমার কাছে। হনডো তুমি এখন আহত আর শক্তিহীন। জাপান তোমাকে পাসপোর্ট দেবে না। তুমি যুদ্ধ

অপরাধী। তাছাড়া, আর একটা কথা, ম্যাক্স রাডার আমাকে নির্দেশ দিয়েছে তোমাকে হত্যা করতে।

মিথ্যেটা নিক চট করে বলল।

—জানি। ম্যাক্স বোকা প্রুশিয়ান, আমি তাকে ঠকিয়ে দিয়েছি।

—তুমি রাডারের খপ্পর থেকে কোনদিনই বেরোতে পারবে না।

—আমরা প্রাচ্যের লোকেরা অনেক কিছুর গন্ধ পাই। তোমরা সেগুলোকে দেখ না। ব্যারোনেসও ছিল তার পরিচিত। সে ব্যারোনেসের ওপর নজর রাখবার জন্যে ওসমানকে পাঠায়।

—রাডার ব্যারোনেসকে মেরে ফেলবে?

—অবশ্যই। কেন না ব্যারোনেস রাডারের নতুন মুখ দেখেছে। তুমিও দেখেছো। তার মানে বুঝতে পারছো?

নিজের তূণ থেকে শেষ তীরটি ছুঁড়ে দিল। তাকে অবাক করে হনডো বলে, আমি তার নতুন মুখ দেখি নি। সে সর্বদা মুখোস পরে থাকে। ব্যাপারটা ভালোই, কেন না তাহলে আমাকে মরতে হবে না।

—যাই হোক, সে তোমাকে হত্যা করবেই। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমার সঙ্গে ভারী লোহা বেঁধে তোমাকে জলে ফেলা হবে।

যন্ত্রণাতে কুঁকড়ে আসছে হনডোর বিকৃত ও শীর্ণ দেহ। সে কোনমতে বলে—তোমরা দারুন মুর্খের মত ভাবো। আমি কিন্তু অন্তরালের কারণটা ভেবে দেখি। ফরাসী চাবির অংশটুকু ছাড়া আমার কোন দাম নেই। যেমন করে হোক আমাকে ওটা সংগ্রহ করতে হবে। কারটার, আমি খুব অসুস্থ আর রোগাক্রান্ত। চাবিটা কোথায় আছে?

—তুমি কোনদিন পাবে না। এবং জেনে রাখো তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না।

চোয়াল চেপে নিক বলে।

—নিক অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এতে তোমারই ক্ষতি হবে। এখানে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তুমি চাবিটা ফেরত দাও। নাহলে তোমার মৃত্যু হবেই। আমার শেষ কথা।

নিক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপা চোখ অপলক। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুৎসিৎ বানর।

—মেয়েটাকে মারলে কেন?

—ও আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া ও ছিল দারুণ শক্তিশালী কিন্তু লক্ষী মেয়ের মত তাড়াতাড়ি মরেছে। তুমি কিন্তু বড্ড বেশী সময় নিচ্ছ। চাবিটা ফেরৎ দাও।

—যদি না দিই?

হনভোর হাসিটা দুর্বল হলেও শয়তানের ছাপ মাখা। সে চেপে চেপে বলে, আর একটা কথা বললেই তোমাকে হত্যা করবো সবচেয়ে যাতনা দিয়ে।

হনভো আবার তার পুরুষাঙ্গের দিকে পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল।

—আমি এক থেকে দশ অবধি গুনবো। তার মধ্যে যদি চাবিটা না দাও তাহলে তোমার ওখানে গুলী ছুঁড়ব। এতে তুমি ঘন্টা কয়েক বেঁচে থাকবে। যন্ত্রনাকাতর চোখের সামনে আমি চাবিটা নিয়ে যাব।

হনভোর কথার মধ্যে পাপ আর রিরংসার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সে নিজের পেছন থেকে তুলে নিল ধারাল ভ্রাপার। মাংসকাটার বড় ছুরি। ঠোঁটে তার ক্রুর হাসি। সে বলছে, আমাদের দেশে এর নাম হাজার টুকরোর মৃত্যু। ধীরে ধীরে দেহ থেকে মাংস খুবলে নেবো, ঠোঁটের কিছুটা, গালের একটু বুক থেকে খানিকটা।

নিকের চোখ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে। তার নাম উৎকর্ণ।

পেছনের দরজাতে পদ শব্দ। রাভারের লোক? তারা কেমন হবে? নিক একটা শেষ সুযোগ পেতে পারে।

—তোমাকে হত্যা করতে পারেনি বলে নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে।

—আমার ভাগ্য ভাল, আমি বাক্সের স্তূপে পড়েছিলাম। এখন কারটার গুনতে শুরু করছি। এক-দুই তিন—

হঠাৎ ছুটে আসে এক ঝলক অগ্নিগোলক। হনডো চীৎকার করে ওঠে। কিচেনের মেঝেতে তার দেহটা পাক খেয়ে পড়ে। তার শীর্ণ হাত চেপে ধরেছে বুকের রক্তাক্ত ক্ষত।

টুপি পরা লোকটি হিংস্র জন্তুর মত অবিরাম বুলেট বর্ষণ করে চলেছে। জাপানী বানরের দেহটা বিকৃত লাল হয়ে গেল।

হনডোর দাঁতহীন মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরল। সে জাপানী ভাষাতে কি বলতে চেষ্টা করে। তারপর সব নীরব।

অবশেষে মৃত্যুর অন্ধকারে

—আরে, বুলেট থামাও।

নিকের গলার মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ। একহাতে ছোট্ট অটোমেটিক অন্য হাতে গ্যাস বোমা।

—রাডার আমাকে হত্যা করতে চায় না। আমিও তোমাকে মারবো না। তুমি বুলেট ছোঁড়বার আগেই আমি এই বোম ছুঁড়ে দেবো।

টুপী পরা লোকটা পিস্তল ফেলে দিল। তার পেছনে আরোও দু'জন। ভাঙা জারমান ভাষাতে সে বলে—এটাই ভালে। পিটার তোমার লাগে নি তো ?

নিক পিস্তল ফেলে দিল। তার হাতে শুধু গ্যাস বোমা। সে চেয়ার দেখিয়ে বলে—এসো, বসা যাক। তোমাদের কিছু খাওয়াতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমাদের পরিচারিকা মরে গেছে।

নিক মাইগার দেহটা দেখিয়ে দিল। ওরা সবাই সিগারেট ধরাল।

—এখন আমরা কাজের কথা বলতে পারি। রাডার হয়তো নিজে আসবে না।

—জেনারেল তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে। আমাদের সঙ্গে চলো।

টুপী পরা লোকটি বলে।

—না, আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত নই। আমি মাইগার দেহ ফেলে কোথাও যাব না। আমি ওকে ভালোবাসতাম।

—আমাদের ওপর নির্দেশ আছে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। তুমি জেনারেলের সম্পত্তি।

—বাঃ, কথাটা ভালো বলেছো। আমি দুঃখিত বন্ধু। আমি যেতে পারব না। তুমি জেনারেলকে জানিও যে সময় হলেই আমি যাব। যাবার আগে ঐ দেহটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আমি চাই না যে সে আবার ফিরে আসুক।

নিক আঙুল উচিয়ে হনডোর দেহটা দেখাল।

টুপী পরা লোকটির কথায় বাকী দুজন হনডোর দেহটাকে তুলে নিল।

টুপীওলা লোকটা ডাইরীর পাতাতে ঠিকানা লিখে দিল।

বাঃ কারনো নদীর ধারে। আমি ঠিক খুঁজে নেবো।

তাড়াতাড়ি আসবে। জেনারেলের ধৈর্য কম।

তার ছোট্ট দাঁত দেখা গেল—চালাকির চেষ্টা করো না। আমাদের অত্যাচার-চেয়ার আছে।

—সেই গরম লোহার চেয়ার? লোহার রমনী? গ্যাস চেম্বার?

—হ্যাঁ, সব তৈরী আছে। তাছাড়া মেয়েটা তো আছে।

—ওকে আমি ফিরিয়ে আনবোই। আমি শপথ করছি।

—আচ্ছা দেখা যাবে।

টুপিওলা লোক বলে। ওরা চলে গেল। নিক ঘড়ি দেখল দশটা বেজে পনেরো। অনেক কাজ করতে হবে। সময় কম। হনডোর রক্ত মোছা দিয়ে শুরু হোক।

মাইগার দেহটাকে কোলে করে বেডরুমের ডিভানে শুইয়ে দিল। তার ওপরে একটা চাদর ঢাকা দেবার আগে শেষবারের মত তাকাল। কামনা ছাড়া সে আর কিছুই জানত না। তাকে কি আমি ঠিক মত সুখ দিতে পেরেছি—নিজেকে প্রশ্ন করল নিক।

উত্তরটা তার জানা। তবুও মনে পড়ে ঐ কামুক মেয়েটিকে মাইগার উষ্ণ দেহ তাকে বার বার কি এক সুখ স্বপ্নের কথা মনে করায়।

অথচ এখন কি বীভৎস লাগছে তাকে। এত বদলে যায় দেহ? নিক মুখটা ঢেকে দিল। চোখের জল ফেলবার সময় নেই তার। যদিও চোখের জলকে কোন পাত্তা দেয় না সে।

মাইপাকে ঢেকে দিল সাদা চাদরে। চাপ চাপ রক্ত। এখনো কি তাকে আদর করতে ইচ্ছে করে? করে না, জীবন না থাকলে কি থাকে মানুষের, নিক ঠোঁটে চুমু দিল। নিঃসাড় এক মেয়ে। কোন উত্তর দিল না।

নিক কার্টার, সাতাশ বছরের কর্মঠ দুর্দান্ত গোয়েন্দা, এখন কিন্তু কেঁদে ফেলতে চাইছে। নির্জন ভিলা দিমবো তার নিঃস্ব বুকে আঁকড়ে ধরেছে মাইপাকে।

নিক বাইরে এল। বৃষ্টির গন্ধ ভাসছে বাতাসে। আবার ঝড় হতে পারে। ভয়ানক সমুদ্র ঝড়। তার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে রাজারের কাছে।

নিক বোট হাউসে গেল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। পচা গন্ধ আসছে। তার মানে ওসমানের দেহটা এখনো আছে।

মৃত জ্যোৎস্নাতে নিক দেখতে পেল। কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে! কুরে কুরে খেয়েছে মাংস। ইঁদুরেরা উল্লাসে কিচ কিচ করছে।

ওসমান, সেই মোটা হিজড়েটা, এখনো পুরোটা ধসে নি। কঙ্কাল হয়ে আসছে। ভ্যাপসা পচা গন্ধ। বমি পাচ্ছে নিকের।

ও তাড়াতাড়ি একটা কালো পোশাক বের করল। বর্ষাতি বলা যেতে পারে। তাকে শুকনো রাখবে। অন্ধকারে ঢেকেও রাখবে।

ছোরা বোমা আর পিস্তলকে বেঁধে নিল প্যাকেটে। বন্ধুরা, পিয়েরে, উইলিমিনা, হুগো যে কেউ দেখলে অবাক হতো যে নিক উন্মাদের মত চুমু দিচ্ছে ছোরা, পিস্তল আর গ্যাস বোমাকে।

সত্যি এরাই তো তার প্রিয় বান্ধবী। অসময়ে অনেক উপকার করে।

জেনারেল রাডারের কাছে নিরস্ত্র হয়ে যেতে হবে। কিভাবে লড়বে নিক? ছ ফুট উচ্চতার দেহটাই শুধু থাকবে। যেটার ওপরে অগাধ আস্থা আছে তার।

বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিল অস্ত্রগুলো। ভিলার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিল সে। ব্যালকনীতে দাঁড়াল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জোর বাতাস বইছে।

মাইগা মৃত, এলিস নিরুদ্দেশ। অথচ এর আগের বার ওরা দুজনেই ছিল।

বৃষ্টি ঝরা বাতাসের মধ্যে অপসৃয়মান মোটর বোটের শব্দ।

টুপীওলা লোকটা চলে যাচ্ছে। তার মানে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে জাপানী শয়তানটাকে। যাক, একটা দস্যু মরেছে। প্রথমবারে সফল না হলেও দ্বিতীয় বার জিতেছে নিক।

তার দৃঢ় সংবদ্ধ চোয়ালে এক চিলতে হাসির টুকরো।

এবার তাকে ও যেতে হবে। সে শেষবারের মত কিচেনে এল। মাইগাকে দেখা যাচ্ছে না। সাদা চাদরে ঢাকা তার সুঠাম তনু।

পায়ের পাতাতে চুমু দিল নিক। বলল—আমি তাহলে চলি মাইগা। তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

কোন শব্দ নেই। ভিলা -লিমবোতে একা শুয়ে রইল মাইগা।

মনে পৌঁছল। সে সুইমিং পুল। যেখানে আদম আর ইভের মত তারা খেলা করছে অবুঝ আনন্দে।

কোথায় আছে ব্যারোনেস এলিস কেমন আছে সে? আর কোনদিন কি তারা এখানে মেতে উঠবে রমন-কেলীতে?

প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। সমুদ্র উত্তাল হবে। তার আগেই নিককে পৌঁছতে হবে জুলী সেকেন্স ধাপে। সেখানে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে জেনারেল।

লঞ্চে চড়ে বসল নিক। জল কেটে কেটে ছুটছে লঞ্চ।

কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। ভীষন বাতাস আসছে। টালমাতাল ঢেউয়ের দোলা। দেশলাই খোলের মত ভাসছে লঞ্চ।

নিক কোনরকমে বসে আছে। অবিরাম বৃষ্টিধারা তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। কালো বর্ষাতি গায়ে নিশীথ অভিযানে চলেছে সে।

তটভূমিতে পৌঁছল নিক। লঞ্চটাকে বেঁধে রাখল। মধ্য রাতে বৃষ্টি ঝরছে। লোক চলাচল নেই, কখনো ছুটছে দ্রুত মোটর।

এয়ারলেয়ার হোটেলে পৌঁছল নিক। সারারাত দরজা খোলা থাকে। বিশেষ করে বাদলা—রাতে, কেন না বৃষ্টি হলে শয়তানের ঘুম ভাঙে।

নিক জাগুয়ার বুক করল। তাকে ছুটতে হবে। মৃত্যুর হাতছানি পেয়েছে সে। সে ছুটল জুলী লেকের দিকে। গন্তব্য তার রাডারের আস্তানা।

আঁকাবাঁকা সরু পথে এল নিক। পথের শেষে পাতালী ঝাঁকড়া গাছের সারি বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। নিক মুখের ওপর টিনের মুখোস এঁটে নিল। সম্ভাব্য যে কোন বিপদকে সে সাবধানতায় সঙ্গে লড়তে চায়।

পেনসিল টর্চের আলোতে চারপাশ দেখে নিচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে জুলী লেকের জলে বৃষ্টির ফোঁটা। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসছে টলটলে জল। জেনেভা শহরের উপকণ্ঠে নির্জন অঞ্চলে জেনারেল রাডারের আবাস। পুলিশের চোখের বাইরে সে লুকিয়ে থাকে। তার নজর অপলক শুধু ঐ বাঘিনীর দিকে।

নিক জাগুয়ার থামাল। বুনো জন্তুর মত গর্জন করতে করতে ওটা থেমে গেল। নিক পিছল পথে দাঁড়াল, বৃষ্টিটা কমে এসেছে।

নরক থেকে নেমে আসা শয়তানের মত হাঁটছে সে। তার সব অস্ত্র এখন ঐ ওয়াটারপ্রুফ পোশাকের মধ্যে। বৃষ্টিস্নাত রাতের মধ্যে এবার সে তৈরী হয়েই হেঁটে যাবে।

জাগুয়ার থেকে সে ধারাল একটা লোহার দণ্ড তুলে নিল। একেবারে নিরস্ত্র হলে দারুণ অস্বস্তি হয় তার। অন্ধকারে চুপি চুপি হাঁটছে এক মাংস খেকো জানোয়ার।

এবড়ো খেবড়ো পথ। কাঁটাতারের বেড়া। বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকতে পারে। নিক সতর্ক হল, নাও হতে পারে হয়তো সতর্ক ব্যবস্থা মাত্র। স্পর্শ হলেই কোথাও রিং বেজে উঠবে।

তবু বুদ্ধির তারিফ করল নিক। ম্যাক্স রাডারের প্রশংসা করতেই হবে। নির্জন ভিলাকে সে করে তুলেছে নিরাপদ।

দশ মিনিটের মধ্যে সে মূল বাড়ীটার কাছে চলে এল। বৃষ্টিটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এসেছে। কোথা দিয়ে ঢুকবে সে। কোনো দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। চারিদিক দিয়ে ভীষণ এক প্রাচীর যেন ঘিরে রেখেছে গোটা বাড়ীটাকে।

নিক ভাবল। দোতলা থেকে হঠাৎ আলো দেখা গেল। এটা কি সঙ্কেত চিহ্ন। ওখানে কে আছে?

জেনারেল রাডার আর ব্যারোনেস এলিস? নাকি শুধু রাডার?

উত্তরটা তাকে জানতেই হবে।

এতদিনের কঠিন পরিশ্রমে গড়ে ওঠা অপারেশন কি শেষ মুহূর্তে বিফল হয়ে যাবে? অন্ততঃ এখন তাই মনে হচ্ছে নিকের।

অসহায় হয়ে সে আবার তাকাল, কালো আকাশে অনেক তারা। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। পাতা থেকে টুপ টাপ জল ঝরছে।

দারুণ এক নিস্তব্ধতা ঢেকে রেখেছে গোটা পরিবেশ।

হঠাৎ যেন শূন্য থেকে এল ভয়াল একটা কুকুর। চমকে।

গেল নিক এখন কি করবে? কুকুরটা এগিয়ে আসছে। শীতল শিহরণ যেন বয়ে গেল রক্তের মধ্যে। সব অস্ত্র হাতের বাইরে। এখন যদি বদমাস চীৎকার করে? কুকুরটা গোঁ গোঁ করে ডাকল। সাংঘাতিক ডোবারম্যান, ঝকঝকে দাঁতের সারি।

নিক তার সবল হাতের মুঠি দিয়ে জন্তুটার গলা চেপে ধরল। অসহায় জীবটাকে অকারণে হত্যা করতে চায়নি সে। তবু বিপদকে ঠেলে দেওয়াই ভালো। আশী পাউণ্ড ওজনের কুকুরটা তিন মিনিটেই শেষ। নিক দেহটা ছুঁড়ে দিল। রাডারের প্রথম চালটা উল্টে দিয়েছে।

নিক কান পাতল। কোন শব্দ নেই? কুকুরটার দেহ জলের মধ্যে ফেলে দিল। বাড়ীটার চারদিকে তার পরিক্রমন শুরু হয়েছে। মাপা গতি, চোখ খোলা, তীব্র তার ঘ্রানশক্তি।

পুরোনো ঐ প্রাসাদের একাংশে নতুনত্বের ছাপ। নিক দেখল একশো বছরের পুরানো সাদা পাথরের তৈরী, রঙটা জ্বলে গেছে। কিন্তু ভেতরটা দেখে নিক চমকে উঠল সেটা একটা সুড়ঙ্গ। চলে গেছে ব্রিসন এভিনিউর দিকে।

কাশির শব্দ আর সিগারেটের আলো। প্রহরী নিশ্চয়?

নিক জলে লাফাল। তিন মিনিটের সাঁতার তাকে বাড়ীটার কাছে নিয়ে গেল। জল থেকে ওপরে ওঠা পাইপে উঠল সে। ওটা বোধহয় বাড়ীর মধ্যে গেছে।' কিন্তু কোথায় ওটার শেষ?

পায়ে পায়ে ওপরে উঠে সে যা দেখল তাতে নিক মাস্টারের হৃদয়হীন হৃদপিণ্ড ঝলাৎ করে ওঠে। দশ বার জোরে জোরে শ্বাস নিল। সোঁদা জোলো বাতাস ঢুকল হৃদপিণ্ডে।

ম্যাক্স রাডার আছে। ব্যারোনের এলিস রয়েছে। তাকে সে উদ্ধার করবেই। ফরাসী চাবিটাও রয়েছে।

নিক শেষ বারের মত শ্বাস নিল। তার তিনটে অস্ত্রই রয়েছে। সে এখন সম্পূর্ণ তৈরী।

মধ্যরাতে নিক অজানা পথে। জালে আবদ্ধ ইঁদুর অথবা মাকড়সার মুখে পতঙ্গ।

সেই পুরোনো বন্ধু। মাথায় পরিচিত টুপী।

—হাত তুলে দাঁড়াও। চালাকি করো না।

ভারী গলাতে বলে।

—নিশ্চই। আমি তো বলেছিলাম।

লোকটি তাকে পরীক্ষা করল। ছ'জন বন্দুকধারী প্রহরী। রাডারের বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে।

ট্রিলবী টুপী হেঁকে ওঠে। জারমান শব্দ।

—জামাকাপড় খুলে ফেল।

—সব?

—হ্যাঁ।

নিক সব খুলে ফেলল। তার পেশীবহুল পৌরুষ দৃপ্ত দেহটা ঝলসে ওঠে। ট্রিলবী টুপী সব দেখল। প্রতিটি খাঁজে হাত চালাল।

—আমাকে অনুসরণ করো।

লোকটা লম্বা করিডরে পৌঁছল। সেখান থেকে ছায়াময় গ্যালারীতে। অন্য একজন দরজা খুলে দিল। বিরাট ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার। সেখানে বসে আছে…।

—স্বাগতম মিষ্টার কার্টার। অবশেষে আমরা মিলিত হলাম। বসুন।

উঁচু ডেক চেয়ারে বসা লোকটি কথা বলে। মানসিক চাপ সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ। সারা ঘরে একটি মাত্র জোর আলো। নিকের মুখের ওপর পড়ছে। সে বসেছে অপেক্ষাকৃত নীচুতে।

অন্ধকার থেকে রাডার আধ আলোতে এল।

—অনুগ্রহ করে বসুন। আমি করমর্দন করতে বলছি না। সেটা বানানো হবে। আমরা দুজনেই প্রচণ্ড বাস্তববাদী মানুষ। এখানে বাস্তব আলোচনা করতে এসেছি। কি খাবেন? সিগারেট?

—না, ধন্যবাদ।

নিক বলে। তার চোখ রাডারের দিকে।

আকর্ষনীয় চেহারা। লম্বা, মেদহীন, সুস্বাস্থ্য। লোহার মত ধূসর চুলে ঢাকা মুখ। গায়ে প্রুশিয়ান কোট। তীক্ষ্ণ নাক। এটা ঐ সার্জেনের কৃতিত্ব, যিনি রাডারের ভোঁতা মুখে আলে বদলে দিয়েছেন।

আলো—অন্ধকারের খেলা চলছে।

—বাঃ, আপনার অভিনন্দনের ব্যবস্থাটা তো বেশ অভিনব?

—আপনাকে সম্মান দেখাবার জন্যে। ওকথা থাক, আপনার কথা বলুন। আপনি, মেয়েটি আর ফরাসী চাবি। সেটি তো আপনি সঙ্গে এনেছেন?

নিক মাথা নাড়ল।

—না, আমি সঙ্গে আনি নি।

দপ করে জ্বলে ওঠা আলোতে নিক হঠাৎ ব্যারোনেসকে দেখতে পেল। চেয়ারে বসা। বাঁধনহীনা সেই স্লাকস আর সোয়েটার। কিছুটা রুগ্ন যেন।

ওহো নিক, সে চেঁচিয়ে ওঠে—ওহো নিক, তুমি কেন আসোনি? আমাদের মেরে ফেলবে। আমি ভয় পাচ্ছি।

তার কণ্ঠে ভয় আর বিস্ময় মেশানো।

—বেবী, এটাকে সহজ মনে নাও। ভয়ের কিছু নেই।

নিক তার চেয়ার থেকে বলল।

—মিস্টার কার্টার।

অভিনন্দন শেষে কর্কশ শব্দ।

আপনি বলছেন যে ওটা সঙ্গে নেই? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—হ্যাঁ, সত্যি আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ওটার কি দরকার?

মাস্ক রাডার যেন বরফ মূর্তি। নিক দেখল তার পরনে সান্ধ্য পোষাক। ডিনার জ্যাকেটের বাঁ দিকে কারুকাজ।

আপনার কাছে চাবিটা আছে। আর আপনি আছেন আমার কাছে।

হেঁয়ালীর মত ম্যাস্ক বলে।

আপনি তো আমার অনেক খবর রাখেন। এটা জানেন না যে আমার পেছনে এজেন্টরা আছে? সুইস সরকার আছে?

—না, সুইসরা চাইবে না যে তাদের দেশটাকে লড়াই কেন্দ্র বানানো হোক। জারমান পুলিসে কাজ করে আমি অনেক তথ্য জানি। আপনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। লাভ করবার অবস্থায় নেই।

—স্বীকার করে নিলাম। তবু আমি লাভ করবোই। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী আছে?

তার প্রশ্নের উত্তরে কে যেন কেঁপে ওঠে।

—অবশ্যই। আপনার দিকে মেশিনগান চেয়ে আছে। যদিও এটার কোন দরকার নেই। কেননা আপনি নিরস্ত্র।

—আমি একেবারে নিরস্ত্র। কারণ আমি জানি যে আপনি আমাকে মারতে পারেন না তাতে ক্ষতিই হবে। যদি তেমন হয় তাহলে আমি সায়ানাইড পিল খেয়ে মরে যাবো।

—আপনাদের কাছে তা নেই—

—আছে। পিল একটা ছোট্ট জিনিস। বিজ্ঞ লোকদের চোখেও পড়বে না। আপনাদের গোয়েন্দিং যেভাবে মারা গিয়েছিল।

আমি ড্রাইভারের সীটে বসে আছি। আপনি নন।

সম্পূর্ণ মিথ্যেটা সে দুঃসাহসী ভাবে বলল।

পাপ আর যন্ত্রণার ঐ ছোট্ট ঘর যেন মৃত্যুকে বুকে চেপে কাঁপছে। মাটির নীচে তার অস্তিত্ব। লোহার দেওয়ালে মৃদু আলো যেটা অন্ধকারকে করেছে আরও ভয়ার্ত। রাডার আর তার লোকেরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে। তাদের আর এক নাম হন্তারক, ঘাতক, অত্যাচারী।

নিক কার্টার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। তার তিন সঙ্গীরা কাছে নেই। তাই কিছুটা চিন্তিত সে। দরজার ফাঁকে আছে তার ছোরা আর বোমা। পিস্তল আছে র‍্যাকের পেছনে।

সকলের চোখের সামনে অথচ চোখের আড়ালে।

নিক ভালোভাবে দেখে নিল। ঘরটা ছোট। কাঠের দরজা, তাতে লোহার বীম।

—এখনো ভাবছ যে বাজে কথা বলেছি?

—হ্যাঁ, তুমি কখনোই জন্তু হতে পারবে না।

রাডার ইঙ্গিত করতেই একটি লোক সামনে এল। রাডার ব্যারোনেসকে নগ্ন করতে নির্দেশ দিল।

ব্যারোনেস প্রথমে ভীষণ চেষ্টা করল নিজেকে মুক্ত করবার। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কুৎসিত গালিগালাজ। তারপরে পরাজয় মেনে চেঁচিয়ে ওঠে—নিকি। ভগবানের দোহাই। ওকে খুলতে দিও না।

নিক নিশ্চুপ। সে রুমালে চোখ মুছল।

সবুজ সোয়েটার মাটিতে পড়ে। একজন তার ব্রা'র স্ট্র্যাপ ধরে টান মারছে। পাকা ফলের মত ঝুলছে তারী ভারী ভারী দুটি স্তন। ব্যারোনেস হাতের তালু দিয়ে বুক ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করছে। হাত দুটো শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হল।

দু'জন দস্যু ব্যারোনেসের উলঙ্গ দেহটার দিকে লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে।

—লোহা গরম কর। তোমাদের আনন্দের জন্যে ওকে নগ্ন করা হয় নি।

চারকোল হিটারে গরম হচ্ছে লৌহদণ্ড। গনগনে আগুন দেখা গেল।

নিক আর একবার তাকাল। রাডার আর চার জন। একজনের হাতে মেশিনগান। বাকীরা কি সশস্ত্র?

লোকটা একজোড়া দণ্ড তুলে নিল। তপ্ত সোনা রঙ। নিক প্রস্তুত হল শতাব্দীর জঘন্যতম অত্যাচার দেখতে। এবার সে বুক ফাটা একটা অসম্ভব আর্তনাদ শুনতে চলেছে।

—নিক, দেখছো কেমন সুন্দর। ঐ দেহটাকে পুড়িয়ে দিতে হবেই। এখনো বল, নাহলে—

হো হো অট্টহাসিতে ভরে গেল গহ্বর।

—আমি রাজী। তুমি জিতে গেছ।

ভাঙাচোরা মানুষের মত নিক বলে।

—ঠিক আছে। তোরা ভাগ।

লোকেরা পিছিয়ে গেল।

বেজন্মার দল, আমিই ব্যারোনেসকে দেখাচ্ছি।

নিক থুথু ছেটানো কণ্ঠে বলে।

—ঠিক আছে। প্রেমের জন্য ক' মুহূর্ত দিলাম। তারপরেই আসল কাজ।

রাডার হাসতে হাসতে বলল। নিক নীচু হয়ে ব্যারোনেসকে মুক্ত করে আনে। তারপর কানে কানে বলে—করিডরে চলে যাও। আমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমাকে সাহায্য করতে হবে না। যাও।

নিক ছোরাটা তুলে নিল। মেয়েটা মেঝেতে গড়াচ্ছে।

—এবার!

গ্যাস বোমাও তৈরী। হঠাৎ মেশিনগান হাতে দাঁড়ানো লোকটির ঘাড়ে বিস্ফোরিত হল। ঘটনার দ্রুততায় বিমূঢ় রাডার। যেন গতিশীল ছায়াছবি দেখছে। অন্য লোকটির ছোঁড়া বুলেট অল্পের জন্যে নিকের জ্যাকেটের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। নিক জবাব দিল। লোকটা ঘুরে পড়ল।

বাকী দু'জনকে দুটি নির্মম বুলেট। তারা জানে আর কেউ নেই। সামনে ক্ষুধার্ত সিংহ' অন্ধকারে ছুটছে রাডার। নিকের গুলী তার কবজীতে। তাকে হত্যা করার বাসনা নেই নিকের। তাকে কাজে লাগাতে হবে।

করিডরে ওরা ছুটছে। ইণ্টারকমের তারগুলো কাটতে কাটতে যাচ্ছে নিক। অন্য লোকেরা যাতে খবর না পায়।

অন্ধকার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যারোনেস। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। নিক তার জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পালাও। পরে এখানে এসো। আমি আসবো। রাডার ছুটছে। ওকে ধরতেই হবে। হয়ত অনেক দেরী হয়ে গেল।

ব্যারোনেস তার খোলা স্তন নিকের বুকে ঠেকিয়ে বলল—নিকি—ওহ—নিকি···

তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিক বলে আঃ এখন এসবের সময় নয় যাও, নরকে যাও।

ব্যারোনেস না তাকিয়ে চলে গেল।

তার অদৃশ্য হওয়াটা দেখে নিয়ে নিক আসন্ন লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে নিল। এখন সে কার্যত বন্দী। প্রাসাদের পুরোনো মহলের অচেনা অলি গলিতে সে প্রায় অসহায়। রাডার নিশ্চয়ই নতুন ভাবে তৈরী হচ্ছে।

নিক জলার ধারে পৌছে গেছে। কাঠের সেতুর ওধারে নতুন অংশ। জলের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। আর একটা মৃদু শব্দের দ্যোতনা। এ··· ন লোক যেন আর্ত চীৎকার করছে।

কার চীৎকার? ম্যাক্স রাডারের? নিক আরো কাছে গেল। সে ভয়ের গন্ধ পেল। ত্রাসেরও। রাডার, কি প্রাণভিক্ষা চাইছে?

শুধু ছায়া কাঁপে। ডিনার জ্যাকেট? রাডার, হায় ভগবান।

ছোরাটা বাগিয়ে ধরল। লোকটা কেঁদে ওঠে।

—আমি রাডার নই, যীশুর নামে বলছি, আমাকে মেরো না।

—চুপ করো।

পেনসিল টর্চের আলো যেন ভোরের আকাশ। লোকটা ম্যাক্স রাডার? কোঁচকান চামড়া ধূসর চোখ। মেক—আপ?

নিক লোকটাকে আলুর বস্তার মত ফেলে দিল।

—রাডার কোথায়?

—আমি বলতে পারবো না। প্রাসাদের কোথাও আছে।

নিক সজোরে লাথি মারল। আসলে সে নিজের ভাগ্যকে মেরে বসল। রাডার তার বোকামিতে পালিয়েছে।

একটা বুলেট কানের পাশ দিয়ে চকিতে ছুটে গেল। মাথা নীচু করল নিক। তার প্রশ্নের জবাব সে পেয়ে যাবে।

লোকটা সাপের মত বুকে হাঁটছে। রাডারের গলা শোনা গেল—কার্টার?

প্রাচীন দেওয়ালে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে—কা—র টা—র। কা—র—টা—র।

নিক জবাব দিল না। নিক জানে সময় বড় কম। তাদের মধ্যে মৃত্যু আলোক। ওটাকে নষ্ট করতে হবে।

তুমি কোথায় আছ আমি জানি। বুড়ো লোকটা অসহায়। ও জানে না। ও শুধু ওর ভূমিকা করছে।

একই রকম গলা। লোকটা ভালো নকল করতে পারে। নিকের পাতলা ঠোঁটে শীতল হাসি। আসল ম্যাক্স রাডার। ঠিক আছে। মরবার জন্যে তৈরী ইঁদুর।

নিক ভাবল তার পিস্তলে একটা বুলেট আছে। সে ব্যারেল ফাঁকা করে না।

হৃদস্পন্দনের চেয়ে দ্রুত তার গতিবেগ। একটি মাত্র বুলেটেই সব অন্ধকার। রাডার অগ্নিবর্ষণ করল। আঁধারের বুকে যেন আগুনের ফুলকি। সেটাকে লক্ষ্য করে নিক হামাগুড়ি দিচ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে নিক বলে, রাডার দৌড়িও না। দাঁড়াও। আমি অন্ধকারেই গুলী ছুঁড়ব। ভাগ্যের খেলা বড় সাংঘাতিক। যে কেউ জিততে পারে।

নিকের গুলী ছোঁড়া দেখে ম্যাক্স থমকে গেল। অন্ধকারে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দু'জন যোদ্ধা।

এক লহমাতে নিক ভেবে নিল ব্যারোনেসের কথা। কি করছে সে এখন ?

ম্যাক্স ছুটছে। বুলেট বিঁধছে খুব কাছে। সামনের ঘরেও একটি মাত্র অনুজ্জ্বল আলো। নিক ঢুকল। আলোটা রাডারই ভাঙুক। বুলেট এখন দারুণ দামী।

ঘরটা হল পুরোনো দুর্গ। অসংখ্য শীল্ড আর অস্ত্রে ভর্তি। মরচে ধরা, ভোঁতা, অব্যবহৃত।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা অনেক খানি, রাডারের কাছে।

কার্টার, তোমার কাজ কি শেষ ?

—না।

—কথা শোনো কার্টার। বুলেট ছুঁড়ে লাভ নেই। কারোরই সুবিধে হবে না। আমার লোক শীঘ্রই এসে যাবে। তখন বিপদটা তোমার। এসো, আমারা কথাতে বসি।

নিক শান্ত ভাবে হাসল—না, তারা আসবে না। তারা নিজেদের বাঁচতেই ব্যস্ত।

রাডার মাথা নীচু করে বুনো শুয়োরের মত এলোপাথারি গুলী

হু চাহু। নিকের শার্টের মধ্যে ঢুকেছে। একটা বুলেট তাকে সামান্য আহত করল।

নিক তাকে খুব কাছ থেকে চারবার গুলী করল। শৃকার্ত্ত লোকটাকে কাছ থেকে দেখল নিক অবশ্য হাত থেকে ফেলে দিল বন্দুকটা। মাথার চুল ঝুঁটি করে ধরে মুখটা দেখল। অপারেশনের কিছু কিছু চিহ্ন চোয়ালে রয়েছে। প্লাসটিক সারজারীও ধূর্ত্তটাকে ঢাকতে পারেনি।

ছোবা দিয়ে মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে দিল। চিবুকের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট টুকরো, ফরাসী চাবির বাকীটুকু। দুটো মিলে সুইস ব্যাঙ্কের চাবি। হনডোর নকল দাঁত আর রাডারের চিবুক। লুকিয়ে রাখার আদর্শ স্থান।

জুতোর মৃদু শব্দ সে শুনছে। ব্যারোনেস! তার হাতে উদ্ধত ছোট্ট পিস্তল।

—ওর দিকে তাকাতে হবে না। নিক বলে, ও মরে গেছে। আমি ওকে মেরে ফেলেছি।

ব্যারোনেস তার কথাকে উপেক্ষা করল। শান্ত ভাবে বলল— অবশেষে ও মরেই গেল। বাঃ, ভালোই করেছো। ওর মাও ওকে চিনবে না

ব্যারোনেসের পিস্তলের দিকে তাকিয়ে বলল—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

—আমি তোমার বলে দেওয়া জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি এলে না দেখে নিজেই এসেছি।

নিকের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়ে মাদকতা মাখা স্বরে বলে—ওহ, ভগবান এসব সহ্য করতে পারছি না। বাইরে চল।

—নিশ্চয়ই। আমরা হোটেলে ফিরবো।

ঠোঁটে ঠোঁটে অশ্লীল খেলা।

—তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? কিছুদিনের জন্যে? আমি একা হতে চাইনা। নিকি, আমি তোমাকে ভীষণ ভাবে চাইছি। আমাকে ভালোবাসো। চিরদিনের জন্যে। দেখো, শান্ত মেয়ের মতো আমিও ফিরিয়ে দেবো তোমার ভালোবাসাকে।

—চিরকাল অনেক দীর্ঘ সময়। এসো, আমরা এখনই শুরু করি।

নিক বলে।

রহস্যময় লকেট

এক্সলেয়ার হোটেলের কাঁচের সারসিতে উদ্দাম বাতাসের হাতছানি। ভেতরে, ঘরের বিছানাতে, আর এক ঝড় উঠছে। সে ঝড় কামনার। ব্যারোনেস যেন ঝম ঝম বৃষ্টি। আর নিক? আঁধার কালো মেঘ।

অবশেষে ওটা শেষ হল। সকাল হয়েছে। জমে ওঠা ঠাণ্ডার মধ্যে সে কাজের কথা ভাবল।

ঘুমন্ত এলিসকে চুমু দিয়ে বাথরুমে ঢুকল নিক। উজ্জ্বল আলোটা জ্বেলে দিয়ে পোষাক পরতে শুরু করল নিক। আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখে নিল। তার ল্যাভেণ্ডার ধূসর চোখ আধখোলা। সেখানে কৌতুক মাখা কৌতূহল।

গ্লাডস্টোন স্যুটকেস থেকে পরিস্কার সার্ট আর টাই বের করল। নট বাঁধবার সময় ব্যারোনেস বলে, নিকি ডারলিং কোথায় চলেছো? এখনই চলে যাবে?

—অবশ্যই।

তিনটি অস্ত্র হাত দিয়ে দেখে নিল।

—তোমাকেও চলে যেতে বলছি। তোমাকে আমি দারুণ উপহার দেবো। তোমার মিথ্যে কথা বলার জন্যে।

ব্যারোনেস আহত মুখে বলে। বুক ঢাকবার ইচ্ছে নেই তার।

—তুমি কি বলছো? তুমি কি উন্মাদ হলে?

—হতে পারি। তোমার ছলনাতে নিজেকে ভুলেছিলাম। তুমি আমাকে প্রায় বোকা বানিয়েছিলে। এখন খেলা শেষ।

এলিসের সুঠাম তনু ফুলে ওঠে। সে কাছে এসে বলে, নিকি ডারলিং। আমাকে বুকে তুলে নাও। বলোনা কি হয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্যে নিক ভাবল যে ওকে বুকে তুলে নেবে, উষ্ণ আদর দেবে। ঐ কুকুরীর ক্ষমতা আছে। সে জানে সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। এখন সে যেন বিশ্বের সুন্দরীতমা ললনা যার ঠোঁট জানে চুম্বন আর স্তন জানে দংশন।

এক মুহূর্ত বাদে আবার কিল মাস্টার।

—অনেকদিন ধরেই তুমি রাডারের সঙ্গে কাজ করে আসছো। তারপর কায়দা করে জারমান ইনটেলিজেন্স দলে ঢোকো। তুমি রাডারকে ঘেন্না করবার অভিনয় করেছিলে। ওই জন্যে লকেটটা ঝুলিয়ে রাখতে।

এলিস কিছু বলতে চাইছে। নিক বাধা দিয়ে বলল, আগে আমি শেষ করি। তোমরা আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করেছিলে। তোমরা জানতে যে 'এনের' এজেন্ট জেনেভাতে আসবে। তোমরা নকল ম্যাক্স তৈরী করলে। যাতে আমি তার সঙ্গে মিথ্যে লড়াই করবো। সেই ফাঁকে আসল ম্যাক্স আর হনডো সোনার বাঘিনীকে চুরি করবে। লোকটা ভালো অভিনেতা ওর নামটা শুনতে পারি ?

—চাক আণ্টন চাক।

ব্যারোনেস বলে। সত্যি বলছ মনে হয়। তোয়ালে দিয়ে নগ্ন বুক ঢেকে দিল। নিক তার মেয়েলী ভঙ্গীমা দেখে শুধু হাসল। য'দিও একবিন্দু প্রেম আর নেই!

—ভালো মেয়ে। ঠিক মত জবাব দাও।

—কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করতে চাও ?

—তোমাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তোমাকে কোন নরকে পাঠাবো ?

জলভরা চোখে এলিস বলে—ওহ, নিকি। অন্ত কিছু হল না কেন। আমি যা বলেছি সব কি মিথ্যে ? তোমাকে ভালোবাসা ? নিকি ? সেটাও ?

—আমার কাছে ভালবাসা শব্দটার কোন অস্তিত্ব নেই।

বেডসাইড টেবিল থেকে ব্যারানেস সিগারেট তুলে নিল। ধূসর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখল। তাঁর লাল ঠোঁট কাঁপছে—হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলেছি। কিন্তু কেন জান? নিজেকে বাঁচাতে। আমরা যুদ্ধে হেরেছিলাম। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। আমার বাবার মত বোকা আর ভীতু লোকেরা পেছন থেকে ছুরি মেরেছিল।

—তাহলে হের হিটলারের দল?

নিক হঠাৎ বলে।

তার চোখ জ্বলে—হ্যাঁ। হের হিটলার। আমি ছিলাম জারমান যুব দলে। বাবাকে ঘেন্না করতাম। তাকে ফাঁসি দেওয়াতে খুশী হয়েছিলাম আমি নিজেই বাবার ফাঁসী দেখতে যাই। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি। ম্যাক্স আমাকে ধরে নিয়ে যায় নি। বাবা রিচকে বোকা বানিয়েছিল। ও আমাদের মহান নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে?

দয়া আর রাগ নিকের দেহে। এলিসের দোষ নেই হিটলারের প্রচারে সে ভুল বুঝেছিল।

—তুমিই বাবাকে ওদের হাতে তুলে দাও? তাই না।

—সে ছিল অবিশ্বাসী।

নিক উত্তর পেয়ে গেছে।

তারপর কি হল?

আমি ভবিষ্যতের জন্য লুকিয়ে রইলাম। ম্যাক্স রাডারের রক্ষিতা হয়ে। ওর শরীরটা আমার ভালো লাগত না। তবুও ছাড়তে পারতাম না। বন্য মানসিকতা বলতে পার। তাছাড়া ছিল খুচরো প্রেম।

—যেমন বুড়ি কনটেসা?

কাঁধে শ্রাগ করে এলিস বলে—আরো অনেক ছিল।

—ও-কে। নৌকা থেকেই তুমি আমার পেছু নিয়েছিলে।

কিন্তু আমার আসল পরিচয়টা পাবার আগেই অনেক কিছু ঘটে গেল। হনডোর নকল দাঁত আর ফরাসী চাবির অর্ধেক আমার দখলে, তুমি ঘাবড়ে গেলে ?

—সেটা আমার কাজ ছিল না। আমাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল তোমার সঙ্গে লেগে থাকা। আমি তাতে খুশী। তুমি দারুণ পুরুষ, নিকি।

হালকা হেসে এলিস শেষ করল।

—ঐ ভিলাতে তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে খুশীই হতাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যারোনেস বলে।

আর ওসমান ? সে ছিল তোমার প্রহরী। রাডার তোমাকে এতটুকু বিশ্বাস করতো না। তাই ওসমানকে রাখা হয়। তুমি জেনে রাখো যে রাডার যদি বাঘিনী পেত তাহলে তোমার পরিণতি হত হনডোর মত।

বুকের উপর হাত রেখে ব্যারোনেস বলে—সেটা আমি মেনে নিচ্ছি। আমিও ম্যাক্সকে বিশ্বাস করি নি—

—গতকাল সুযোগ পেয়েই তুমি ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা করলে। তোমার অপূর্ব অভিনয়ের তারিফ করতেই হবে। বিশেষ করে অত্যাচারের কক্ষে। আমিও ভুল করেছিলাম।

—কখন ভুলটা ধরা পড়ল ?

—তোমাদের অভিনেতাকে শিশুর মত কাঁদতে দেখে। তাই তুমি পিস্তল হাতে ঢুকলে। তুমি তো জানতে না যে আমি সত্যিকারের রাডারকে মেরেছি কিনা। আমি সেটা ভেবেই ছুরির আঘাতে মুখটা বিকৃত করে দিলাম। তুমি ধরতে পারবে না দেহটা কার, চাকের না রাডারের ?

স্যুটকেস হাতে নিয়ে দরজার দিকে পা চালিয়ে নিক বলে—তাহলে লক্ষ্মী সোনা, চলি। জীবনের বাকীটা কারাগারে কাটাতে মন্দ লাগবে না, কি বলো ?

—নিক!

শব্দটা নীচু, ভরাট, সুন্দর। হাতে ছোট্ট পিস্তল,ঠোঁটে মধুর হাসি।

—বসো, নিকি। প্লীজ। তোমাকে যেন হত্যা করতে না হয়। কিন্তু তোমাকে যেতে দিতে পারি না কোন লাভ না করে।

—কোন লাভ হবে না।

নিক বলে।

লাল মুখ মেলে ধরে এলিস বলল—তাহলে তোমাকে হত্যা করতেই হবে। আমার বাধ্য বন্ধুক শব্দ করে না। কিন্তু লক্ষ্য স্থির। দারুণ দুঃখিত, ডারলিং। কিন্তু আমার সম্পর্কে সত্যিগুলো তো বলতে দিতে পারি না। আমি কোন লুটেরা মাল নিতে পারবো না। তবে তোমার মৃত্যু সম্পর্কে বানানো কাহিনী বলে কাজে ফিরে যেতে পারবো।

—তুমি বোকা। আমার ধৈর্য ভেঙে দিচ্ছ।

বুকের দিকে তাক করা বন্দুক। ট্রিগারে কোমল আঙ্গুল। সে বলে, আমি দুঃখিত নিকি। আমি তোমাকে ভলোবেসেছিলাম।

এলিস ট্রিগার টিপে দিল। নিক হাসল।

অবিশ্বাস ও উত্তেজনাতে এলিসের মুখ কাঁপছে। সে ট্রিগার টিপছে। ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নেই।

—কোন লাভ নেই। ভিলার প্রথম রাতেই ওটাকে অকেজো করে দিয়েছি। তোমার বাধ্য বন্দুক আর কখনো বুলেট বর্ষণ করবে না।

—হায় ঈশ্বর।

এলিসের মুখে যেন একরাশ অন্ধকার নেমে এল। ঠোঁটে তার অব্যক্ত শব্দ। সে বালিশে মুখ গুঁজে দিল। সৌন্দর্য এখন বাস্তবতায় ঢাকা।

নিক তার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আলতো ধরে। বলে—একটা বুলেট। তোমার জন্যে।

তাকে সে বিদায় জানায়।

বন্দিনী সোনালী বাঘিনী

হোটেল থেকে বাইরে এল নিক। শরত তার সবটুকু লালিমা নিয়ে ঢেকে রেখেছে জেনেভাকে। মহানগরের বুকে উৎসব সাজ। নীল আকাশে বৃষ্টিহীন মেঘের আনাগোনা।

নিক এখন হকের কাছে যাবে। ট্যাকসী ডাকল। আনমনে সিগারেট টানছিল সে। খর রৌদ্র নয়, হালকা প্রলেপ ঢেকে রেখেছে পরিবেশ।

হকের অফিস। একই রকম চলছে। আজ অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে না। এবার তার ছুটি মিলবে তার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আছে তার মাথায়।

হক বসে ছিল, নিক ঢুকল। কানে টেলিফোনের রিসিভার।

চোখের কোনে স্থির প্রত্যয়। যুদ্ধে তার জয় হয়েছে। খুশী হবারই ত কথা।

—স্যার আমি এসেছি।

নিক বলে।

—বসো, নিক আমি জানতাম যে তুমি জিতবে। তার মানে তোমাকে জিততেই হবে। পরাজয় তোমাকে মানায় না।

হক বলে। নিকের কোন ভাবান্তর নেই। সে নির্বিকারে তাকিয়ে আছে সিলিং-এর দিকে। নিঃশব্দে ঘুরছে পাখাটা।

—কোড নম্বরটা শুনে নাও—

উৎসুক হল নিক। সুইস ব্যাঙ্কের ভল্টের নম্বর। যেটা জান তো শুধু হনডো আর রাডার। আশ্চর্য কি করে জানল হক ?

তারা তো বেঁচে নেই। নিক বুঝতে পারল যে ছোট্ট এই ঘরে

বসে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোতে পুরে রেখেছে। অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী।

নিক শুনল।

—কিউ কিউ নট বাই নট।

ছোট্ট কটি শব্দ। তার মধ্যে লুকোনো আছে এক লক্ষ ডলারের বাঘিনী। শুধু কি দাম? গোটা দেশের সম্মান-এর সঙ্গে জড়িয়ে।

নিকের দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে। একটি বাঘিনীর জন্যে অনেকগুলো হত্যা।

ম্যাক্স রাডার, সিকোকু হনডো ওসমান, মাইগা আর……

রাডারকে হত্যা করতে পেরে খুশীই হয়েছে সে। শালা শয়তান। আর হনডো? লাঞ্চে প্রথম দিনই সে কেন যে মরে যায় নি, ভাবলে অবাক হয় নিক। ওসমান তাকে সবচেয়ে যাতনা দিয়েছে। হিজড়ে হয়েও দারুন শক্তিশালী। পাহাড়ে তার রক্তমাখা হাতে চকচকে ছুরির কথা অনেক দিন ভুলতে পারবে না।

এত রক্ত ঝরে তার দেহে। ভালোই হয়েছে। ইঁদুররা শেষ করেছে পচা দেহটাকে।

কিন্তু মাইগা অনেক কামনা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেয়েটি। ক'ঘণ্টা হবে? একবার ভিলা লিমবোতে যেতে হবে। কেমন আছে মাইগা? তখন তাড়াতাড়িতে তাকে বিছানাতে শুইয়ে রেখেছে নিক। এবার ঘুম পাড়াতে হবে।

ভিলাটা একেবারে নির্জন হয়ে যাবে। কনটেসা হয় তো আর বেশীদিন বাঁচবে না।

—তোমার সঙ্গে চারজন সশস্ত্র প্রহরী থাকবে। যে কোন বিপদে তারা তোমার পাশে দাঁড়াবে।

হক গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

—না, স্যার, আমি একলা কাজ করতেই ভালোবাসি।

আপনি আমার ওপরে নির্ভর করতে পারেন।

চেপে চেপে নিক বলে। হক কি চিন্তিত? এতটা তিনি নির্ভর করতে পারছেন না?

নিক আবার মুখ নীচু করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—আমি জিতবই স্যার। আপনি আমাকে বিদায় দিন।

—আই উইথ ইওর বেস্ট লাক। নিক। গুড নাইট।

হাতে দিল হাত। নিক আর হক। নিক ঘুরে দাঁড়াল। বিকেলটা ফুরিয়ে আসছে। জেনেভাতে নামছে সুখী সন্ধ্যে।

—কাল বিকেলের মধ্যে আপনার টেবিলে বাঘিনীকে পৌঁছে দেবো।

নিক বলে। হক তাকিয়ে ছিল। নিক বেরিয়ে গেল।

আলোগুলো জ্বলছে। নিক জাগুয়ারে চড়ে বসল। দ্রুত সে পৌঁছে গেল সাগর তটে। লঞ্চ তৈরী ছিলো। নিকের লক্ষ্য এখন ভিলা লিমবো।

সঙ্গে তার ফরাসী চাবি, স্মৃতিতে তার কোড নম্বর। তার হাতে এক লক্ষ ডলারের বাঘিনী।

জল কেটে কেটে তির তির করে লঞ্চ ছুটছে। পরিষ্কার আকাশ তারারা জেগে আছে। ঝড়ের কোন লক্ষণ নেই। অথচ এর আগে কি ভীষণ সমুদ্র-ঝড় উঠেছিল। নিকের মনে পড়ে। তখন তার সঙ্গে ছিল ব্যারোনেস এলিস।

দ্বীপে নামল নিক। একক দ্বীপ অন্ধকারে নিঃসঙ্গ নায়কের মত দাঁড়িয়ে আছে। নিকের মনে পড়ল অনেক সুখ স্মৃতির কথা।

এলোমেলো পাতা মাড়িয়ে সে হাঁটছে। চাপাচাপা অন্ধকার জমে আছে। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। শুধু দুটি মৃতদেহ—মাইগার আর ওসমানের। নিক কি ভয় পেয়েছে?

এ যেন মৃতের কবরে একলা এক জীবন্ত মানব।

তিন বান্ধবীর উপস্থিতি দেখে নিল সে। পিয়েরে, মিনা আর হুগো—ঠিকই আছে। কখন কার ডাক পড়বে কেউ জানে না।

নিক ধুসর প্রান্তর পার হয়ে ভিলার কাছ এল। থমথমে নীরবতা ঢাকা ভিলা। কোথাও কেউ আছে কি?

নিক ভেতরে এল। খোলা দরজা। চাঁদের মৃদু আলোতে আবছা দেখা যাচ্ছে। আলো আঁধারের বিচিত্র খেলা।

নিক বেডরুমে ঢুকল। সাদা চাদরটা বাতাসে উড়ছে। আলোটা জ্বালল নিক।

শুয়ে আছে, মাইগা। অচঞ্চল এবং অসহায় হয়ে। কত তাড়াতাড়ি বদলে যায় মানুষ। জীবন থেকে মৃত্যু—কতো দূরের পথ?

নিক জানে না। কোনদিন তো জানতে পারবে না।

মাইগার বীভৎস দেহটার দিকে তাকানো যায় না। কি করুন তার চোখ। রক্ত কি ফুরিয়ে গেছে?

উত্তুঙ্গ স্তন-শীর্ষ হেলানো, মসৃণ নাভি যেন বিবর্ণ উপত্যকা, হাতে পায়ে কোন সাড়া নেই।

নিক দেহটাকে কাঁধে তুলে নিল। সম্পূর্ণ নগ্না হলেও কোন উত্তেজনা নেই। জীবন তাই এত দামী?

মনে মনে বিড় বিড় করছে নিক। কোন কোন নারীকে সে তৃপ্তি দিতে পারে মাইগা তাদের মধ্যে একজন।

নিক কি ক্লান্ত?

অন্ধকার প্রান্তরে মাইগাকে শুইয়ে দিল নিক। সুইমিং পুলের সবুজ ঘাসে চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্না ঝকঝক করছে।

নিশিজাগা কোন একটা পাখি হঠাৎ ডেকে ওঠে। তবুও ভয় পেল না নিক।

তিন সঙ্গীকে সঙ্গে রাখলে পৃথিবীর কোন কিছুতেই ভয় করে না

নিক। নিজের ছ'ফুট লম্বা দেহ আর মাথার মধ্যে ভরা ধূসর পদার্থে অনেক আস্থা তার।

সে জানে নিককে হারাবার মত কিছু নেই পৃথিবীতে।

কিচেন থেকে একটা কোদাল খুঁজে পেয়েছে নিক। অন্ধকারে মাটি কোপানোর খপ খপ শব্দ হচ্ছে।

একটি মানুষ গর্ত খুঁড়ছে তার প্রিয়তমাকে পুঁতে দেবে বলে।

মাটি খুঁড়ে হাত দুয়েক গভীর গর্ত করল নিক। তারপর মাইগাকে গভীরভাবে একবার চুমু দিল। বলল বিড় বিড় করে-এখানে তুমি ঘুমিয়ে থাকো মাইগা।

দেহটাকে আস্তে শুইয়ে দিল। মাটি চাপা দিয়ে দিল। এখন থেকে আর কখনো কোন কাম—তৃষাতে ঘুম ভাঙবে না মাইগার। আর কোন অহংকারী পৌরুষের কাছে হাত পাতবে না সে।

নিক ফিরছিল। ঝির ঝিরে বাতাস বইছে। তার কিছু করবার নেই এখানে।

ভিলা লিমাবোতে চিরকালের মত বিদায় জানিয়ে সে চলেছে।

আবার লক্ষ এবং রাতের সমুদ্রে ভেসে যাওয়া। শান্ত সমুদ্র একমুখো বাতাস বইছে।

জেনেভাতে পৌঁছতে বেশ রাত হল। শহরটা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, ফাঁকা রাজপথ। জাগুয়ারে চেপে ছুটল নিক। আজ রাতে তার ঘুম হবে না। কাল সকাল দশটাতে সুইস ব্যাঙ্কে পৌঁছতে হবে তাকে।

এক লক্ষ ডলারের বাঘিনী তাকে হাতছানি দিচ্ছে ডাকছে। তার ডাকে তাকে সাড়া দিতেই হবে।

এস্প্লেনেডার হোটেলে নিজের ফ্লাটে পৌঁছল নিক। অনেক দিন বাদে জীনের বোতল খুলে বসল সে। পেগের পরে পেগ শেষ করেও ঘুম আসে না।

সারারাত ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে থেকে শুধে

নিচ্ছে সবটুকু লালিত্য। ভোর হবার প্রত্যাশাতে ফুটছে নতুন দিন।

নিক কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভাঙল তার। রুম সারভিস। লেমন টি নিল সে।

রাত জাগা ক্লান্তি উধাও। উত্তেজনাতে টগবগ করে ফুটছে নিক। আর ক'ঘণ্টার মধ্যে বাঘিনীর ঘুম ভাঙাবে।

ইন্দোনেশিয়ার পরিত্যক্ত নির্জন মন্দির থেকে জাপানীরা যে বাঘিনীকে তুলে এনেছিল, যার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল জার্মান, সেটা এখন অনেক নাটকের পরে নিকের মুঠোতে আসতে চলেছে।

তবুও অনেক কিন্তু আছে, অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

শেষ অবধি বাঘিনীকে পাবে তো সে?

বাঘিনীকে তাকে পেতেই হবে। না' হলে দু'হাত ভরে রক্ত মেখেছে কেন?

কেন ফিরিয়ে দিয়েছে মাইগার মত কামচঞ্চলা রমণীকে?

ঠিক দশটাতে নিক হাজির হল পলকাভটের অফিসে। তখনো খদ্দেরদের ভীড় শুরু হয় নি। সবুজ রঙের বাড়ীটাতে সূর্যের রোদ পড়েছে। কাঁচের জানলাতে প্রতিফলিত হয়েছে রোদের টুকরো।

কোড নম্বরটা মনে মনে বলে নিক-কিউ কিউ নট বাই নট।

—আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মেয়েটিকে বলল নিক।

—নামটা লিখুন।

মেয়েটি বলে।

নিক স্লিপে লিখল—পল উইলবার। মেয়েটি চোখ বুলিয়ে বেল টিপল। বেয়ারাকে দিল স্লিপটি। এখন কিছুটা প্রতীক্ষা

নিক ওয়েটিং লনে এল। সোফাতে বসে তুলে নিল ক্লাইম ম্যাগাজিন। কিছুটা পরে ডাক পড়ল তার।

নিক কাঁচের ঘরে ঢুকল। ছোরা-পিস্তল নিয়ে উদ্দাম লড়াই

করতে সে ভালোবাসে। এসব আদব কায়দার সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

—কত নম্বর ভল্ট আপনার?

ম্যানেজার প্রশ্ন করে।

—কিউ কিউ নট বাই নট।

নিকের স প্রতিভ উত্তর। পাশে বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোক সামান্য চমকে গেলেন। প্রায় কুড়ি বছর পরে ঐ নাম্বারটি বলছে কেউ। কুড়ি বছর না আরোও বেশী?

উনি চিন্তা করেন। ঠিক মনে পড়ে না। যখন ঐ ভল্ট ভাড়া করা হয় তখন তিনি ছিলেন একেবারে তরুন। আজ অবসর নিতে চলেছেন। হিসেবটা কত বছর হবে?

ফরাসী চাবির একটি অংশ, যেটা থাকে ব্যাঙ্কের অধিকারে।

এতক্ষণে পুরোটির সন্ধান মিলছে। নিক দাঁড়াল, হৃদপিণ্ড দ্রুত লাফাচ্ছে তার। সত্যি ভল্টের লকারে বাঘিনী বন্দিনী আছে তো?

নাকি কুড়ি বছরের মধ্যে অন্য কেউ তুলে নিয়েছে তাকে?

তাহলে?

ব্যাঙ্কের চাবির অংশটা প্রথমে ঢোকাল, তারপরে হনডোর দাঁতের ফাঁকের টুকু, অবশেষে রাডারের চোয়াল থেকে পাওয়া। দুজনের কেউ এখন বেঁচে নেই।

অন্ধকার ভল্টে দাঁড়িয়ে আছে নিক। বাতাস বন্ধ এখানে। পুরু ইস্পাতের ঘন আবরণ। মাটির নীচে পাতালপুরী।

হ্যাঁচকা টান মারতেই খুলে গেল ভল্টটা।

রাশি রাশি অন্ধকারে কুড়ি বছরের পুরোনো বাতাস যেন মুক্তির আনন্দে অধীর।

নিক দেখল, গভীর অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠেছে সোনালী বাঘিনী।

রক্তরুবী চোখে শুধু জ্বলছে আগুন।

ও শিশুর মত আঁকড়ে ধরল সেটাকে। অসংখ্য চুমু দিল। ভল্টে

আরোও সম্পত্তি আছে। সোনার মোহর ও রূপোর জিনিষ আর বিদেশী পত্র। এখন শুধু বাঘিনীকে তার চাই।

কাগজের মোড়কে ঢাকা এক লক্ষ ডলার। নিক জাগুয়ারে চেপে এয়ারলেয়ারে পৌঁছে গেল।

বেলা বারোটার মধ্যে সে অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক। হঠাৎ তার মনে হল একটা পনেরো মিনিটে বিমান বন্দর থেকে উড়ে যাবে প্যান আমেরিকান ফ্লাইট।

জেনেভা থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক। তারপর শুধু ফুর্তি আর ফুর্তি। টাকা আর টাকা। আপন মনে হাসল সে। অজস্র অর্থ। বেওয়ারিশ লুঠের মাল এখন তার অধিকারে।

পৃথিবীর সব কিছুকে জোর করে ছিনতাই করতে হয়। কেউ তুলে দেয়না কিছু।

অনেক মৃত্যুর কালো রাস্তা পার হয়ে নিকোলাস কার্টার ছিনিয়ে নিয়েছে সোনালী বাঘিনী।

ঘুম ভেঙেছে তার। এখন সে অবাক চোখে দেখছে পৃথিবীটাকে।

নিকোলাস কার্টার আয়নাতে নিজেকে দেখল। এখন সে সম্পূর্ণ তৈরী। কাল এমন সময় নিউ ইয়র্কের কোন হোটেলের ডিভানে কামাতুরা রমনীকে এলোপাথাড়ি দংশন দেবে।

আহা, জীবন মানে তো শুধু অবিরাম আদর আর আ...

তখনই মাইগার মরা ফ্যাকাসে চোখ এক ঝলকে মনে পড়ল তার। সে টাই বাঁধতে বাঁধতে বলল—গুড-নাইট। জেনেভা গুড নাইট।

অবশেষে শেষ কথা

হকের ডেস্কে উজ্জ্বল আলোতে জ্বলছে সোনালী, বাঘিনী। তার রুবীর চোখের ছটা যেন রক্তের প্রতীক। নিক ভাবল। অনেক রক্ত ঝরেছে ঐ সোনালি বাঘিনীর জন্যে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও ঝরবে।

—এক দিনের আগেই এসে গেছি স্যার।

নিক ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল। কাগজের মোড়ক খোলবার সময় সে আড়চোখে দেখে নিয়েছিল হকের চোখ।

অনেক উৎকণ্ঠা থাকলেও কি অদ্ভুত চেপে রেখেছে। যেন বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই তার।

হক তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমাতে বলে—এটার দিকে শেষ বারের মত তাকাও। আজই রাতে এটা বিশেষ প্রহরাতে নিউইয়র্ক যাবে। মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেওয়া অবধি আমার দায়িত্ব। তারপর আমার ছুটি।

নিক পরম মমতায় বাঘিনীর পিঠে হাত রাখল। অনেক ঘুম হারা রাতের ফসল।

কিন্তু এটা তো এখানে থাকবার কথা নয়। এখন এটা উড়বে অতলান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে।

কিন্তু মাইগার চোখ তাকে বিশ্বাস ঘাতক হতে দিল না।

নিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যার ভূমিকা তাকে করতেই হবে।

একটা অনামা ফোন পেয়ে জেনেভা পুলিশ জুলী লেকের ধারের ঐ বাড়িতে ঢোকে। তারা একাধিক মৃতদেহ দেখতে পায়। দেহ-গুলোর সব কটাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

খবরের কাগজের দিকে আঙ্গুল দিয়ে হক বলে, এতগুলো হত্যার কি দরকার ছিল?

নিক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, কাজের অতিরিক্ত খুন করতে আমার ভালো লাগে না স্যার।

হক হাসল, কফির কাপ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাঘিনীকে ভালো করে দেখো, কি দেখছো ?

নিক তাকাল, ল্যাজ থেকে মাথা অবধি সরু সূতোর মত দাগ। নিক চাপ দিতেই বাঘিনীর দেহটা দুভাগ হয়ে গেল। ফাঁকা পেট থেকে বেরিয়ে এল পৃথিবীর মানচিত্র।

নিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এটা কি স্যার ?

—শোনো, নিকি তোমাকে বলেই বলছি। কথাটা কোথাও বলো না। জাপান সরকার হিটলারের নির্দেশে চিহ্ন দেওয়া এই মানচিত্রটা বাঘিনীর পেটে রেখেছিল। এখানে কুড়িটা স্থানের পায়ে লাল দাগ দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি আছে সাগর তলে, আফ্রিকান তটভূমিতে সিংহলের পাশে, ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে, মেসকিকো উপসাগরে, কোরিয়া প্রণালীতে, ডেডসীতে, মালয় উপসাগরে, হলুদ সাগরে, চীনা সাগরে, আরব সাগরে। সবাই অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে।

—ওখানে কি আছে ?

—ওখানে আছে পরবর্তী অপারেশন প্ল্যান। হিটলার যখন বুঝতে পারলেন যে মিত্রশক্তির কাছে তিনি পরাজিত হবেন তখন তিনি তাঁর জেনারেলদের নিয়ে মিটিং ডাকেন। মিটিং এ স্থির হল যে জারমান শিশুদের অন্য সব দেশে পাচার করতে হবে। তারা বড় হয়ে নাৎজী বাহিনী গড়ে তোলে। তারা অন্য দেশের নাগরিক হয়েই থাকবে। যতদিন না সুযোগ মেলে তারা অপেক্ষা করবে। তারপর হঠাৎ তারা জেগে উঠবে।

—কেমন করে ?

কেন অজস্র অর্থে। তাদের জন্যে রাশি রাশি টাকা রইল কুড়িটা সাবমেরিনে। সাবমেরিনগুলো অপেক্ষা করবে অগভীর সমুদ্রে। যুদ্ধের শেষে তাদের এই প্ল্যানটা ফাঁক হয়ে যায়। জেনারেলদের একজন বলে দিয়েছিল। সি আই এ সব কটা সাবমেরিন উদ্ধার করেছে।

—ইস, কি সাংঘাতিক।

লালাভেজা চুরুটটা দাঁতে চেপে হক বলে, টাকাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে শান্তির কাজে নাজী দলের গোবান নথি থেকে পাচার করা শিশুদের নাম পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাদের সব ভুলে যাবার সময় দেওয়া হবে। কারও প্রতি অহেতুক অত্যাচার করা হয় নি।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার, এবার আমাকে পুরো কাহিনী একটু বলবেন।

হেসে ওঠে হক। বলে সেটা ছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল। প্রলয়ংকর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। লক লকে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সভ্যতা। তখন জাপান ইন্দোনেশিয়া অধিকার করেছিল। তারা হঠাৎ গভীর বনাঞ্চল থেকে একটি বাঘিনী আবিষ্কার করে। আবিষ্কারকের মধ্যে ছিল দুই সৈন্য সিকোকু হনডো আর ম্যাক্স রাডার। রাডার ছিল জার্মান বাহিনীতে। তারা দুজনে যুক্তি করল যে ওটাকে লুকিয়ে রাখবে। সেইমত জেনেভার সুইস ব্যাঙ্কের ভল্ট ভাড়া করল।

যুদ্ধ থেমে গেল। জাপান হল পরাস্ত। পরিবর্তিত পরিবেশে সিকোকু হনডোকে দেওয়া হল কারাদণ্ড। অথচ তাকে না পেলে সোনালী বাঘিনীর ঘুম ভাঙবে না।

ম্যাক্স রাডার অপেক্ষা করে রইল। ইতিমধ্যে সে দেশের মধ্যে নানা রাজনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার মধ্যে ব্যারোনেস এলিসের যোগাযোগ একেবারে বেমানান। বেচারী মেয়ে জার্মান বাবা তার ফরাসী আর অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের ফসল। বাবার মৃত্যুর পরে সে ফ্রানসে চলে আসে। থেকে থেকে তার ওপরে কড়া নজর রাখা হল। তাকে প্রচুর টাকার টোপ ফেলে জার্মান ইনটেলিজেনসের এজেন্ট করা হল। আসলে আমরা তাকে আটকে রাখতে চেয়ে ছিলাম।

কারণ সেই একমাত্র ম্যাক্স রাডারের আসল মুখটা চিনত।

কিন্তু সেদিন অবধি অদ্ভুত ভাবে সে আমাদের বোকা বানিয়ে গেছে।

—ওর কথা থাক স্যার আপনি রাডারের কথা বলুন—

চকিতে নিকের দিকে তাকিয়ে হক বলে, অবশেষে সিকোকু মুক্ত হল। তার প্রথম কাজ হল রাডারের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু সব কিছু বদলে গেছে। সে ক'বারের চেষ্টাতে রাডারের সন্ধান পেল।

তখনই আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমার ওপর নির্দেশ ছিল যে দুই শয়তান এক হলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ওরা এক হলে সোনালী বাঘিনীকে নিরাপদ রাখা যাবে না।

আমরা এমন যুবক খুঁজছিলাম যে হবে অসীম সাহসী, অথচ, যাকে পেলে মেয়েরা ভাববে প্রেমিক রাজা। সবচেয়ে বড় হল তার বিশ্বাস তার ওপর নির্ভর করছে একটি জাতির সম্মান। আমরা তোমার মধ্যে সবকটি গুণের বিরলতম সমাবেশ দেখেছিলাম। এবং তুমি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছো।

নিক মাথা নীচু করল। প্রশংসা শুনতে তার কোনদিনই ভালো লাগে না।

এর পরের ঘটনাটা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো।

হক চুরুটটা নিভিয়ে দিল। বলল কাল থেকে তোমার ... দিনের ছুটি। আশা করবো ছুটিটা তোমার উপভোগ্য হবে। তবু যাবার আগে একটা কুসংবাদ দিচ্ছি। এটা দেখো—

নিক পড়ল। ছোট্ট খবর…

জেনেভার এক হোটেলে ব্যারোনেস এলিসকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার মাথায় একটি বুলেট বিঁধেছে। ছোট্ট পিস্তল থেকে। পুলিশের মতে এটি আত্মহত্যা।

—আত্মহত্যা? আপনি কি তাই মনে করেন?

নিক হঠাৎ চীৎকার করে।

—নাও হতে পারে। হয়তো হত্যা। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি।

যাক আমরা তো তাকে মারিনি। সে ছিল রাডারের পক্ষে। যদিও তার সাহায্য ছাড়া তুমি এক পা নড়তে পারতে না।

নিক অসহায় হয়ে যায়। কারও ওপরে নির্ভর করতে তার মোটেই ভালো লাগে না। বিশেষ করে কোন রমনীর ওপরে।

নিক ভাবছিল। সে হককে বিদায় জানিয়ে বাইরে এল। এতক্ষণে জেনেভা ছেড়ে অনেক দূরে উড়তো সে।

সেপ্টেম্বরের বিকেলে রাস্তায় খুশী মানুষের মিছিল। গত কটা দিন কি উন্মাদনায় কেটে গেল। এক একটি কাজের শেষে সাময়িক অবসাদে ভরে যায় মন।

অনাবৃতা উরু নিয়ে হাঁটছে সুদেহিনী রমনী। তাদের নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নিক সিগারেট ধরাল।

এখন সে কোথায় যাবে? যদিও সে জানে এই পৃথিবীতে কোথাও তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কামচঞ্চল এক কুহকিনী নারী এবং মদিরা নেশা।

রীটা অনীটা, মার্থা, শীলা অনেক নাম। তাদের একটাই পরিচয় তারাও বাঘিনী, সোনার নয়, দেহের।

সেই বাঘিনীর সামনে লড়তে চাইছে নিক। এখানে কোন অস্ত্র চাই না তার। দেহই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

এই সব কুহক কন্যারা তার ফেলে আসা অতীতটাকে ভুলিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে যাবে আগামী দিনে।

যে অতীতটাতে আছে এক স্বর্গের মেয়ে, টেকসা বের সত্তর মাইল দূরের নিভৃত গ্রামে কেমন আছে সে? সাত বছর আগে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিকের।

সাত বছরে কতটা বদলে গেছে ক্যাথারিনা প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর আসে না।

তার চেয়ে এলিস মাইগার মিছিলে সে হারিয়ে যাক।

অতীতটাকে সে ভুলতেই ভালোবাসে।